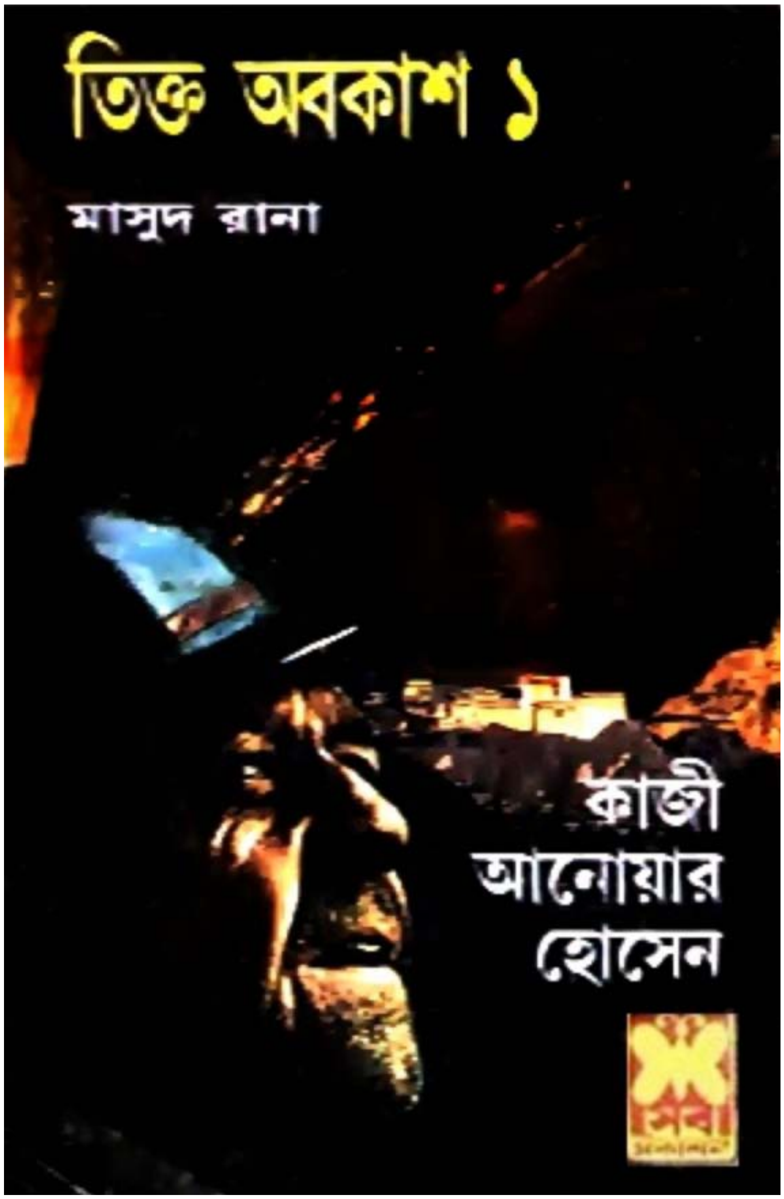
তিক্ত অবকাশ ১
মাসুদ রানা
কাজী আনোয়ার হোসেন

তেইশ টাকা

ISBN 984-16-7197-2
প্রকাশক ঃ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশঃ নভেম্বর, ১৯৯২

প্রচ্ছদ পরিকল্পনাঃ শরাফত খান

রচনাঃ বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে

মুদ্রাকরঃ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানাঃ
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপনঃ ৪০৫৩৩২
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

শো রুমঃ
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana-197
TIKTO ABOKASH
Part-I
By: Qazi Anwar Husain

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউণ্টার ইণ্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চিরনবীন যুবকটির সাথে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।
আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

এক

'জানি জানি,' হাত তুলে বাধা দিল লা ইটালিয়া ডেল পোপোলোর ক্রাইম রিপোর্টার টনি আমান্দো। 'অত্যন্ত জরুরী একটা কাজে রোম এসেছ তুমি, হাতে একদম সময় নেই, কাজ সেরেই ছুটতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং এ-মুহূর্তে কয়েকটা ইনফরমেশন চাই তোমার। ইজিন্‌ট্‌ ইট?'

মুচকে হেসে এপাশ ওপাশ মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'ইল না। শুধুই দেখা করতে এসেছি তোমার সাথে এবং হাতে সময়ের অভাব নেই।'

'চাপা মের না,' ধমকে উঠে কলিং বেলের বোতামে চাপ দিল ব্যস্ত সাংবাদিক। 'তোমার ওই চালবাজি মার্কা হাসির অর্থ আমি বুঝি না ভেবেছ? আরে, আমি মানুষ চরিয়ে খাই। তা-ও আবার যেন-তেন মানুষ নয়, ক্রিমিন্যাল, অ্যাণ্ড ইটালিয়ান্‌স্‌। মাইণ্ড ইট,' চোখ পাকাল সে। কয়েক সেকেণ্ড বিরতি দিল। যেন রানাকে কথাটার অন্তর্নিহিত মর্ম অনুধাবন করার জন্যে এই সময়টুকু না দিলেই নয়। তারপর আবার মুখ খুলল, 'অতএব, বাজে প্যাচালে কাজ নেই। এবার বলে ফেল, কার পিছনে লেগেছ, কোন ব্যাপারে তথ্য চাই। মাফিয়া নিশ্চয়?'

'বললাম তো, সত্যিই ছুটিতে আছি।'

একজন অ্যাটেনডেন্টকে দেখা গেল দোরগোড়ায়। তার উদ্দেশে দুটো আঙুল তুলল টনি আমান্দো। 'কফি, প্লীজ,' আবার রানার দিকে চেয়ে থাকল কয়েক সেকেণ্ড। 'খাঁটি কথা?' সংশয় কাটছে না তার।

'খাঁটি সোনার চেয়েও খাঁটি,' বলল রানা।

'কদিনের ছুটি?'

'এক মাসের।'

'বল কি? এক মাসের ছুটি! মাসুদ রানার!' সত্যি সত্যি চোখ কপালে উঠল টনি আমান্দোর।

'কেন, এর মধ্যেও ক্রাইমের গন্ধ পাচ্ছ না কি?'

'না। তবে অবাস্তব মনে হচ্ছে,' পরক্ষণেই প্রসঙ্গ পাল্টাল সে, 'এখানেই থাকবে তো এই একমাস?'

'উঁহুঁ। পনের দিনের মত ছুটি অলরেডি গন। বাকি ক'দিন থাকব।'

সত্যিই ছুটিতে ছিল মাসুদ রানা, ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের কিংসটনে, জ্যামাইকার রাজধানীতে। বার্লিনে গুরুত্বপূর্ণ একটা অ্যাসাইনমেন্ট সাফল্যের সাথে শেষ করামাত্র খুশি হয়ে পুরো এক মাসের ছুটি মঞ্জুর করে তারবার্তা পাঠায় বুড়ো। অমনি দে ছুট। সঙ্গে লালচুলো এক জার্মান সুন্দরী জুটিয়ে নিয়েছিল ভজিয়ে ভাজিয়ে।

কিংসটন শেরাটনের কার রেন্টাল সার্ভিসের ভাড়া গাড়িতে করে যতটা সম্ভব চষে বেড়িয়েছে ওরা ক্যারিবিয়ান সাগর ও গ্রেটার অ্যানটিলিস ঘেরা খুদে দ্বীপদেশটি। দেখতে দেখতে

ফুরিয়ে গেল দুটি সপ্তাহ। ওখানে রানা এজেন্সির শাখা খোলার সম্ভাবনার ব্যাপারে সিরিয়াসলি চিন্তা-ভাবনা শুরু করে দিয়েছিল রানা, এই সময় ঢাকা থেকে জরুরী বার্তা আসে। অনতিবিলম্বে রোমে রিপোর্ট করতে বলা হয় ওকে।

আজই দুপুরের পর রোম পৌঁছেছে রানা হন্তদন্ত হয়ে। এসে দেখে ফক্কা। আরেকটা মেসেজ অপেক্ষা করছে এখানে। তাতে বলা হয়েছে, যে-জন্যে রোম আসতে বলা হয়েছে, সে-কাজ বিশেষ কারণে স্থগিত রাখা হয়েছে। রানাকে ছুটি রিজিউম করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে তাতে।

ভেবেচিন্তে বাকি দিনগুলো এখানেই কাটাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রানা। এসে যখন পড়েইছে, এই সুযোগে এখানকার রানা এজেন্সির কাজকর্ম নিয়ে মোনিকা আলবিনোর সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা সেরে নেয়া যাবে। সেই সাথে টনি আমান্দো, নিউ ইয়র্কের অত্যন্ত প্রভাবশালী দৈনিক, নিউ ইয়র্ক ভিশনের রোম ব্যুরো চীফ পিটার লারসেনসহ অন্যান্য ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের নিয়ে আনন্দ ফুর্তিও করা যাবে।

বহু বছর ধরেই ওরা একে অপরের পরিচিত। বিপদে-আপদে এদের প্রত্যেকেই রানার সাহায্য পেয়েছে। তেমনি রানাও প্রয়োজনের সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছে এদের কাছ থেকে, বিশেষ করে কুখ্যাত মাফিয়া-চক্র সম্পর্কে। ওদের ব্যাপারে বিশেষ করে টনি এবং লারসেন যত খবর রাখে, ইটালিয়ান হোম মিনিস্ট্রিও সম্ভবত তত রাখে না।

টনি আমান্দো রানার থেকে এক ইঞ্চিমত লম্বা। মেদহীন, চওড়া হাড়ের মানুষ। ক্রিকেট খেলোয়াড়ের মত লাগে দেখতে।

চেহারা অনেকটা পাওলো রসির মত।

কফি রেখে গেল অ্যাটেনডেন্ট। যার যার কাপে চুমুক দিল দু'বন্ধু। 'সত্যি থাকবে তো?' এখনও যেন বিশ্বাস করতে বাধছে টনির।

উত্তর না দিয়ে একের পর এক চুমুক দিয়ে চলল রানা।

'লারসেন জানে তোমার কথা?'

'না। তোমার এখানেই প্রথম এলাম।'

'দাঁড়াও, খবরটা জানাই ব্যাটাকে,' থাবা দিয়ে টেলিফোনটা কাছে টেনে আনল টনি আমান্দো। পরমুহূর্তে থেমে গেল কি মনে করে। 'ওহ্-হো! বাইরে কোথায় যেন যাওয়ার কথা ওর আজ। ফিরতে অনেক রাত হবে।'

'বাইরে কোথায়?' কফি শেষ করে একটা সিগারেট ধরাল রানা। প্যাকেটটা এগিয়ে দিল টনির দিকে।

'ঠিক জানি না, জিজ্ঞেস করিনি।' সিগারেট ধরাল সে-ও। হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে বলল, 'ছটা বেজে গেছে। একটু বস, হাতের কাজটা শেষ করেই বেরুব।'

বিখ্যাত আলফ্রেডো'স-এ ডিনার সারল ওরা। তারপর এখানে ওখানে আরও কয়েকজন বন্ধুর আস্তানায় হানা দিল। এগারটার দিকে রোমের অভিজাত আবাসিক এলাকা সান ক্যাপরিয়ানায় রানার ভাড়া করা বাংলোয় পৌঁছে দিয়ে গেল ওকে টনি আমান্দো। ছোট একটা টিলার ওপর বাংলোটা। রানা রোম আসছে খবর পেয়েই ওটা এক মাসের জন্যে ভাড়া নিয়েছে মোনিকা।

এমনিতে রোম এলে অন্যান্য জায়গার মত সব সময় এজেন্সির

ওপরতলায় নিজের বেডরুমেই থাকে রানা। কিন্তু এবারের আগমনটা একটু অসময়ে হয়ে গেছে। রোমে এজেন্সির কার্যক্রম দিনে দিনে বাড়ছে, সেই সাথে বাড়ছে অপারেটরদের সংখ্যাও। ছোট জায়গায় স্থান সংকুলান সম্ভব হচ্ছে না এখন আর, তাই নতুন জায়গায় উঠে যাচ্ছে অফিস। শিফটিং শুরু হয়ে গেছে এর মধ্যেই। ভীষণ এলোমেলো অবস্থা, যে-জন্যে এই বিশেষ ব্যবস্থা এবার।

পরদিন খুব ভোরে টেলিফোনের মৃদু কির-কির কির-কির আওয়াজে ঘুম ভাঙল রানার। রিসিভার তুলতেই পিটার লারসেনের দরাজ গলা শোনা গেল। 'ঈশ্বর তোর মঙ্গল করুন, রানা। জানিসনে, আমাদের বাইবেলে আছে, যে বিপদে অন্যের সাহায্য করে, তার বিপদে প্রভু যীশুও তাকে সাহায্য করেন। তুই এসেছিস, টনির মুখে শোনামাত্র অর্ধেক বিপদ কেটে গেছে আমার। বাকিটুকু গেছে তুই ফ্রি আছিস শুনে।'

'ব্যাপার কি রে!' একটা হাই তুলল রানা, 'খালি পেটে বোতল টানা শুরু করলি কবে থেকে?'

'সত্যি বলছি, দোস্ত। নিউ টেস্টামেন্টের সেই গল্পে প্রভু যীশু স্পষ্ট...'

উঠে বসল রানা। 'কোন গল্পে?'

'দূর ব্যাটা! অতকিছু জানলে তো তোদের... কি বলে, হাফেজ হয়ে যেতাম। সে যাক। দোস্ত, খুব বিপদে আছি। এবার যদি আর একটু ফিজিক্যাল সাহায্য না করিস, তোর বোনের সাথে আমার বিয়েটা আর কোনদিনই হবে না।'

'ফের ফালতু কথা?' কি এক তাড়নায় ছট ফট করছে রানা।

দু'পা নামিয়ে দিয়েছে বিছানা থেকে।

'যীশুর কিরে, রানা, ফালতু নয়। তোর সাহায্য পেলে আজই আইবুড়ো নামটা ঘোচাতে পারি।'

প্রচণ্ড এক দাবড়ি লাগাল রানা। 'আসল কথা বলবি, না রেখে দেব ফোন?'

'রাখ। তবে বেরিয়ে পড়িসনে যেন এখনই। আমি আসছি আধ ঘন্টার মধ্যে।'

রিসিভার ছুঁড়ে ফেলে তড়াক করে বিছানা ছাড়ল রানা, তীরবেগে ছুটল বাথরুমের দিকে। তলপেটের চাপ অসহ্য হয়ে উঠেছে, আরেকটু হলে ভিজিয়েই ফেলত কাপড়। প্রায় বিশ মিনিট পর বেরুল ও একেবারে শাওয়ার শেভ সেরে।

কিচেনে এসে বৈদ্যুতিক কেটলিতে কফির পানি চড়িয়ে টোস্টারে মোটা-মোটা চার স্লাইস পাউরুটি ঢোকাল। টিপে দিল টোস্টারের অটো সুইচ। এরপর এক হালি ডিম দিয়ে তৈরি করল প্রকাণ্ড এক ওমলেট। ওটা টেবিলে এনে সাজাতে না সাজাতেই 'কোঁক' 'কোঁক' ডাক ছাড়ল টোস্টার, পরমুহূর্তে ইজেক্টরের ধাক্কায় একসাথে লাফ দিল স্লাইসগুলো।

মচমচে স্লাইস চারটে বের করে আরও চারটে ঢোকাল রানা। সুইচ অন করে দিয়ে খেতে বসে গেল। পেটপুরে নাশতা সেরে প্রকাণ্ড এক ঢেকুর তুলল ও। কফির কাপে দুটো চুমুক দিয়ে দিনের প্রথম সিগারেটটা ধরাল। সবে আটটা বাজে তখন।

আরও পনের মিনিট পর বাইরে গাড়ির আওয়াজ পেয়ে সামনের চওড়া বারান্দায় বেরিয়ে এল সুটেড-বুটেড মাসুদ রানা। লারসেনের কুচকুচে কালো বুইকটা গেট পেরিয়ে সাঁ করে ছুটে

এসে থেমে দাঁড়াল সামনে। লারসেনের পাশে এক সুন্দরীকে বসা দেখে কৌতূহলী হয়ে উঠল রানা।

আগে কোথাও দেখেছে ও মেয়েটিকে। কিন্তু কোথায় দেখেছে মনে পড়ছে না এ মুহূর্তে। দু'জনেই নেমে এল ওরা গাড়ি থেকে। ঝাড়া ছ'ফুট চার ইঞ্চি লম্বা পিটার লারসেন। তেমনি বিশালদেহী। সেই তুলনায় মেয়েটি বেশ খাটো, পাঁচ ফুট ছয় কি সাত বড়জোর। লারসেনের গাড়ির মতই দুর্লভ কালো চুল মেয়েটির। চোখের মণির রঙ হালকা খয়েরি।

'হাবার মত চেয়ে আছিস যে বড়?' বলল লারসেন। 'নিজের বোনকেও চিনতে পারছিসনে?' মেয়েটির কনুই জড়িয়ে ধরে বারান্দায় উঠে এল সে। 'আরে, এ প্রিসিলা। প্রিসিলা ওয়াটসন। তোর মোনিকার...'

'হ্যালো, হ্যালো! সরি,' তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল রানা। 'অনেকদিন পর দেখলাম তোমাকে। চিনতে পারছিলাম না। কেমন আছ, প্রিসিলা?'

'জ্বি, ভাল। আপনি কেমন আছেন?'

মোনিকার বান্ধবী প্রিসিলা ওয়াটসন। অনেক আগে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল সে ওদের। প্রিসিলা আমেরিকান। দু'পুরুষ ধরে রোমে সেটল্ড্। একটি ইংরেজি সিনে ম্যাগাজিনের স্টাফ রিপোর্টার সে।

ওদের ভেতরে এনে বসাল মাসুদ রানা। 'বল, কি খাবি।'

'কিচ্ছু না, দোস্ত।' লারসেনকে বেশ অস্থির অস্থির লাগছে।

পালা করে ওদের মুখের দিকে তাকাতে লাগল ও।

'রানা, তোর সাহায্য প্রয়োজন আমাদের, দোস্ত। বড্ডো

বিপদে পড়ে গেছি।'

'আর কত বিপদ-বিপদ করবি? কি হয়েছে বলে ফেল।'

পাশে বসা প্রিসিলার দিকে তাকাল লারসেন। 'তুমি বল,' চাপা গলায় বলল সে।

মাথা দোলাল মেয়েটি। 'তুমিই বল।'

খানিক ইতস্তত করল লারসেন। কি ভাবে কথাটা পাড়বে গুছিয়ে নিয়ে ফিরল রানার দিকে। 'দোস্ত, আমি...আমরা বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি,' বলেই চট করে প্রিসিলার কাঁধ বেষ্টন করে ধরল, যেন এখনই ঝেড়ে দৌড় দিতে যাচ্ছে সে।

'কংগ্রাচুলেশনস! কিন্তু বিপদটা কোথায়?'

'বিপদটা ঘটিয়েছে ওর চাকরি, মাসুদ ভাই,' মুখ ভার করে বলল প্রিসিলা ওয়াটসন।

'কিরকম?'

'আর বলিসনে।' চেহারা করুণ হয়ে উঠল লারসেনের। 'হেড অফিসে এক মাসের ছুটি চেয়ে দরখাস্ত করেছিলাম। কিন্তু ওরা জানিয়ে দিয়েছে এখন ছুটি দেয়া সম্ভব নয়। আমার রিলিভার হিসেবে কাউকে পাঠাতে পারবে না ওরা আগামী এক মাসের মধ্যে।'

'তারপর?'

'মুশকিল হয়েছে, আমি শিওর ছিলাম যে ছুটি পাব। সেই ভরসায় প্রিসিলাকেও ছুটি নিতে বলেছিলাম। ভেনিসে এখন ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল চলছে, এ ধরনের অনুষ্ঠান ও-ই সব সময় কাভার করে। তবুও, এর মধ্যেও ছুটি আদায় করে নিয়েছে ও, কিন্তু আমি আটকে গেছি। এ নিয়ে হেড অফিসকে চাপাচাপিও করতে পারছি

না। গত কয়েক মাস ধরে আমার প্রমোশন ঝুলে আছে। হেড অফিসে ফরেন ডেস্কের ডেপুটি চীফের পোস্ট ওটা, এর চেয়ে অনেক-অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদ। চাপ দিলে খেপে যাবেন বস্। জানিসই তো, ভীষণ রাগি মানুষ। ওটাও পারছি না, আবার এদিকে প্রিসিলার ছুটিও অনর্থক বসে বসে নষ্ট হচ্ছে। এর ভেতর যদি বিয়ে করা সম্ভব না হয়, তাহলে এ বছর আর হবে না। চাইলে অবশ্য আজই বিয়ে করা যায়। কিন্তু তুই-ই বল, বিয়ে করব অথচ হানিমুন করতে পারব না, এটা কোন বিয়ে হল? তাছাড়া প্রিসিলারও মত নেই তাতে।'

'আই সী।'

'তুই ছুটিতে আছিস শুনে আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। এখন তুই-ই পারিস এ ব্যাপারে আমাদের হেল্প্ করতে।'

'কিভাবে?'

'একটা সপ্তা আমার হয়ে একটু প্রক্সি দিবি শুধু। তাহলেই চলবে।'

'মানে?'

'আমার অফিসটা চালিয়ে নিবি এই ক'টা দিন। সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা তোর আছে, কাজেই কোন অসুবিধে হবে না। অবশ্য তেমন কিছু তোকে করতেও হবে না, আমার পি.এ. লিজা ভ্যালেন্টি-ই সব সামলে নিতে পারবে। শুধু আমার ডেস্কে বসবি তুই।'

'সেরেছে! তা কি করে সম্ভব?'

'অসম্ভবটা কোথায়?'

'না, মানে, তোর হেড অফিস থেকে যদি কেউ এসে পড়ে

হঠাৎ করে? বা... আর কোন...'

'কেউ আসার প্রশ্নই আসে না। সে সব জেনেবুঝেই ঝুঁকিটা নিচ্ছি আমি, বোকচন্দর। তেমন কিছু ঘটলে ক্ষতিটা আমারই হবে, তোর কিছু হবে না। এখন বল সাহায্য করবি কি না। মাত্র সাতদিনের ব্যাপার।'

ওদের দু'জোড়া চোখ আঠার মত সেঁটে আছে রানার মুখের ওপর। 'আমি আমার কথা ভাবছি না,' বলল ও। 'আমি ফ্রি আছি, তোদের উপকারে লাগতে পারলে বরং খুশিই হব। কিন্তু...'

'বললাম তো, চিন্তার কিচ্ছু নেই। ঠিক আছে, আয়, ব্যাপারটা নিয়ে আরেকটু আলোচনা করা যাক, তাহলে বুঝতে পারবি কাজটা কত সহজ,' বলে প্রিসিলার দিকে ফিরল লারসেন।'ডার্লিং, দু' কাপ কফি খাওয়াবে আমাদের, প্লীজ?'

দু' কাপ নয়, চার কাপ কফি ধ্বংস করল রানা আর লারসেন। আধঘন্টা ধরে নিচু গলায় আলোচনা করল দু'বন্ধু। অবশেষে সন্তুষ্ট মনে হল রানাকে। 'বেশ, ঠিক আছে,' বলল ও। 'কিন্তু বেশি দেরি করিসনে যেন।'

'আরে না। নে, চল আমার অফিসে। সব বুঝিয়ে দেব তোকে।'

দুপুরের আগেই লারসেন-প্রিসিলার বিয়ে সুসম্পন্ন হল গির্জায়। এরপর দেড়টার রোম-ভেনিস ফ্লাইটে চড়ে উড়াল দিল হানিমুন-কাপল্। আটকা পড়ল রানা।

দুই

পিটার লারসেনের চেয়ারে বসে আছে মাসুদ রানা গালে হাত দিয়ে। আনমনা। চেহারায় বেশ দুঃখ দুঃখ একটা ভাব। সাংবাদিকতার দ্বিতীয় দিন চলছে আজ ওর। বন্ধ দরজার ওপাশে মৃদু ট্যাপ ট্যাপ আওয়াজ উঠছে—সামনের রুমে কিছু একটা টাইপ করছে লারসেনের সুন্দরী পি.এ, লিজা ভ্যালেট্টি।

বাইরে প্রচণ্ড গরম। মাথার ওপর গনগনে অগ্নিকুণ্ডের মত জ্বলছে সূর্য। রোমবাসীর প্রাণ ওষ্ঠাগত। এখানে অবশ্য তার বিন্দুমাত্র আভাসও নেই। বিশ তলা রোক্কো ফাউণ্ডেশনের ষোল তলায় নিউ ইয়র্ক ভিশনের রোম ব্যুরো অফিস—ছোট হলেও সেন্ট্রালি এয়ার-কণ্ডিশণ্ড। জানালার টিনটেড গ্লাসের ভেতর দিয়ে অনেক দূরের টিরেনিয়ান সী পরিষ্কার দেখা যায়।

রানার নজর অবশ্য অন্যদিকে, ও চেয়ে আছে ঐতিহাসিক কলোসিয়ামের দিকে। গরম যতই পড়ুক, দেশী-বিদেশী পর্যটক-দের তাতে খুব একটা আসে যায় না। অদ্ভুত দর্শন কলোসিয়ামের চারদিকে গিজ গিজ করছে প্রচুর পর্যটক। ঘুরে ফিরে দেখছে। তার দিকে পিছন ফিরে ছবি তুলছে, তারপর একসময় ফিরে যাচ্ছে সন্তুষ্ট মনে।

যারা শুধু দেখতেই আসে, তাদের অনেকেরই জানা নেই কত অসংখ্য রাজবন্দী, যুদ্ধবন্দী, ক্রীতদাস আর মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত অসহায় আদম সন্তানের রক্তে সিক্ত ওর ভেতরের মাটি, প্রতিটি ধূলিকণা। একশো ষাট ফুট উঁচু চারতলা এই ইমারতটির প্রতিটি ইট কাঠ পাথরে মিশে আছে তাদের অন্তিম নিঃশ্বাস। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সেই বীভৎস, জঘন্যতম প্রাণ সংহারী দ্বৈত-যুদ্ধের ইতিহাসের নীরব সাক্ষী হয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে এই কলোসিয়াম।

রক্ত-পিপাসু খেয়ালী রোম সম্রাটদের বিকৃত আনন্দের খোরাক যোগাতে গিয়ে কত মানুষ প্রাণ হারিয়েছে এই বধ্যভূমিতে, ইতিহাস তার সঠিক হিসেব রাখে না। শুধু মানুষই নয়, অজস্র বন্য জীব-জন্তুও আছে সেই সাথে। সম্রাটদের নির্দেশে রাজকোষের অর্থে সে সময় এক 'বিশেষ খেলা'র জন্যে উত্তর আফ্রিকা থেকে আমদানি করা হত হাতি, নিউবিয়া থেকে গণ্ডার এবং ইরাক থেকে সিংহ—শ'য়ে শ'য়ে, হাজারে হাজারে।

৭২ খ্রিস্টাব্দে এটির নির্মাণ কাজে হাত দেন ফ্লেভিয়াস বংশের সম্রাট, ভেসপাজিয়ান। মূলত জনসভা করার জন্যেই ইমারতটি তৈরি করিয়েছিলেন তিনি—এর নাম রেখেছিলেন এমফিথিয়েটারাম ফ্লেভিয়াম। সাত বছরে তিনতলা পর্যন্ত নির্মাণ করে আকস্মিকভাবে মারা যান ভেসপাজিয়ান।

এরপর ক্ষমতায় বসেন তাঁর পুত্র, টাইটাস। পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম সম্রাটদের একজন ছিলেন টাইটাস। এমফিথিয়েটারের বাকি কাজ সম্পন্ন করেন তিনি। নাম পাল্টে নতুন নাম রাখেন কলোসিয়াম। এবং জনসভাস্থলটিকে 'বিশেষ খেলার স্থান' হিসেবে ঘোষণা করেন। একদিন খুব জাঁকজমকের সঙ্গে শুরু হয় 'বিশেষ খেলা'।

জীব-জন্তুর লড়াই। ভল্লুকের সাথে হাতি, হাতির সাথে বুনো মোষ বা গণ্ডারের সাথে হাতির লড়াই। দেশের বিশিষ্ট নাগরিক সিনেটর নাইট সেনা অফিসার এবং বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের নিয়ে সে-খেলা উপভোগ করতেন টাইটাস। এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়েন তিনি এই একঘেঁয়ে খেলা দেখতে দেখতে। ব্যাপারটা হঠাৎ করেই সাদামাঠা হয়ে ওঠে।

এ সময় একদিন নতুন এক আইডিয়া আসে টাইটাসের মাথায়। লড়াইটা মানুষে মানুষে হলে কেমন হয়? ভাবলেন তিনি,ডুয়েল? বুদ্ধি আছে মানুষের মাথায়, রণকৌশল জানে তারা। পশুদের মত শুধুই লড়াই হবে না সেটা, আরও কিছু থাকবে তাতে।

সেই থেকে শুরু। পশুর খেলা বন্ধ হয়ে গেল, শুরু হল মানুষের খেলা। কয়েকদিন পর পর নিয়মিতভাবে চলতে লাগল এ-খেলা। রাজবন্দী যুদ্ধবন্দীদের মরণপণ লড়াই। যতক্ষণ না কোন একজনের মৃত্যু হত, ততক্ষণ পর্যন্ত চলত দ্বৈত-লড়াই। কিন্তু 'মাত্র' একশোটি খেলা দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল টাইটাসের। এর-পর একদিন হঠাৎ করেই বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যান তিনি—বন্ধ হয়ে যায় খেলা।

লম্বা বিরতির পর আবার শুরু হয় তা ২৬৪ খ্রিস্টাব্দে। ব্রুটাস ভ্রাতৃদ্বয় চালু করেন এই 'ঐতিহ্যবাহী' খেলাটি। এঁরা চালু করেন 'গ্ল্যাডিয়াস' (খাটো তরবারি)-এর লড়াই। লড়িয়েদের বলা হত গ্ল্যাডিয়েটর। লড়াই চলাকালে কোন গ্ল্যাডিয়েটর আহত হয়ে পড়ে গেলে উল্লাসে ফেটে পড়ত কলোসিয়াম।

সে সময় মৃত্যু ভয়ে ভীত, ক্ষত-বিক্ষত গ্ল্যাডিয়েটর রেওয়াজ

অনুযায়ী বাঁ হাত তুলে সম্রাটের করুণা প্রার্থনা করত, প্রাণ ভিক্ষা চাইত। মঞ্জুর করা না করা সম্পূর্ণ তাঁর মন-মেজাজের ওপর নির্ভর করত। সম্রাটের বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল আকাশ নির্দেশ করলে অপর গ্ল্যাডিয়েটর বুঝে নিত—তিনি বলছেন, 'মিট্টি!' অর্থাৎ ছেড়ে দাও। আর ভূমি নির্দেশ করার অর্থ, 'জুগুলা!'—শেষ করে দাও।

জুলিয়াস সীজার এখানে তিনশো গ্ল্যাডিয়েটরের লড়াই উপভোগ করেন। আর সম্রাট ট্রাজান উপভোগ করেন পাঁচ হাজার দ্বৈত-যুদ্ধ। অনেক ঐতিহাসিকের মতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় স্টালিনগ্রাদে যত রক্ত ঝরেছে, তারচেয়ে অনেক বেশি রক্ত ঝরেছে রোমের এই এক চিলতে মাটিতে।

কোথায় যেন পড়েছে রানা, বহু বছর আগে খ্রিষ্টানদের এক ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়েছিল এখানে। ভ্যাটিকানের চোদ্দতম পোপ, গ্রেগরি উপস্থিত ছিলেন তাতে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। তাঁদের প্রত্যেককে কলোসিয়ামের এক মুঠো করে মাটি উপহার দিতে চেয়েছিলেন গ্রেগরি, কিন্তু কেউ-ই তা নিতে রাজি হননি।

কারণ জানতে চাইলে একজন রাষ্ট্রদূত মন্তব্য করেন, 'মহামান্য পোপ, এখনও ও-মাটিতে রক্ত লেগে আছে।'

বলেই এক মুঠো মাটি হাতে তুলে নিয়ে জোরে চাপ দিয়ে দেখালেন তিনি। দেখা গেল, তাঁর আঙুলের ফাঁক গলে টপ টপ করে তাজা রক্ত ঝরে পড়ছে।

গাঁজা, সন্দেহ নেই। কিন্তু এর ভেতর যে করুণ অতীত লুকিয়ে রয়েছে, তা বেশ ভালভাবেই ফুটে উঠেছে এই বানোয়াট কাহিনীর মধ্যে দিয়ে।

টেলিফোন বেলের আবছা আওয়াজ কানে এল রানার। বন্ধ দরজার ওপাশে লিজার টেলিফোন বাজছে। টাইপের শব্দ থেমে গেল। কয়েক সেকেণ্ড পর ঝন ঝন করে বেজে উঠল রানার সামনের ফোনটা। দু'বার রিঙ হতে রিসিভার তুলল ও। 'ইয়েস?'

'তোমার ফোন,' বলল লিজা ভ্যালেট্টি। 'আই মীন, লারসেনের ফোন। মিস্টার ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান কথা বলবেন।'

'হোয়াট!' চেয়ার উল্টে পড়ার দশা হল রানার। 'কে?'

খিক খিক করে হেসে উঠল মেয়েটি। দারুণ মজা পাচ্ছে যেন। 'ঠিক, ভুল শোনোনি। ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান। নিউ ইয়র্ক ভিশনের মালিক।'

সত্যি সত্যি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল মাসুদ রানা। বলল, 'কি সর্বনাশ! আমার গলার স্বর চিনে ফেললেই তো বারটা বাজবে লারসেন শালার।'

'সে ভয় নেই। আগে কোনদিন টেলিফোনে লারসেনের সঙ্গে কথা হয়নি ভদ্রলোকের।'

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল যেন ওর। 'শিওর?'

'সীট টাইট, লাইন দিলাম।'

ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান সম্পর্কে আগে থেকেই অল্প অল্প জানা আছে রানার। ভদ্রলোক নিউ ইয়র্কের সংবাদপত্র জগতের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। যদিও নিজ পত্রিকার সাংবাদিক-কর্মচারীদের কাছে রগচটা একনায়ক হিসেবে পরিচিত। যমের মত ভয় করে সবাই। মালটি মিলিওনেয়ার। পত্রিকা জগতে তো বটেই, সরকারী মহলেও ভীষণ প্রভাব এঁর।

খুট খাট আওয়াজ উঠল লাইনে। পরক্ষণেই একটা শীতল, পুরুষালী নারীকণ্ঠ শোনা গেল। 'মিস্টার লারসেন?'

'স্পীকিং,' যথাসম্ভব গম্ভীরস্বরে বলল রানা আমেরিকান উচ্চারণে।

'উইল ইউ হোল্ড অন ফর মিস্টার শেরম্যান, প্লীজ?'

'ইয়েস, আই উইল।' মনে মনে হাসল ও। যদি বলত, না, সম্ভব নয়, কেমন হত?

আবার নানারকম শব্দ শোনা গেল। কয়েক মুহূর্ত বিরতি। তারপর যেন কামারের হাতুড়ির বাড়ি পড়ল ওর কানের পর্দায়। 'লারসেন?'

'ইয়েস, মিস্টার শেরম্যান।' কোন ব্যাপারে লারসেনের ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন ভদ্রলোক, অন্তত গলা শুনে রানার তাই মনে হল। নইলে চার বছর ধরে নিউ ইয়র্ক ভিশনের রোম ব্যুরো চীফ হিসেবে আছে সে, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আজই কি এমন দরকার পড়ল তাঁর ফোন করার?

'শোন, লারসেন,' বললেন শেরম্যান। আগের থেকে কিছুটা নরম শোনাল গলা। 'কালকের ডিরেক্ট নিউ ইয়র্ক-রোম আলইটালিয়ার ফ্লাইটে রোম যাচ্ছে আমার মেয়ে। সোফিয়া শেরম্যান। অ্যারাইভেল ইলেভেন ফিফটিন, সকালে। আমি চাই ওকে রিসিভ করবে তুমি। তুলে দেবে একসেলশিয়র হোটেলে। ঠিক আছে? কোন আপত্তি নেই তো তোমার?'

ভদ্রলোক বিয়ে করেছেন চারবার, লারসেনের কাছে শুনেছে ও। কিন্তু ছেলেমেয়ে আছে কি না জানত না। রানা উত্তর দেবার আগেই আবার বলতে শুরু করলেন তিনি। এমনভাবে বলছেন

যেন কথা বলায় অরুচি আছে তাঁর। বক্তব্যটা কোন রকমে শেষ করতে পারলে বেঁচে যান।

'ওখানকার আর্কিটেকচারাল ভার্সিটিতে পড়তে যাচ্ছে ও। কিছু প্রয়োজন হলে সোফিয়াকে তোমার সাথে যোগাযোগ করতে বলে দিয়েছি আমি। বাট, বি কেয়ারফুল, ওকে কোন টাকা-পয়সা দেবে না তুমি। ব্যাপারটা মোস্ট ইম্পরটেন্ট, খেয়াল রেখ। প্রতি সপ্তায় সোফিয়াকে আটশো ডলার করে দেই আমি। ওর জন্যে ওই টাকাই যথেষ্ট। তবে বিশেষ কোন ঠেকায় যদি পড়ে সে কথা আলাদা। সে ক্ষেত্রে টাকা দেবার আগে অবশ্যই আমাকে জানাবে তুমি। অল রাইট?'

ওরে লারসেনের বাচ্চা, ওরে শুয়োর, ওরে হাড়ে হারামজাদা, মনে মনে মহানগর এক্সপ্রেস ট্রেনের বেগে বিরতিহীন গাল পাড়ছে মাসুদ রানা। কপালে এই ছিল শেষ পর্যন্ত! তোর বসের মেয়ের খবরদারি...।

'লারসেন?'

'ই-ইয়েস,মিস্টার শেরম্যান। আমি শুনছি। এখানে সোফিয়ার পরিচিত আর কেউ নেই?'

'আছে। ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি আমার নিজের লোক, তাই ওর ওপর একটু বিশেষ নজর রাখতে বলছি। কিছু মাইণ্ড করছ না তো?'

করছি না মানে? রিসিভারের দিকে কটমট করে তাকাল রানা। ' না না, এতে মনে করার কি আছে? আপনি ভাববেন না। আমি দেখব এদিকে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।' একটু বিরতি দিয়ে জানতে চাইলেন শেরম্যান,

'তোমার ওদিকে সব ঠিকঠাক তো?

'হ্যাঁ। মোটামুটি।'

আরেকটু বিরতি। 'আর কদিন কষ্ট করে চালিয়ে নাও, তারপর তোমার ছুটির ব্যাপারটা দেখব আমি। তোমার বদলির ব্যাপারটাও মনে আছে আমার। ভেব না। হয়ে যাবে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার। আই উড লাইক দ্যাট ভেরি মাচ্।'

'গুড বাই।'

'ক্লিক' করে কেটে গেল লাইন। খানিকক্ষণ বেকুবের মত রিসিভারটার দিকে চেয়ে থাকল রানা, তারপর আলতো করে নামিয়ে রাখল ক্রেডলে। পয়সাওয়ালা এক মার্কিনীর যুবতী মেয়ের ওপর নজর রাখতে বলা হয়েছে ওকে, ব্যাপারটা ঠিক বিশ্বাস হতে চাইছে না এখনও। আর কি কি করতে হবে সেই সাথে?

পরক্ষণেই বুঝল রানা, কাল সকালেই সব জারিজুরি ফাঁস হয়ে যাবে। টেলিফোনে না হয় ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যানকে ফাঁকি দেয়া গেছে, কিন্তু তাঁর মেয়েকে কি করে ফাঁকি দেবে ও? মেয়ে যখন জানবে লারসেন নেই রোমে, তার চেয়ারে বসে আছে অন্য একজন কেউ, তখন? ব্যাপারটাকে নিশ্চয়ই হালকাভাবে নেবে না সোফিয়া শেরম্যান। কি করবে সে? জানিয়ে দেবে বাপকে? না কি বুঝিয়ে সুঝিয়ে অনুরোধ করলে চেপে যাবে? আপনমনে মাথা দোলাল রানা, মনে হয় না।

দ্রুত চেয়ার ছাড়ল ও। লম্বা পায়ে সামনের রুমে চলে এল। টাইপ থামিয়ে বব্ চুল দুলিয়ে ঘুরে তাকাল লিজা। জিজ্ঞাসু দৃষ্টি। চমৎকার হাসিখুশি মেয়ে লিজা ভ্যালেন্ট্রি। চোখা চেহারা, তেমনি ফিগার। উচ্চতা পাঁচ ফুট ছয়। হাসলে টোল পড়ে দু'গালে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সবাইকে আপন করে নেয়ার গুণ আছে মেয়েটির।

'গেছে তোমার বসের চাকরি,' খেঁকিয়ে উঠল রানা।

'মানে?' চোখ বড় বড় হয়ে গেল লিজার।

'কাল আসছে!' চোখ পাকাল ও, 'সকালের নিউ ইয়র্ক-রোম সরাসরি ফ্লাইটে। হানিমুন ছুটে যাবে শালার।'

'শেরম্যান?' আঁতকে উঠল মেয়েটি।

'উঁহুঁ!'

'তো?'

'মেয়ে। সোফিয়া শেরম্যান।'

'মেয়ে? তাই বল!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল সে।

'তুমি খুব খুশি হয়েছ মনে হচ্ছে?'

'হব না? বসের মেয়ে আসছে! ভালই তো,' হাসল লিজা। 'বিরাট বড়লোকের মেয়ে। লেগে দেখ না কিছু সুবিধে করতে পার কি না।'

'একেই বলে মেয়েমানুষের বুদ্ধি!'

'মানে?'

'বড়লোকের মেয়ে হয়েছে বলে কি চোখ নেই তার কপালে? লারসেনের বদলে যখন আমাকে দেখবে, তখন কি হবে ভেবে দেখেছ?'

'কি হবে?' ভুরু নাচাল লিজা।

'বা-রে মেয়ে! ওর বদলে আমাকে দেখেও চুপ থাকবে সে? বাপকে খবরটা জানাবে না ভেবেছ?'

'অ! এই কথা? কিন্তু সে জন্যে তাকে তো আগে লারসেনকে

চিনতে হবে।'

একটু থমকাল রানা। 'বলে কি, চেনে না?'

'সম্ভাবনা খুবই কম।'

'শিওর হচ্ছ কি করে?'

'রোমে লারসেনের আগে থেকে চাকরি আমার। আমিই তো চিনি না তাকে। তাছাড়া, লারসেন নিউ ইয়র্ক ডেস্কে কাজ করেনি কখনও, পত্রিকায় যোগ দেবার পর থেকেই বিদেশে-বিদেশে আছে। অতএব, বুঝতেই পারছ।'

'তবু...।' অন্যমনস্কের মত কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'ঝুঁকি আছে এতে। তুমি বরং ফোন কর ভেনিসে, টাওয়ার হোটেলে। আমি কথা বলব লারসেনের সাথে।'

'ঠিক আছে,' টেলিফোন সেটটা কাছে টেনে আনল লিজা। ওপাশ থেকে সাড়া পেতে রিসিভার বাড়িয়ে দিল রানার দিকে। 'কথা বল।'

ইনফর্মেশন ডেস্ককে জানাল রানা, পিটার লারসেনের সঙ্গে কথা বলতে চায় সে। গত পরশু সস্ত্রীক ওখানে উঠেছেন তিনি। কিন্তু ওদের বক্তব্য শুনে আহাম্মক বনে গেল রানা। জানা গেল, ইল সেনর লারসেন এবং তাঁর স্ত্রী ওখানে উঠেছিলেন ঠিকই, কিন্তু গতকাল তাঁরা চেক আউট করেছেন। কোথায় গেছেন তার ফরোয়ার্ডিং অ্যাড্রেস রেখে যাননি।

রানার অনুরোধে আরেকবার চেক আউট রেজিস্টার পরীক্ষা করে দেখল ডেস্ক। শেষে জবাব এল, 'ঠিকই আছে, সেনর। আমাদের কোন ভুল হয়নি। চলে গেছেন ওঁরা। সরি, সেনর।'

অনেকক্ষণ লাগল রানার বাকশক্তি ফিরে পেতে। দাঁতে দাঁত

চাপল ও। 'শা...আ...লা!' বিড়বিড় করে বলল। রিসিভারটা ফিরিয়ে দিল লিজার হাতে।

'কি হল? কি বলে শালারা?'

'আমার মুণ্ডু!' ঝাঁঝিয়ে উঠল রানা। পা বাড়াল ভেতর দিকে। গজ গজ করছে আপনমনে। 'শালা ধাপ্পাবাজ, জোচ্চোর! শালা সাড়ে শয়তান! পচা কাউ ডাং!' পিছনে দরজাটা লেগে গেল দড়াম করে।

কিছুই বুঝল না লিজা ভ্যালেন্তি। হাঁ করে চেয়ে থাকল সে বন্ধ দরজার দিকে।

তিন

লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি এয়ারপোর্ট। রোম। সকাল এগারোটা। তাপ-মাত্রা আজ আরও তিন ডিগ্রী বেড়ে গেছে। ব্যারিয়ার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা। জায়গাটা উন্মুক্ত, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নয়। ঘামছে ও। সেই সাথে ঘন ঘন তেষ্টা পাচ্ছে।

আলইটালিয়ার ঐতিহ্য বজায় রাখল নিউ ইয়র্ক-রোম ফ্লাইট। পুরো বিশ মিনিট দেরিতে অবতরণ করল। সাদাসিধে মেয়ে সোফিয়া শেরম্যান। তেমনি অনাকর্ষণীয়—দ্বিতীয়বার ফিরে তাকাবার আগ্রহ জাগবে না কারও। ঢিলেঢালা পোশাক। পায়ে

সাধারণ একজোড়া ফ্ল্যাট শু। নাকের ডগায় ঝুলছে হাড়ের তৈরি মোটা ফ্রেমওয়ালা চশমা। বব্ ছাঁট সোনালি চুল টেনে রিবনবন্দী করেছে সে ঘাড়ের কাছে। সব মিলিয়ে কলেজ পড়ুয়া অতি বিদ্বান ছাত্রীর মত লাগছে।

'মিস সোফিয়া শেরম্যন?' এগিয়ে গেল মাসুদ রানা।

ঘুরে দাঁড়াল মেয়েটি। তর্জনী দিয়ে বিদঘুটে ফ্রেমটা ঠেলে তুলে দিল ওপরদিকে। 'মিস্টার পিটার লারসেন?'

যাক বাবা, হাঁপ ছাড়ল রানা, লিজা ভেলেন্ট্রির কথাই ঠিক হল তাহলে। 'রাইট, ম্যা'ম।'

মাঝারি গোছের দুটো সুটকেস ছাড়া আর কোন লাগেজ নেই মেয়েটির সঙ্গে। ও দুটো ছাড়িয়ে নিয়ে গাড়িতে উঠল ওরা। হোটেল পর্যন্ত দীর্ঘ যাত্রায় সোফিয়ার মধ্যে কথা বলার তেমন একটা আগ্রহ দেখা গেল না। সুযোগ পেয়ে রানাও মুখে ছিপি এঁটে বসে থাকল। কথা যত কম বলা যায়, ভুলভাল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও ততই কম।

হোটেল একসেলশিয়র-এর রিসেপশন ডেস্ক থেকেই বিদেয় নিল রানা। 'প্রয়োজন হলে জানাতে দ্বিধা করবেন না,' সোফিয়াকে বলল ও। নিজের বাংলোর ফোন নাম্বারটাও দিল সেই সাথে। 'অফিসে না পেলে রাত ন'টার পর এই নাম্বারে ফোন করবেন। অথবা আমার পি.এ. লিজা ভেলেন্ট্রিকে মেসেজ দিয়ে রাখলেও চলবে।'

'শিওর। থ্যাঙ্ক ইউ।' পোর্টারের পিছন পিছন এলিভেটরের দিকে পা বাড়াল সোফিয়া শেরম্যান।

তিরিক্ষি হয়ে আছে রানার মেজাজ। কোন খবর নেই লারসেন-

প্রিসিলার। ভ্যালা মুসিবতেই পড়া গেল! এভাবে আর কতদিন? যে কোন মুহূর্তে জরুরী কাজের ডাক আসতে পারে, ছুটতে হতে পারে পৃথিবীর আরেক প্রান্তে। কি অবস্থা হবে তখন? যত দিন যাচ্ছে ততই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছে রানা। সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা আছে ওর, কাজ চালিয়ে নিতে অসুবিধে খুব একটা হচ্ছে না। তবুও লারসেনের এরকম দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ মেনে নিতে পারছে না ও কিছুতেই।

আরে বাবা, হানিমুন করবি কর না! কে নিষেধ করতে গেছে? তাই বলে এভাবে ডুব মারতে হবে? নিজেরা মৌজ করে বেড়াবি, আর চাঁদি গরম করাবি আমার? দাঁড়া! পেয়ে নিই হাতের কাছে, দাঁতে দাঁত চাপল রানা। রেগেমেগে কিছু একটা প্রতিজ্ঞা করতে যাচ্ছিল—বাদ সাধল টেলিফোন।

লা ইটালিয়া ডেল পোপোলোর ক্রাইম রিপোর্টার টনি আমান্দোর ফোন। রোজই একবার করে রানার দুর্দশার খবর নেয় টনি।

'হ্যালো, দোস্ত! কি করছ?'

'অতিরিক্ত মাছি রোমে। বসে বসে মারছি।'

হেসে উঠল আমান্দো। 'ওদের কোন খবর নেই?'

'নাহ্!'

'ব্যাটা বড্ডো নাছোড়বান্দা, বুঝলে? পাক্কা তিনটে বছর ফ্যা ফ্যা করে ঘুরেছে প্রিসিলার পিছন পিছন, পাত্তা পায়নি। তারপর হঠাৎ কি যে হল প্রিসিলার, আরে মেয়েমানুষের জাত, বুঝলে না? মুখে বলে এক মনের মধ্যে আরেক। কথা নেই বার্তা নেই ধুম করে বিয়েতে মত দিয়ে বসল। ও শালা তো হাতে স্বর্গ পেয়েছে।

মনে হয় তিন বছর ঘোরানোর শোধ তুলছে এখন বনে-জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে,' হা হা করে হেসে উঠল টনি নিজের রসিকতায়।

টনির কথাবার্তাই অন্যরকম। না হেসে পারা যায় না। হাসি থামতে বলল রানা, 'তোমার খবর কি, বল। কেমন চলছে?'

'ভালই। বিকেলে হাতে কাজ না থাকলে চল, ঘুরে আসি এক জায়গা থেকে।'

'কোথায়?'

'আমার এক খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বাড়িতে যাব, পোর্টা পিনসিয়ানায়। ফিল্ম প্রডিউসার ও, গুইসেপ মেনোট্টি। ওর লেটেস্ট ছবিটা ভেনিস ফেস্টিভেলে প্রথম পুরস্কার পাওয়ায় পার্টি থ্রো করেছে ব্যাটা। বিরাট কারবার।'

'কিন্তু...আমি...'

'কোন চিন্তা নেই। মেনোট্টি অন্যরকম মানুষ। চলই না, দেখবে কেমন দু'মিনিটে আপন করে নেয়। তুমি গেলে ও বরং খুশিই হবে। ঠিক আছে? তৈরি থেক তাহলে। ঠিক আটটায় তোমার বাংলোয় আসছি। ও হ্যাঁ, লারসেনের গাড়িটা নেয়া যাবে? আমারটা ডিসটার্ব করছে খুব।'

'নেয়া যাবে।'

'ও. কে। সী ইউ অ্যাট এইট।' কেটে গেল লাইন।

রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা। লিজা ভেলেট্টি এসে ঢুকল এ সময়। 'রানা, লা সেনরিনা শেরম্যান হোটেল ছেড়ে চলে গেছেন,' বলল সে।

'সোফিয়া?'

'হ্যাঁ।'

'চলে গেছে মানে?'

'জানি না। খোঁজ নেবার জন্যে ফোন করেছিলাম। ওরা বলল, যেদিন উঠেছিলেন, তার পরদিনই হোটেল ছেড়ে চলে গেছেন।'

'কোথায় গেছে?'

'কিছুই বলে যাননি ওদের। কি করি এখন? যদি মিস্টার শেরম্যান টেলিফোন করেন?'

'পুলিস হেডকোয়ার্টারে ফোন করে দেখ কি বলে ওরা। যাবে আর কোথায়! একজন বৌ নিয়ে পলাতক, ওদিকে আরেকজন ভাগোয়াট,' গজ গজ করতে লাগল রানা। 'যাও যাও, ভাগ! ঝামেলা কোরো না। আমি ব্যস্ত।'

বেরিয়ে গেল লিজা। ফিরে এল আবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই। হাসিমুখে বলল, 'পাওয়া গেছে। ভায়া ক্যাভোর-এর কাছে একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়ে উঠে গেছেন।'

'ভাল করেছে,' গুরুত্ব দিচ্ছে না রানা বিষয়টাকে।

'এই যে,' এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিল লিজা। 'ভিলার ফোন নাম্বার। নাও, কথা বল সেনরিনার সাথে।'

'কি কথা?'

'কেমন আছে কি করছে এইসব আর কি! এরমধ্যে একবারও খোঁজ নেয়া হল না তার।' রানাকে ইতস্তত করতে দেখে নিজেই ফোন করল লিজা। ও প্রান্তে রিঙের আওয়াজ উঠতে রিসিভার ধরিয়ে দিল ওর হাতে। 'কথা বল।'

'হ্যালো?' সোফিয়ার চিকন গলা শোনা গেল। ঠিক যেন কোন বাচ্চা মেয়ে কথা বলছে।

'পিটার লারসেন বলছি,' বলল রানা।

'কে?' বিস্মিত মনে হল মেয়েটিকে।

আবার বলল রানা। ভাব দেখে মনে হল, সে-ও বেমালুম ভুলে বসে আছে পিটার লারসেনের কথা। ভালই আছে সোফিয়া জানা গেল। না, তেমন কোন অসুবিধে হচ্ছে না তার। হলে জানাবে লারসেনকে। আরও দুয়েকটা সাধারণ বাক্য বিনিময়ের পর ফোন রেখে দিল মাসুদ রানা। কাউকে কিছু না জানিয়ে হোটেল ছেড়ে অ্যাপার্টমেন্টে কেন, জিজ্ঞেস করতে গিয়েও করল না। লারসেনের এ ধরনের প্রশ্ন করা শোভা পায় না।

আটটা চল্লিশে পোর্টা পিনসিয়ানায় পৌঁছুল রানা আর টনি আমান্দো। চারদিক বাগানঘেরা বিশাল এলাকা নিয়ে গুইসেপ মেনোত্তির প্রাসাদোপম বাংলো। এরই মধ্যে বাংলোর লম্বা ক্যারিজওয়ে ভরে গেছে অসংখ্য ইটালিয়ান বুগাত্তি, ব্রিটিশ রোলস আর জার্মান ক্যাডিলাকে। ওর মধ্যে কোনরকমে ঢোকাল রানা লারসেনের কালো বুইক।

গুইসেপ মেনোত্তি ছোটখাট মানুষ। চেহারা সাদামাঠা। কিন্তু চোখ দুটো বুদ্ধিদীপ্ত। পোর্চে আমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল সে। একটুও বাড়িয়ে বলেনি টনি আমান্দো। রানাকে তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চারদিকের বাতাসে প্রায় ঝড় তুলে দিল লোকটা।

'এই হিরোটাকে আর ক'দিন আগে কেন নিয়ে এলিনে আমার কাছে?' রানার সাথে হ্যাণ্ডশেক সেরে টনির দিকে ফিরল মেনোত্তি। 'ইশ্! একে দিয়েই হিরোর রোলটা করাতে পারতাম এই ছবির!'

দশটার দিকে হৈ-হল্লার হাত থেকে বাঁচার জন্যে খুঁজে পেতে

দোতলায় একটা বড় ঝুল বারান্দা আবিষ্কার করল রানা। মেনোট্টির চাপাচাপিতে বেশি খাওয়া হয়ে গেছে—একটু হাঁটাহাঁটি করা দরকার। চমৎকার চাঁদ রয়েছে আজ আকাশে, ঝলমল করছে চারদিক।

হঠাৎ করেই একটি মেয়ের ওপর চোখ পড়ল রানার। বারান্দার ও মাথায় সাদা ইভনিং গাউন পরে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি। তার নগ্ন কাঁধ আর পিঠ চাঁদের আভায় চক চক করছে পোরসেলিনের মত। রেলিঙে দু'কনুইয়ের ভর চাপিয়ে আকাশ দেখছিল উদাস মনে।

'ভেতরের হৈ-চৈ থেকে পালিয়ে এলেন?' কথা বলে উঠল মেয়েটি।

'ঠিক ধরেছেন,' হাসল রানা।

'আমি পালিয়েছি পনের মিনিট আগেই। আমেরিকান মেয়েগুলোর চেঁচামেচিতে মাথা ধরে গেছে,' ধীরেসুস্থে ঘুরে দাঁড়াল সে।

অদ্ভুত সুন্দরী মেয়েটি। ছোটখাট গড়ন, বয়স খুব বেশি হলে কুড়ি হবে, আন্দাজ করল রানা। লাল লিপস্টিক মাখা লোভনীয় ঠোঁট দুটো আগুন হয়ে জ্বলছে। তীব্র একটা আকর্ষণ আছে এ মেয়ের, চোখ ফেরাতে পারছে না ও। মেয়েটিও বুঝে ফেলেছে রানার মনের ভাব। সে-ও এক ভাবে দেখছে রানাকে। কয়েক মুহূর্ত পর হাসল, ঝক ঝক করে উঠল তার দুসারি সুগঠিত দাঁত। 'আমি কি এতই বদলে গেছি যে চিনতেই পারছেন না, মিস্টার লারসেন?'

প্রায় চমকে উঠল রানা। 'মাফ করবেন,' মৃদু কণ্ঠে বলল।

'আপনাকে ঠিক...'

মুখের কথা কেড়ে নিল মেয়েটি। 'চিনতে পারছেন না, এই তো?' আবার হাসল অপ্সরী, 'আমি সোফিয়া শেরম্যান।'

বেকুবের মত চেয়ে থাকল মাসুদ রানা। এই মেয়ে সোফিয়া শেরম্যান? একেই সেদিন রিসিভ করেছে ও লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি এয়ারপোর্টে? কিন্তু তা কি করে সম্ভব? বিদঘুটে চশমা আর ফ্ল্যাট হীল শু পরা সেদিনকার সোফিয়া আর আজকের সোফিয়াকে এক ভাবতে পারছে না রানা কিছুতেই। তাই বলে মনকে এ নিয়ে বৃথা তর্কে জড়াতে দিল না।

হঠাৎ করেই নাড়ীর স্পন্দন দ্রুততর হল ওর, ঘেমে উঠতে লাগল হাতের তালু। পরিবেশটা বড্ডো রোমান্টিক লাগছে রানার। নীরবতা তাকে আরও অর্থবহ, আরও মোহনীয় করে তুলেছে। কথা বলে তা নষ্ট করতে মন চাইল না।

এক সময় সচকিত হল রানা। জোর করে চোখ ফেরাল অন্যদিকে। কিন্তু কোন অদৃশ্য শক্তি আছে এ মেয়ের পুরুষকে সম্মোহিত করার। চোখ ফেরাতে বাধ্য হল রানা আবার। 'ইট'স কোয়াইট আ সারপ্রাইজ।'

'রিয়েলি?' খুশি হয়েছে মেয়েটা মনে হল।

'অফ কোর্স!' জোর দিয়ে বলল মাসুদ রানা।

পুরো আধ ঘন্টা ব্যয় করল রানা সোফিয়ার সাথে, নিভৃতে। নানান প্রসঙ্গে আলোচনা হল ওদের। যার বেশিরভাগই অর্থহীন—চাঁদ, স্নিগ্ধ আলো, মনোরম পরিবেশ এইসব নিয়ে।

'সঙ্গে গাড়ি আছে আপনার?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল মেয়েটি।

'আছে, কেন?'

'আমাকে পৌঁছে দিতে পারবেন আমার অ্যাপার্টমেন্টে?'

রীতিমত হতাশ হল রানা। 'এখনই চলে যাবেন? পার্টি শেষ না হতেই?'

একটু চুপ করে থাকল সোফিয়া। তারপর বলল, 'সরি। আপনার আনন্দ মাটি করতে চাই না। আমি না হয় একটা ট্যাক্সি খুঁজে নেব।'

'না না,' ব্যস্ত হয়ে উঠল রানা। 'আপনাকে পৌঁছে দিতে পারলে বরং খুশিই হব আমি। চলুন, যাওয়া যাক।'

'গাড়িটা কোথায়?'

'ক্যারিজ-ওয়ের শেষ মাথার দিকে। কালো বুইক।'

'অল রাইট। আমি যাচ্ছি।'

ঘুরে দাঁড়াল সোফিয়া। পিছন পিছন রানাও এগোতে যাচ্ছিল, কিন্তু হাত ইশারায় নিষেধ করল মেয়েটি। 'এখনই নয়, একটু পরে আসুন, প্লীজ। কেউ আমাদের এক সাথে দেখে না ফেলে। কথাটা বাবার কানে যেতে পারে।' বেরিয়ে গেল সে নিঃশব্দ পায়ে।

বাঁক নিয়ে চোখের আড়ালে চলে গেল সোফিয়া। তাড়াতাড়ি একটা সিগারেট ধরাল রানা। টের পাচ্ছে, হাত কাঁপছে ওর। ভিজে গেছে তালু। ঘন ঘন টান দিতে লাগল রানা সিগারেটে। কিন্তু কয়েকটা টান দিয়েই ফেলে দিল, পা দিয়ে মাড়িয়ে দিল। বিস্বাদ লাগছে। নিচে নেমে এল ও। নারী-পুরুষের হৈ-হুল্লোড়ে কান পাতা দায়। নাচের আসর শুরু হতে যাচ্ছে।

বহু খোঁজাখুঁজি করে গুইসেপ মেনোত্তিকে পাওয়া গেল। তাকে জানাল রানা, হঠাৎ করে মাথা ধরেছে খুব। সে যদি কিছু মনে না

করে, তো বাসায় ফিরতে চায় ও। আসল অনুষ্ঠানে রানা থাকতে পারছে না বলে দুঃখ প্রকাশ করল ফিল্ম প্রডিউসার। বলল, 'চলুন, গাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি আপনাকে।'

আঁতকে উঠল রানা। 'কোন দরকার নেই,' তাড়াতাড়ি বলল। 'একাই যেতে পারব। আতিথেয়তার জন্যে ধন্যবাদ। টনিকে বলবেন, প্লীজ, ও যেন অন্য কারও সাথে ফিরে যায়।' লোকটাকে আর কিছু বলার সুযোগ দিল না ও, বেরিয়ে এল হন হন করে।

ভেতরে বসে আছে সোফিয়া মূর্তির মত। ড্রাইভিং সিটে উঠে বসতেই মন পাগল করা মিষ্টি একটা সুবাস ধাক্কা মারল এসে নাকে। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে পাশে তাকাল রানা।

'ভায়া ক্যাভোর চলুন, প্লীজ।' সোজা তাকিয়ে আছে মেয়েটি।

ইচ্ছে করেই আস্তে চালাতে লাগল রানা। কি এক ঘোরে পড়েছে যেন। কিছুতেই একে কাছছাড়া করতে মন চাইছে না। যেটুকু সময় সোফিয়ার সান্নিধ্য পাওয়া যায়, যেন সেটুকুই লাভ। বাঁক নিয়ে ভায়া ভিট্টোরিও ভেনিটোয় এসে পড়ল বুইক। ট্রাফিকের চাপ এ মুহূর্তে সামান্য কমেছে।

আধ ঘন্টা লাগল ভায়া ক্যাভোর পৌঁছুতে। সোফিয়ার নির্দেশিত জায়গায় গাড়ি থামাল রানা। দুপাশে কয়েকটা আকাশ ছোঁয়া বিল্ডিং। রাস্তাটা প্রায় নির্জন। নেমে পড়ল রানা। ঘুরে এপাশে এসে দাঁড়াল। মেয়েটি নেমে পড়েছে আগেই।

'আসুন আমার সাথে,' মাথা ঝাঁকিয়ে সোনালি চুল দোলাল সোফিয়া। 'গল্প করা যাবে খানিক।'

ভদ্রতা দেখাতে রানা-ই বা কম যায় কিসে? বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই খুব টায়ার্ড। আজ থাক, আরেকদিন না হয় গল্প হবে।'

'মোটেই টায়ার্ড নই। চলে আসুন।'

পাশাপাশি হাঁটতে লাগল ওরা নীরবে। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে ভেতরে ভেতরে অবাক হল রানা। যে বিল্ডিংটার সামনে ওকে গাড়ি থামাতে বলেছে সোফিয়া, সেটায় থাকে না সে আসলে। থাকে শখানেক গজ দূরের একটা ছয়তলা টুইন অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে। এলিভেটরে করে ভবনটার চারতলায় উঠে এল রানা আর সোফিয়া।

'এই সাবধানতার প্রয়োজন আছে,' যেন রানার মনের কথা বুঝতে পেরেই বলল মেয়েটি। 'রাত-বিরেতে আমাকে নিয়ে ঘোরাঘুরি করছেন আপনি, শুনলে আর যা-ই হোক, অন্তত খুশি হবেন না আমার বাবা। তাতে আমার অবশ্য কিছু আসবে যাবে না...।' বক্তব্য শেষ না করেই থেমে গেল সে।

এলিভেটর থেকে বেরিয়ে বাঁয়ে এগোল ওরা। আট দশ পা যেতেই পালিশ করা কাঠের এক পাল্লার ভারি একটা দরজা। ওটার সামনে দাঁড়িয়ে হাতব্যাগ হাতড়ে চাবি বের করল সোফিয়া। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। 'আসুন।'

পথ দেখিয়ে রানাকে লাউঞ্জে নিয়ে এল সে। রুমটা প্রকাণ্ড। তিন-চারটে হুড পরানো পেডেস্টাল ল্যাম্প জ্বলছে এখানে ওখানে। আলোগুলো স্বপ্নিল করে তুলেছে ঘরের পরিবেশ। বুঝতে অসুবিধে হল না রানার, ওরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই অ্যাপার্টমেন্টে।

একটা চেয়ারের ওপর ব্যাগটা নামিয়ে রেখে ছোট একটা ককটেল কেবিনেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সোফিয়া। 'ড্রিঙ্কস?' বলল সে।

'নো, থ্যাঙ্কস।'

একটা গ্লাসে খানিকটা জিন আর টনিক ঢেলে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সোফিয়া। 'আসুন বসা যাক।'

মুখোমুখি দুটো সোফায় বসল ওরা। কোন মেয়ের সামনে নিজেকে আগে কখনও এতটা বোকা মনে হয়নি রানার। কিছু একটা বলা দরকার, ভাবল ও। একদম চুপ মেরে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না।

'এতবড় অ্যাপার্টমেন্টে একা থাকেন?'

গ্লাসে চুমুক দিল সোফিয়া শেরম্যান। পানীয়টুকু ভেতরে গড়িয়ে দিয়ে হাসল। 'কেন? একা থাকাটা কি অন্যায়?'

'না, তা নয়,' অপ্রস্তুত হল রানা। 'বলছিলাম...এমনিই জিজ্ঞেস করলাম। সে যাক, আপনার পড়াশুনা কেমন চলছে?'

'খুব খারাপ। ভাবছি পড়াশুনা করব না আর।'

'আপনার বাবাকে জানিয়েছেন?'

'উহুঁ! তাতে মূল্যবান সময় নষ্ট করা হবে তাঁর,' খানিকটা ক্ষোভ জড়ানো কণ্ঠে বলল সোফিয়া। 'এসব নিয়ে ভাববার সময় কোথায় তাঁর? নিজেকে, আর আমার চেয়েও অল্পবয়সী লেটেস্ট বৌকে ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে মাথা ঘামান না তিনি। ওঁদের দু'জনের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচার জন্যেই আসলে এখানে এসেছি আর্কিটেকচারাল ভার্সিটিতে পড়ব বলে। বাবাও নিশ্চয়ই আমাকে দূর করতে পেরে বেঁচে গেছেন।'

বলে কি? ভাবল রানা। অথচ, ওর সঙ্গে আলোচনার সময় তো ভদ্রলোককে এতটা স্বার্থপর মনে হয়নি। তাঁকে বরং মেয়ের জন্যে যথেষ্ট চিন্তাগ্রস্তই মনে হয়েছে রানার।

রানাকে চুপ করে থাকতে দেখে ক্ষোভটা সম্ভবত বেড়ে গেল সোফিয়ার। বাকি জিন-টনিকটুকু গলায় ঢেলে গ্লাসটা সামনের

সেন্টার টেবিলে নামিয়ে রাখল ঠক করে। ঝাঁঝের সাথে বলতে শুরু করল, 'কিসে মেয়ে খুশি হয়, কিসে কষ্ট পায়, তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই আপনার বসের। দশ বছর বয়সে মা মারা যান আমার। এরপর আরও তিনবার বিয়ে করেছেন। তাদের দু'জন আমার মাত্র দু'বছরের বড় ছিল। শেষেরজন ছোট। কল্পনা করতে পারেন? সব কিছু মুখ বুজে মেনে নিয়েছি। কিন্তু দিনে দিনে পরিস্থিতি এত জটিল হয়ে উঠেছে যে আর থাকতে পারলাম না। ভাবছি এ দেশেই সেট্ল্ করব।'

'পাকা সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছেন তাহলে? আরেকটু ভেবে দেখলে ভাল করতেন বোধহয়। আপনার ব্যাপারে মিস্টার শেরম্যানের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার টেলিফোনে। আমার মনে হয়, আপনাকে নিয়ে তিনি ভাবনা-চিন্তা করেন। আর...'

'অবশ্যই,' জোর দিয়ে বলল মেয়েটি। 'তবে মুখে মুখে করেন। এই যা।'

আর কি বলা যায় ভেবে পেল না মাসুদ রানা। বেশি নাক গলানো উচিত হবে না, সোফিয়া তা পছন্দ না-ও করতে পারে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, এসব শুনে নিশ্চয়ই একেবারে চুপ থাকতে পারত না লারসেন। একটু ভেবে নিয়ে বলল ও, 'মুসিবতেই ফেললেন। আমি আপনার বাবার পত্রিকায় চাকরি করি। আপনি রওনা হবার আগের দিন ফোন করেছিলেন মিস্টার শেরম্যান। আমাকে বারবার করে বলে দিয়েছেন আমি যেন আপনার খোঁজ খবর রাখি। আপনি যদি এরকম উল্টোপাল্টা করেন, চাকরিটা হয়ত হারাব আমি।'

'মিস্টার লারসেন, আমি বাচ্চা মেয়ে নই। বিশ বছর চলছে

বয়স। আরও দুবছর আগেই সাবালিকা হয়েছি। অর্থাৎ নিজের ভবিষ্যৎ নিজেই গড়ে নেবার অধিকার পেয়ে গেছি আমি আইন বলে। সেখানে আপনার বসের হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার নেই। তবে, আপনি চিন্তা করবেন না। এটুকু গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, নিজে থেকে যেচে কখনও আমার খবর নিতে যাবেন না তিনি। তাঁকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। আমি কি করছি না করছি, জানতে চাইবেন না তিনি, নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আর যদি ভুল করে খোঁজ নেবার জন্যে টেলিফোন করেই বসেন, বলবেন, পড়াশুনা নিয়ে মহাব্যস্ত আমি। দরকার মনে করলে আমার এখানকার ফোন নাম্বারটা জানিয়ে দেবেন আপনার বস্‌কে। তাতেও যদি সন্তুষ্ট হতে না পারেন, তো বলুন, আমিই না হয় তাঁকে জানিয়ে দেই ফোন করে যে দিনরাত সরাক্ষণ আমার খবরদারি করছেন আপনি।'

মিষ্টি করে হাসল সোফিয়া। দুহাঁটুর ওপর কনুইয়ের ভর রেখে ঝুঁকে বসল। অন্তরঙ্গ সুরে, যেন ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে, এমনভাবে বলল, 'তোমাকে খুব মনে ধরেছে আমার। আমার কারণে তোমার যেন কোন ক্ষতি না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখব আমি। হলো?'

'ধন্যবাদ।' যেন আশ্বস্ত হয়েছে, এমন একটা ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করল রানা চোখেমুখে। ভেতরে ভেতরে হার্টবিট উঠে গেছে সর্বোচ্চ পর্যায়ে। গলা শুকিয়ে কাঠ। কোনমতে একটা ঢোক গিলে হাতঘড়ির ওপর চোখ বোলাল।

'কি হল?' কপাল কোঁচকাল সোফিয়া, 'ঘড়ি দেখছ যে?'

'রাত অনেক হল। আমাকে...'

'কামন, লারসেন। আরেকটু অ্যাডাল্টের মত আচরণ কর,'

সিধে হল সোফিয়া। দুহাত ঘাড়ের পিছনে বেঁধে হেলান দিয়ে বসল। আধবোজা চোখে চেয়ে আছে ওর মুখের দিকে। কোন পুরুষকে আমন্ত্রণ জানানোর এটাই সম্ভবত মেয়েদের সবচেয়ে লোভনীয় ভঙ্গিমা।

ধপধপে সাদা নরম সিল্কের নিচে সোফিয়ার দেহটা কল্পনা করে আবার ঢোঁক গিলল মাসুদ রানা। আবছা আলোয় মেয়েটিকে পৃথিবীর সেরা সুন্দরী বলে মনে হচ্ছে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও চিন্তার মোড় ঘুরে গেল ওর আপনাআপনি। অ্যাপার্টমেন্টের বিশাল আকার আর সাজ-সজ্জার ব্যাপারটা ভাবিয়ে তুলল। শেরম্যান কি মিথ্যে বললেন ওকে? মাত্র আটশো ডলারে এত বিলাসী জীবন কি করে যাপন করা সম্ভব? রোমের যা আকাশচুম্বী বাড়িভাড়া, তাতে এই ফ্ল্যাটের ভাড়া সপ্তাহে কম করেও দেড়শো ডলার হবে। অন্য সব খরচ কি করে চালায় সোফিয়া?

'কি এত ভাবছ?'

'কিছু না,' আবার হাতঘড়ি দেখল রানা। 'রাত প্রায় দুটো। আমার যাওয়া উচিত এবার।'

উঠে এল সোফিয়া। হাত ধরে টেনে তুলল রানাকে। বাঁ হাতে ওর কোমর পেঁচিয়ে ধরে সেঁটে এল বুকের সাথে। কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থাকল চোখে চোখে। তার দেহের হালকা মিষ্টি সুবাস মাতাল করে তুলল রানাকে। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে ও।

সোফিয়ার অন্য হাতটা এবার সাপের মত রানার গলা বেষ্টন করে ধরল। মুখটা এগিয়ে নিয়ে এল সামনে। 'প্লীজ, লারসেন,'

ফিসফিস করে বলল মেয়েটি। 'আর একটু থেকে যাও।'

এক মুহূর্ত মাত্র। তারপরই রানার নিষ্ঠুর ঠোঁটজোড়া নেমে এল। বামহাত জড়িয়ে ধরল সোফিয়ার ক্ষীণ কটি।

দূরের কোন গির্জায় ঢং ঢং করে দুটোর ঘন্টা পড়ল এই সময়।

চার

লাঞ্চ সেরে একটু গড়িয়ে নেয়ার জন্যে শুয়েছিল রানা। কখন ঘুমিয়ে পড়েছে জানেও না। চোখ মেলেই মনটা খুশি হয়ে উঠল। আড়মোড়া ভেঙে কাত হয়ে শুল। জানালা দিয়ে চেয়ে থাকল বাইরের দিকে। ঘন কালো মেঘে ঢাকা পড়ে আছে রোমের আকাশ, সূর্যের চিহ্নই নেই। গাছের পাতা নড়ছে না, বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে। যে-কোন মুহূর্তে শুরু হয়ে যাবে বৃষ্টি। ভালই হবে। অসহ্য গরমে আটকে আসছিল দম।

বেড-সাইড টেবিলের ওপর রাখা টেলিফোনটা বেজে উঠল। পাশেই সুদৃশ্য একটা টেবিল ঘড়ি—তিনটে বেজে পাঁচ মিনিট। হাত বাড়াল রানা রিসিভারের দিকে। 'ইয়েস!'

'পিটার?' সোফিয়া শেরম্যানের গলা। 'আজ একসাথে ডিনার করব আমরা। কোথায় সারা যায় ডিনারটা, বল তো?'

'নাহ্,' অভিযোগের সুরে বলল রানা। 'আমার চাকরিটা তুমি

সত্যিই খাবে দেখছি।'

খিল খিল করে বাচ্চা মেয়ের মত হেসে উঠল সোফিয়া। 'খাবই তো! সেই সাথে তোমাকেও খাব। এখন যা জিজ্ঞেস করছি, তার উত্তর দাও।'

'আমি আর কি বলব? প্রোগ্রাম যখন করেই ফেলেছ, ওটাও তুমি ঠিক কর।'

'ও. কে,' একটু চিন্তা করে বলল সোফিয়া, 'টেভি ফাউন্টেনের উল্টোদিকে ছোট্ট একটা রেস্টুরেন্ট আছে।'

'ট্রেভি রেস্টুরেন্ট,' বলল রানা।'

'হ্যাঁ। ওখানে তোমার জন্যে অপেক্ষা করব আমি।'

'কটায়?'

'ঠিক সাড়ে আটটায়। অল রাইট?'

'অগত্যা।'

ধমকে উঠল সোফিয়া, 'ঠাট্টা রাখ। জরুরী আলাপ আছে তোমার সাথে। একটা প্ল্যান এসেছে মাথায়।'

'কিসের প্ল্যান?'

'এখন নয়, ডিনারের পর জানাব।'

'নিশ্চয় তোমার বেডরুমে বসে?'

'কারেক্ট,' আবার হাসল সে। 'রাখলাম।'

রিসিভার রেখে নেমে পড়ল রানা। কখন শুরু হয়ে গেছে বৃষ্টি খেয়াল করেনি। বড় বড় ফোঁটায় ঝম ঝম করে ঝরছে। ঝাপসা হয়ে গেছে জানালার কাঁচ বৃষ্টির ছাঁট লেগে। বাইরে দেখা যায় না কিছুই। জানালার একটা পাল্লা খুলে দিল ও। ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা লাগল নাকে-মুখে। সাথে বিন্দু বিন্দু পানির কণা। লম্বা

করে দম নিল রানা, ফুসফুস ভরে টেনে নিল নির্মল, ভেজা বাতাস।

বাগানের ফুলের গাছগুলো মাথা দুলিয়ে খেলা করছে বাতাসের সাথে। বৃষ্টির ফোঁটার আঘাতে ছোট ছোট পাতাগুলো ঝাঁকি খাচ্ছে ঘন ঘন। আনমনে সোফিয়া শেরম্যানের কথা ভাবছে ও। বহু নারী এসেছে রানার জীবনে। কিন্তু এই মেয়েটির মত প্রথম দর্শনেই এত আলোড়ন কেউ তুলতে পেরেছে কি না ওর বুকের ভেতর, মনে পড়ে না। শুধু রূপই নয়, আরও যেন কি একটা আছে এর ভেতরে। যা কেবল অন্তর দিয়ে অনুভব করা যায়।

কিন্তু সোফিয়ার সাথে এভাবে মেলামেশা করাটা ঠিক হচ্ছে না। নিজেকে বলল রানা, আকর্ষণ যতই থাকুক, নিজেকে সামাল দেবার চেষ্টা করা উচিত। ঘটনাটা ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যানের কানে গেলে কপালে দুর্ভোগ আছে লারসেনের। পরক্ষণেই খাট্টা হয়ে গেল মেজাজটা। আজ আটদিন চলছে। এখনও খবর নেই ওদের। তোর হানিমুনের ইয়ে করি আমি, শা-লা! মনে মনে বলল রানা, জুতিয়ে তোর পোঁদের এক পাল্লা ছাল যদি তুলে না নিয়েছি...। বজ্রপাতের প্রচণ্ড আওয়াজে এবারও প্রতিজ্ঞাটা শেষ করতে পারল না ও।

তৈরি হয়ে পত্রিকা অফিসের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল রানা। ওখান থেকে বেরুল ঠিক সাতটায়। রানা এজেন্সিতে গিয়ে কিছুক্ষণ গল্প করল মোনিকার সাথে। কিছুক্ষণ জরুরী দুয়েকটা কেসের ফাইল ওল্টাল। কি ভাবে কোন পথে ওগুলোর সহজ সমাধান পাওয়া যাবে, নোট শীটে দু'চার লাইনে খুব সংক্ষেপে তার পথ বাতলে দিল।

তারপর আবার বেরোল, তখন বাজে সোয়া আটটা। ট্রেভি রেস্টুরেন্টের সামনে যখন গাড়ি পার্ক করল রানা, সাড়ে আটটা বাজতে তখনও দুমিনিট বাকি। স্টার্ট বন্ধ করে বুইকের হ্যাণ্ড-ব্রেক টেনে লক্ করল ও। ইগনিশন কী পকেটে পুরে বেরিয়ে এল গাড়ি থেকে।

রেস্টুরেন্টটা খুবই ছোট। তবে ভেতরের সাজ-সজ্জা চমৎকার রুচিশীল। এমনিতেই ইটালিয়ান খাবার রানার প্রিয়, তার ওপর এদের রান্না অতুলনীয়। বহুবার এসেছে রানা এখানে। মাঝবয়সী এক ওয়েটার পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল ওকে সোফিয়ার রিজার্ভ করা টেবিলে।

আকাশী রঙের টাইট স্কার্ট এবং টকটকে লাল ব্লাউজ পরেছে আজ মেয়েটি। কানে দুটো ছোট্ট ঘোলাটে সাদা দামি পাথর বসানো দুল। গলায় একই পাথরের বড় লকেট এবং সরু চেইন। শ্যাম্পু করা চুল অর্ধচন্দ্রের মত ছড়িয়ে আছে পিঠ জুড়ে। আলো লেগে চকচক করছে। সদ্য ফোটা গোলাপের মত সতেজ স্নিগ্ধ লাগছে মেয়েটিকে। অন্যান্য দিনের তুলনায় ওকে আজ অনেক হাসিখুশি লাগল রানার। সামান্য কথায় হেসে গড়িয়ে পড়ছে।

রানার অলক্ষ্যে একদৃষ্টে ওকে দেখছে সোফিয়া। কিছু একটা হিসেব-নিকেশ করছে মনে হল। সাড়ে ন'টায় ট্রেভি থেকে বেরোল ওরা। 'চল,' গাড়ির কাছে পৌঁছে বলল মেয়েটি। 'আমার অ্যাপার্টমেন্টে। জরুরী কথা আছে।'

'সত্যিই জরুরী?'

'ইয়েস, স্যার। সত্যিই জরুরী।'

সোফিয়ার কথামত ওর অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের একটু দূরে

অন্ধকার মত একটা জায়গা দেখে গাড়ি থামাল রানা। ঘরের ভেতর পা রেখে বলল মেয়েটি, 'ড্রিঙ্কস?'

'স্কচ, প্লীজ।' সোফার পুরু গদিতে গা এলিয়ে দিল রানা।

নিজের জন্যে জিন আর টনিক এবং রানার জন্যে স্কচ নিয়ে ফিরে এল সোফিয়া। গ্লাস দুটো সেন্টার-টেবিলে রেখে রানার মুখোমুখি বসল পায়ের ওপর পা তুলে। ওর সুন্দর ফর্সা হাঁটুর ওপর চোখ আটকে গেল রানার। 'এবার শোনা যাক তোমার প্ল্যান।'

'আগে এটা দেখ। পরে ভুলে যেতে পারি,' উঠে গিয়ে ওপাশের একটা চেয়ারের ব্যাকে ঝোলানো বড়সড় এক চামড়ার কেস নিয়ে এল সোফিয়া। ওটা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এটার রিলিজ সিস্টেমটা কাজ করছে না। একটু দেখে দাও তো।'

'কি এটা?' কেসটা খুলল রানা। ভেতর থেকে বেরোল একখানা আনকোরা, ঝকঝকে সিক্সটিন এম এম পেইলার্ড বোলেক্স ক্যামেরা, সঙ্গে একটা ট্রিপল্ লেনস্ টারেট।

'কালই কিনেছি ক্যামেরাটা। কিন্তু মনে হচ্ছে যেন গণ্ডগোল আছে কোথাও, কাজ করছে না।'

ক্যামেরাটা উল্টেপাল্টে দেখল রানা। এই সিনে ক্যামেরা সম্পর্কে খুব একটা ধারণা নেই এমন কারও হাতে পড়লে অল্পেতেই বরবাদ হয়ে যেতে পারে দামি জিনিসটা। যেমন জটিল, তেমনি স্পর্শকাতর। বর্তমান বাজারে পাঁচশো ডলারের নিচে হবে না এর দাম। ভাবনাটা আবার পেয়ে বসল রানাকে, কোথায় পায় সোফিয়া এত টাকা? মাত্র আটশো ডলারে এত বিলাসবহুল জীবন কাটানো কি করে সম্ভব? কিন্তু এসব একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার

নিয়ে সোফিয়াকে কোন প্রশ্ন করতে রুচিতে বাধল রানার।

'গণ্ডগোলটা কোথায় এর?'

'ফিল্ম রিলিজিং সিস্টেমে। কয়েকবার শাটার টিপে দেখেছি, ফিল্ম রোল করে না।'

মুচকি হেসে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল রানা ওকে। নিচের ছোট্ট একটা লিভার দেখিয়ে বলল, 'এই জিনিসটা হচ্ছে সেফটি লিভার। এটাকে চাপ দিয়ে নিচের দিকে নামিয়ে দিতে হবে প্রথমে। নইলে মোটর চলবে না। ছবি ওঠার তো প্রশ্নই আসে না।'

'মাই গড! আরেকটু হলে দোকানে ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছিলাম আমি এটা।' ক্যামেরাটা হাতে নিয়ে লিভারটা কয়েকবার অন অফ্ করল সে। 'এটা দেবার কি অর্থ?'

'অনেক সময় দুর্ঘটনাবশত ঝাঁকি লেগে চালু হয়ে যেতে পারে মোটর, পুরো রোল এক্সপোজ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু লিভারটা অন থাকলে সে ভয় আর থাকে না। তা, এত দামি সিনে ক্যামেরা কেনার কি দরকার পড়ল তোমার হঠাৎ?' মৃদু চুমুক দিল রানা গ্লাসে। 'কি করতে চাইছ?'

হাসল সোফিয়া। 'আমার রোম জীবনটা সেলুলয়েডের ফিতেয় বন্দী রাখতে চাই। বুড়ো বয়সে নাতী-পুতিদের দেখাব,' হাত তুলে এক কোণের একটা ডেস্কের ওপর সাজিয়ে রাখা দশ কার্টন ফিল্ম্ দেখাল সে। 'ওগুলোও কিনেছি এর সাথে।'

'গুড গড!' আঁতকে উঠল রানা, 'এত ফিল্ম্? মাথা ঠিক আছে তো তোমার?'

'নাহ্!' হতাশ হওয়ার ভঙ্গি করল সোফিয়া, 'ওটার সেফটি লিভারেও গণ্ডগোল হয়ে গেছে।

'যাকগে। কিসের প্ল্যান এঁটেছ, বল এবার।'

'বলছি, সবুর। আগে বল উইক এণ্ডটা কোথায় কাটাচ্ছ তুমি? রোমেই, না আর কোথাও?'

'কেন?'

'আহা, বলোই না।'

'ঠিক নেই। কাজের চাপ খুব বেশি। ও নিয়ে চিন্তাই করিনি।' গ্লাসটা শেষ করল রানা।

'আমি যদি বাইরে কোথাও বেড়িয়ে আসার প্রস্তাব দিই, তুমি কি আপত্তি করবে? আমার সাথে?'

'খুলে বল।'

'সরেনটো গেছ কখনও?' দুহাত মুঠি পাকিয়ে তার ওপর থুতনি রেখে ঝুঁকে বসল সোফিয়া। 'নেপলস-এ?'

'না, যাইনি। নেপলস গিয়েছি অবশ্য বার কয়েক।'

'সরেনটোয় মনের মত একটা জায়গা আছে, পিটার। শহর থেকে একটু দূরে। পাহাড়ের ওপর চমৎকার, ঠিক আমার মনের মত একটা ভিলা। জায়গাটা ছবির মত সুন্দর, অ্যাণ্ড ভেরি ভেরি আইসোলেটেড। আমি শিওর, তোমার পছন্দ হবে। অলরেডি তিনদিনের জন্যে ভাড়া নিয়েও ফেলেছি আমি ভিলাটা।'

বলতে বলতে রানার পাশে এসে বসল সোফিয়া। এক হাতে জড়িয়ে ধরল ওর গলা। আদুরে ভঙ্গিতে বলল, 'যাবে আমার সঙ্গে, পিটার?'

'কিন্তু, সোফিয়া...'

'প্লীজ,' ওর ঠোঁটের ওপর আলতো করে একটা আঙুল রাখল মেয়েটি। 'প্লীজ। একটা দিন আমাকে সঙ্গ দিলে কি এমন ক্ষতি?

শনিবার অফিস করে চলে আসবে ওখানে। আবার সোমবার ভোরের ট্রেনে ফিরে আসবে, অফিস আওয়ারের আগেই পৌঁছে যাবে রোম।'

'কাজটা বোধহয় ঠিক হবে না, সোফিয়া,' বলল বটে, কিন্তু কেন ঠিক হবে না, তা-ও ভেবে পেল না রানা।

'তুমি কিছু ভেব না, ডার্লিং। বাবা কিছু জানতে পারবে না। সব প্ল্যান ভেবেচিন্তেই করেছি। কাল খুব ভোরে সরেনটো রওনা হয়ে যাচ্ছি আমি, তুমি আসবে পরশু সাড়ে তিনটের ট্রেনে। তুমি কল্পনাও করতে পারবে না কি চমৎকার একটা জায়গা ওটা। ভিলা থেকে খোলা সাগর দেখা যায়, ক্যাপরি আইল্যাণ্ড দেখা যায়। ওগুলো দেখবে, বোর হয়ে গেলে আমাকে দেখবে,' শেষটুকু ফিসফিস করে বলল সোফিয়া।

আবেগে অল্প অল্প কাঁপছে মেয়েটি। দুচোখ বুজে এসেছে। সম্ভবত নিজের অজান্তেই রাঙা লোভনীয় ঠোঁটজোড়া এগিয়ে দিল সে রানার দিকে। আলতো করে চুমু খেল রানা।

'আমি জানি, তুমি তোমার চাকরি নিয়ে শঙ্কিত। তাই কেউ যাতে কিচ্ছুটি টের না পায় সেজন্যে মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস রবার্ট হুইটনি নামে ভাড়া নিয়েছি ভিলা। ওরা জানে আমরা আমেরিকান ট্যুরিস্ট। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি,' উঠে গিয়ে বড় একটা স্কেল ম্যাপ নিয়ে এল সোফিয়া। টেবিলের ওপর বিছাল ওটা।

'এই দেখ, এই সেই ভিলা। বেলা ভিসটা—সুন্দর না নামটা? চমৎকার বাগান, বাউণ্ডারি ঘিরে, কমলালেবু, আঙুর ইত্যাদি প্রচুর আছে। ওই পাহাড়ে আর একটা ভিলা আছে অবশ্য, তবে অনেক নিচে। সিকি মাইলেরও বেশি দূরে। বেলা ভিসটা প্রায় চুড়োয়।

গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, জায়গাটা তোমার পছন্দ না হয়েই পারে না।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'বুঝলাম। কিন্তু জায়গাটা আবিষ্কার করলে কবে? কবে গেলে সরেনটো?'

'এই তো সেদিন। ট্যুরিস্ট বুকে প্রথমে বেলা-ভিসটার পরিচিতি পড়ে তবে গিয়েছি। দেখে ভীষণ পছন্দ হয়ে গেল, দেরি না করে বুক করে ফেললাম।'

দ্বিধায় পড়ে গেল রানা। কি বলবে বুঝতে পারছে না। মনের মধ্যে রাজি হয়ে যাওয়ার ইচ্ছে ষোল আনাই রয়েছে, তারপরও কেন যেন ইতস্তত ভাবটা কাটছে না। যদিও এরও কোন সঙ্গত কারণ নেই। ধুত্তোর! বিরক্ত হল রানা নিজের ওপর, এত ভাবাভাবির কি আছে? হাতে সময় আছে যখন, ঘুরে আসতে অসুবিধে কোথায়?

'তুমি যাচ্ছ কিসে?'

'আমার গাড়ি নিয়ে।'

এ এক নতুন খবর। ওর নিজের গাড়ি কোত্থেকে এল রোমে? 'দেখি, একটু ভাবতে হবে। এখনই কথা দিতে পারছি না। যদি জরুরী কাজে আটকে না যাই...'

'আটকাবে না,' দৃঢ় আস্থার সাথে বলল সোফিয়া। 'কাল সকালে চলে যাব আমি। নেপলস-সরেনটো লোকালে সরেনটো পৌঁছুতে এক ঘন্টা পনের মিনিট লাগবে। সোয়া দুটোর ট্রেন পৌঁছুবে সাড়ে তিনটেয়। বারোটায় অফিস থেকে বেরিয়ে ইজিলি নেপলস ফ্লাইট ধরতে পারবে তুমি। অথবা পুরোটা পথ ট্রেনেও যেতে পার। সেক্ষেত্রে নেপলস্ পৌঁছে ট্রেন বদল করতে হবে।

লোকালে চড়তে হবে। শনিবার সাড়ে তিনটেয় সরেনটো স্টেশনে তোমার অপেক্ষায় থাকব আমি।'

'সোফিয়া...'

আবার বাধা দিল মেয়েটি। 'প্লী-জ! পিটার। এ প্রসঙ্গ এখন থাক। আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করব। যদি ওই ট্রেনে তুমি না যাও...' কাঁধ ঝাঁকাল সে, 'যা বোঝার বুঝে নেব।'

পাঁচ

বসে আছে মাসুদ রানা। ঠিক করেছে সরেনটো যাবে ও। সাপ্তাহিক ছুটিটা কাটাবে সোফিয়ার সান্নিধ্যে। সিগারেট ধরিয়ে টানছে চুপচাপ। ঠিক বারোটায় বেরুবে। পৌনে একটায় নেপলস ফ্লাইট ধরবে। একটা ব্রিফকেসে টুকটাক একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কাপড়-চোপড় নিয়ে একবারেই বেরিয়েছে ও সকালে।

ওঠার আগে রানা এজেন্সিতে ফোন করল। মোনিকাকে জানাল, 'জরুরী কাজে দু'দিনের জন্যে রোমের বাইরে যাচ্ছি আমি। সোমবার সকালে ফিরব। ঠিকানাটা লিখে নাও।'

বেলা ভিসটার ঠিকানা বলল ও। সেই সাথে সোফিয়ার স্কেল ম্যাপে দেখা তার অবস্থানও জানাল। 'এর মধ্যে কোন জরুরী মেসেজ এলে ওখানে যোগাযোগ করবে।'

হ্যাটটা মাথায় চাপিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে এল রানা। সামনের

রুমে পা রাখতেই লিজার টেলিফোনটা বেজে উঠল। 'কে বলছেন?' অনেক প্র্যাকটিস করা সুরেলা গলায় জিজ্ঞেস করল লিজা। 'মিসেস...কে? একটু ধরুন, দেখি উনি আছেন কি না।'

মাউথপীস চেপে ধরে রানার দিকে তাকাল মেয়েটি ভুরু কুঁচকে। চেহারাটা হয়েছে থতমত খাওয়ার মত। 'কে এক মিসেস রবার্ট হুইটনি কথা বলতে চাইছেন।'

আরেকটু হলে রানার মুখ দিয়ে বেরিয়েই যাচ্ছিল, ও নামে কাউকে চিনি না আমি। মুখ খুলেও বুজে ফেলল ও হপ করে। মনে পড়ে গেছে সোফিয়া শেরম্যান এই নামেই ভাড়া করেছে বেলা ভিসটা। মুখের ভাব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল রানা। যদিও তাতে খুব একটা কাজ হল না। কেমন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে মেয়েটি ওর দিকে।

এগিয়ে এসে রিসিভারটা নিল রানা। 'ইয়েস?' যথাসম্ভব গম্ভীর গলায় বলল।

'হ্যালো, পিটার?' বলল সোফিয়া। 'একটা জরুরী প্রয়োজনে ফোন করলাম।'

'আই সী! হ্যাঁ, বলুন।'

'কি হল, কি বলছ এসব? ও...বুঝেছি। তোমার পি.এ. পাশেই রয়েছে, তাই না?'

'জ্বি, ঠিক ধরেছেন। বলুন, আপনার জন্যে কি করতে পারি।'

খিল খিল করে হেসে উঠল মেয়েটি। এই সময়, যেন পরিস্থিতিটাকে আরও ঘোলাটে করে তোলার জন্যেই দড়াম করে খুলে গেল অফিসের ফ্রন্ট ডোর। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে মাড়ি পর্যন্ত বের করে দিয়ে হাসছে টনি আমান্দো। 'হাই, রানা!' বলল সে,

'লারসেন শালার কোন খবর হল?'

ভাগ্য ভাল, দরজায় আওয়াজ উঠতেই মাউথপীস চেপে ধরেছিল ও। নইলে প্রতিটি শব্দ কানে যেত সোফিয়ার। চোখ ইশারায় টনিকে চুপ করতে বলল রানা।

'...একটা র‍্যাটেন নাম্বার এইট ফিল্টার,' সোফিয়া ওদিকে বলছে। 'ক্যামেরার সাথে স্পেয়ার একটা দিয়েছিল। কিন্তু ভুল করে ফেলে এসেছি ওটা। তাই হাতের কাছে অতিরিক্ত একটা রাখতে চাই।'

'আইটেমটা কি?'

'আমার পেইলারড বোলেক্স সিনে ক্যামেরার জন্যে একটা র‍্যাটেন নাম্বার এইট ফিল্টার।'

'ও, আচ্ছা আচ্ছা। অসুবিধে নেই। ব্যাপারটা দেখব আমি।'

'আমি তোমার অপেক্ষায় আছি, পিটার।'

ভয় হল রানার। মনে হল মেয়েটির সব কথা শুনতে পাচ্ছে লিজা। 'আচ্ছা, ঠিক আছে, গুডবাই,' বলেই রিসিভার নামিয়ে রাখল তাড়াতাড়ি।

'বিষয় কি, রানা?' এগিয়ে এল টনি, 'ব্রিফকেস হাতে যে?'

'জরুরী কিছু কাগজপত্র,' দ্রুত বলল রানা। 'তারপর? কি মনে করে?'

'এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম। ভাবলাম একবার খবর নিয়ে যাই। তুমি বেরোচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'চল তাহলে।'

লিজার কাছ থেকে বিদেয় নিয়ে বেরিয়ে এল রানা।

এলিভেটরে উঠে টনি বলল, 'আমার ওখানে চল। আড্ডা মারা যাবে।'

'সরি, টনি। জরুরী কাজ আছে,' ইশারায় হাতের ব্রিফকেসটা দেখাল রানা। 'আজকের মধ্যেই সারতে হবে।'

'ও. কে। তাহলে কাল সকালে চলে এস। মাছ ধরতে যাব এক জায়গায়।'

'দেখি, সময় পেলে আসব।'

'রোববার আবার কিসের কাজ তোমার?'

'না, তেমন কিছু নয়। ঠিক আছে, চেষ্টা করব।'

পরস্পরের কাছ থেকে বিদেয় নিল ওরা। অফিস বিল্ডিঙের সাথেই একটা ছোট্ট সুপার মার্কেট। ওখান থেকে সোফিয়ার জন্যে একটা ফিল্টার কিনে নিয়ে ট্যাক্সি চেপে ছুটল রানা লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির উদ্দেশে। বিশাল এয়ারপোর্ট ভবনের সামনে নেমে ঘড়ি দেখল। এখনও দশ মিনিট সময় আছে ফ্লাইটের। একটা নিউজ পেপার কিওস্ক থেকে একগাদা খবরের কাগজ ম্যাগাজিন এবং একটা ট্যুরিস্ট গাইড কিনল রানা। তারপর পা বাড়াল আলইটালিয়ার অভ্যন্তরীণ ডিপারচার লাউঞ্জের দিকে।

পৌনে একটায় রানাকে নিয়ে ডানা মেলল রোম-নেপলস ফ্লাইট-এর বোয়িং ৭০৭। নেপলস নেমেই সোজা রেল স্টেশন। বেশ ভিড় সরেনটোগামী লোকালে। দেশটা ইউরোপে হলেও লোকাল ট্রেনগুলো বাংলাদেশের ট্রেনের মতই যখন খুশি চলে, যখন যেখানে খুশি দাঁড়িয়ে পড়ে। অন্তত এই একটা ব্যাপারে ইটালীর সাথে দেশের কোন তফাত নেই দেখে বেশ খুশিই হল রানা।

চারটে বাজতে দশ মিনিট বাকি থাকতে সরেনটো পৌঁছুল ট্রেন, বিশ মিনিট দেরিতে। ভিড়ের চাপ খানিকটা কমতে ব্যারিয়ারের দিকে এগুল রানা ধীরেসুস্থে। চেকারের ফিরিয়ে দেয়া টিকেটের অর্ধেকটা আনমনে ফেলে দিল। স্টেশনের লম্বা টিন শেডের বাইরে এসে দাঁড়াল খাঁ খাঁ রোদ মাথায় করে। বুদ্ধি করে হ্যাটটা সঙ্গে এনেছিল বলে নিজেকে ধন্যবাদ দিল রানা।

পেভমেন্টে দাঁড়িয়ে ডানে-বাঁয়ে তাকাল সোফিয়ার খোঁজে, কিন্তু কোথাও দেখা গেল না তাকে। ব্রিফকেসটা পায়ের কাছে নামিয়ে রাখল রানা। বিদেশী দেখে অনেকক্ষণ থেকেই পিছনে লেগে ছিল এক ছোকরা ভিখিরি। কড়া এক ধমকে তাকে ভাগাল ও। সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল, চারদিকে তাকাচ্ছে ঘন ঘন।

স্টেশনে উপস্থিত থাকবে কথা দিয়েও সোফিয়া আসেনি দেখে কিছুটা বিস্মিত হয়েছে রানা। ওপাশে কয়েকটা ছাপ মারা ট্যাক্সি আর কিছু ঘোড়া-গাড়ি ছাড়া কোন প্রাইভেট কার নেই স্টেশন কার-পার্কে। নিজের কার নিয়েই যদি এসে থাকে মেয়েটি, তাহলে নিশ্চয়ই ওটায় করেই ওকে রিসিভ করতে আসবে স্টেশনে। না কি ট্রেনের দেরি দেখে ফিরে গেছে ভিলায়?

সোয়ারী পেয়ে এক এক করে ট্যাক্সি আর ঘোড়া-গাড়িগুলো সামনের চত্বর ত্যাগ করতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই একা হয়ে গেল রানা। প্রথমটা ফেলে আরেকটা সিগারেট ধরাল। গরম আর অনিশ্চিয়তায় অধৈর্য হয়ে উঠছে ক্রমেই।

ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডের ওপাশে এদিকে মুখ করা বড় একটা কাফে চোখে পড়ল। ওখানে গিয়ে বসা যাক, ভাবল রানা। ব্রিফকেসটা বেশ ভারি লাগছে। ঘুরে স্টেশনের লেফট লাগেজ অফিসে এল ও।

ট্যুরিস্ট গাইড বুকটা বাদে অন্য পত্রিকাগুলো ভেতরে রেখে ওটা জমা দিয়ে রসিদ নিল, তারপর পায়ে পায়ে কাফেতে এসে ঢুকল। খোলা দরজার সামনে স্টেশনের দিকে মুখ করে বসল রানা। এক কাপ এসপ্রেসোর অর্ডার দিল। এক ফাঁকে নজর বুলিয়ে নিল হাতঘড়ির ওপর—সাড়ে চারটে বেজে গেছে।

আস্তে ধীরে এসপ্রেসো পান করল ও। নজর স্টেশনের প্রবেশ চত্বরে। পর পর আরও তিনটে সিগারেট ধ্বংস করল রানা। এ ধরনের প্রতীক্ষা কখনই ভাল লাগে না ওর, একটু একটু করে মেজাজ গরম হয়ে উঠতে শুরু করল। পাঁচটার সময় উঠে কাউন্টারে এসে দাঁড়াল। বেলা ভিসটায় টেলিফোন আছে নিশ্চয়ই। একবার ট্রাই করে দেখতে চায়, পাওয়া যায় কি না সোফিয়াকে।

পুরো দশ মিনিট লাগল অপারেটরের নাম্বারটা খুঁজে বের করতে। আরও দশ মিনিট পর রানাকে জানাল সে, 'সরি, সেনর। ভিলায় কেউ নেই। ধরছে না টেলিফোন।'

চিন্তিত হয়ে পড়ল ও। ব্যাপার কি? এখানে আসেনি, ভিলায়ও নেই। গেল কোথায় মেয়েটা তাহলে? না কি আসেইনি সে সরেনটো? সাথে সাথেই সম্ভবানাটা বাতিল করে দিল রানা। আর যা-ই হোক, এ কাজ কিছুতেই করবে না সোফিয়া। কিন্তু তাহলে? কথা দিয়েও কেন স্টেশনে এল না ওকে রিসিভ করতে?

আরেক কাপ এসপ্রেসোর অর্ডার দিল রানা। আর কিছুক্ষণ দেখা যাক, ভাবল ও, তারপর রওনা হবে ভিলার দিকে। বলা যায় না, হয়ত খেয়ে-দেয়ে একটু বিশ্রাম নেবার জন্যে শুতে গিয়ে ঘুমিয়েই পড়েছে সোফিয়া। হয়ত ঘুম ভাঙলেই ছুটে আসবে,

পথের মাঝে কোথাও দেখা হয়ে যাবে নিশ্চয়ই তাহলে। তাই হবে, নিজেকে শোনাল ও, নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে।

দ্বিতীয় কাপ এসপ্রেসো শেষ করে উঠল রানা। বিল মিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়। পরশু রাতে স্কেল ম্যাপে ভিলার নির্দেশিত পথটা মনে আছে ওর। তাছাড়া ট্যুরিস্ট গাইডটাও প্লেনে বসে ভাল করে পড়েছে, অতএব ভিলার পথ খুঁজে নিতে অসুবিধে হবে না।

ট্যাক্সি নিয়ে যাওয়ার চিন্তাটা নাকচ করে দিল রানা। সোফিয়া যদি গাড়ি নিয়ে আসে, তাহলে হুশ করে পরস্পরকে ক্রস করবে ওরা। বেকার ছোটাছুটিই সার হবে তাতে। তার চেয়ে বরং ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে এগোনো যাক। কিন্তু অনেক খুঁজেও কোন খালি ঘোড়ার গাড়ি পাওয়া গেল না। অগত্যা হেঁটেই যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল রানা।

স্টেশন থেকে শহরমুখো একমাত্র পাকা সড়ক ধরে সিকি মাইলখানেক এগোতে সরেনটোর কেন্দ্রস্থলে পৌঁছল ও। ছোট হলেও ইটালীর বিখ্যাত ট্যুরিস্ট স্পটগুলোর অন্যতম এই সরেনটো। এখন পর্যটনের মওসুম। দেশ-বিদেশের প্রচুর পর্যটক চোখে পড়ল রানার।

জোড়ায় জোড়ায় অথবা দল বেঁধে অলস ভঙ্গিতে রাস্তা জুড়ে হাঁটছে। নানান ভাষায় কথা বলছে, হাসাহাসি করছে। বড় দোকান সামনে পড়লে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কৌতূহলী চোখ মেলে ভেতরের সাজানো পণ্য দেখছে।

ট্যুরিস্ট গাইডের নির্দেশ অনুযায়ী সরেনটো-আমালফি রাস্তা ধরে সোজা দুমাইল এগোল রানা। এরমধ্যে ঘোড়া-গাড়ির চিন্তা

বাতিল করে দিয়েছে। পড়ন্ত বিকেলের এই পদযাত্রা বেশ উপভোগ করছে ও। রাস্তাটা যেখানে ডানে বাঁক নিয়ে আমালফির দিকে গেছে, তার বিশ-পঁচিশ গজ আগে বাঁয়ে একটা সরু প্রাইভেট রাস্তা। সোজা বেলা ভিসটার দিকে গেছে।

রাস্তার পাশে একটা বড় সাইনবোর্ড। তাতে টকটকে লাল রঙের হাই ইনটেনসিভ রিফ্লেকটিং শীটে ইংরেজি এবং ইটালিয়ানে লেখাঃ বেলা ভিসটা। নিচে লম্বা তীর চিহ্ন। সূর্যের আলোয় চিক চিক করছে লেখাগুলো। এই পথটুকু পেরোন কষ্টকর হবে, ভাবল রানা। ফেলে আসা পথের মত সমতল নয়। পাহাড়ের চূড়ায় উঠে গেছে এ-পথ। মোটামুটি তিন মাইলের মত চড়াই পেরোতে হবে এখন ওকে।

সোফিয়ার চিন্তায় এতই মশগুল ছিল যে এ ব্যাপারটা একবারও মনেই হয়নি রানার। এখন আর ফিরে গিয়ে গাড়ি যোগাড় করে আনাও সম্ভব নয়। ছটা কুড়ি বাজে এখন। সন্ধে হতে আর বেশি দেরি নেই। উল্টো গিয়ে যতক্ষণে গাড়ি নিয়ে ফিরতে পারবে ও, হেঁটে এগোলে হয়ত তার আগেই পৌঁছে যাবে ভিলায়।

কিন্তু ব্যাপারটা বেশ কঠিন। এক মাইল যেতেই অল্প অল্প হাঁপ ধরে গেল। ঘামতে লাগল রানা। কোথায় সোফিয়া, এখনও ঘুমিয়ে আছে? ভাবতে ভাবতে আরও আধমাইল চড়াই অতিক্রম করল। এই সময় দূরে আকাশের গায়ে হঠাৎ করেই ভেসে উঠল বেলা ভিসটা। চূড়ার সামান্য নিচে, এদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে দোতলা ভিলাটা।

অজান্তেই দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। মুগ্ধ বিস্ময়ে বলে উঠল,

'চমৎকার!' রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুছে আবার তাকাল।

সূর্যের আলোয় নীল আকাশের গায়ে জ্বল জ্বল করে ফুটে আছে মনোরম বেলা ভিসটা। দৃশ্যটা এতই মনোমুগ্ধকর যে চোখ ফেরানোই দায়। মনে মনে সোফিয়ার রুচির প্রশংসা করল রানা। সেই সাথে আরও দ্রুত পা চালাবার তাগিদ অনুভব করল। সোফিয়ার দেখা না পাওয়া পর্যন্ত ভারমুক্ত হতে পারছে না।

ভিলার কোমর সমান লোহার গেটের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ইটালিয়ান পোস্টাল সার্ভিসের পেটমোটা একটা ডাকবাক্সের সঙ্গে হেলান দিয়ে হ্য হ্য করে হাঁপাল রানা খানিক। তারপর আরেকবার ঘাম মুছে নিয়ে পা বাড়াল।

গেট থেকে ভিলা পর্যন্ত চওড়া ড্রাইভ। চক চকে কালো বিটুমিনাস সারফেস—মসৃণ। দুপাশে ছফুট উঁচু ডালিয়ার ঝাড়, ফুলের ভারে নুয়ে পড়েছে চূড়া। হাজারো বর্ণের ফুল রয়েছে ওর মধ্যে। কিন্তু ওসব নিয়ে ভাববার সময় পরে পাওয়া যাবে। দ্রুত এগোল রানা।

ভিলার সাথেই বড়সড় গ্যারেজ। গেট খোলা। রানার দিকে ড্যাবডেবে দুচোখ মেলে চেয়ে আছে ঝকঝকে নতুন একটা লিঙ্কন কনভার্টিব্‌ল্‌। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল ও, ভিলাতেই আছে তাহলে সোফিয়া।

তাড়াতাড়ি ভিলার চওড়া বারান্দায় উঠে এল। সামনের দরজাটা খোলাই দেখা যাচ্ছে। ওটা পেরিয়ে বিশাল হলরুমে এসে দাঁড়াল রানা। 'সোফিয়া!'

ওর হাঁকটা দেয়ালে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল ভিলাময়। কিন্তু কোন জবাব এল না।

'সোফিয়া!'

ধীর পায়ে নিচতলার সবগুলো রুম ঘুরে ঘুরে দেখল রানা। লাউঞ্জটা প্রকাণ্ড, সঙ্গে আছে ডাইনিং রুম অ্যালকোভ। তার ওপাশে কিচেন এবং পিছনদিকে আরেকটা বারান্দা। বে অভ সরেনটো দেখা যায় ওখান থেকে, ভিলার দুশো গজমত নিচে। দোতলায় তিনটে বেডরুম, দুটো বাথরুম এবং একটা ঝুল বারান্দা রয়েছে। সবকিছু চমৎকার রুচিসম্মতভাবে সাজানো গোছানো।

বেরিয়ে এল রানা ভিলা থেকে। বোঝা গেছে, ভেতরে নেই সোফিয়া। নিশ্চয়ই আশপাশে কোথাও আছে। হাঁটতে হাঁটতে পিছনদিকে চলে এল ও। সরু আরেকটা পাকা রাস্তা দেখা গেল। দুপাশের কমলালেবু, আঙুর ইত্যাদির বাগানের ভেতর দিয়ে উঠে গেছে চূড়ার দিকে।

এদিকেই আছে কোথাও সোফিয়া, ভাবল রানা। হঠাৎ কিচেন থেকে ঝন ঝন করে কিছু একটা আছড়ে পড়ার আওয়াজ উঠতে ঘুরে দাঁড়াল। একদৌড়ে ঢুকল এসে ভিলায়। লাউঞ্জ পেরিয়ে কিচেনে পা রেখেই দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। মার্বেল পাথরের ফ্লোর ভেসে যাচ্ছে কি এক ঘোলাটে তরল পদার্থে—চিকেন সুপ, নাকে গন্ধ যেতে বুঝল ও।

মানুষের সাড়া পেতেই কুচকুচে কালো নাদুস নুদুস একটা বেড়াল ছুটে বেরিয়ে গেল পাশ দিয়ে। দেয়াল ঘেঁষে রাখা সাইডবোর্ডের ওপর ঢাকা দেয়া ছিল স্টীলের বড় একটা বাউল। উল্টে দিয়েছে ওটা বেড়াল মহাশয়, সোফিয়ার কাজ বাড়িয়েছে। হাত দিয়ে দেখল রানা এখনও অল্প অল্প গরম আছে বাউলটা।

ফিরে এল রানা। হাতের ট্যুরিস্ট গাইডটা লাউঞ্জের সেন্টার

টেবিলের ওপর রেখে বেরিয়ে এল ভিলা থেকে। পিছনের সরু রাস্তাটা ধরে হেঁটে চলল। বাগানের ভেতর দিয়ে সিকি মাইলখানেক এগিয়ে একটা বাঁক ঘুরতেই এক দেড়শো গজ নিচে আরেকটা প্রকাণ্ড ভিলার ওপর চোখ পড়ল ওর। এ মুহূর্তে ওটার প্রায় মাথার ওপর দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা।

সেদিন সোফিয়া এই ভিলার কথাই বলেছিল নিশ্চয়ই। কিছুক্ষণ সেদিকে চেয়ে থাকল ও। কোনদিক থেকেই ওটায় পৌঁছানোর কোন রাস্তা চোখে পড়ল না। আরও ভাল করে লক্ষ্য করতেই বুঝল রানা, আসলে একমাত্র সাগরপথেই ওখানে পৌঁছুবার ব্যবস্থা করেছে ভিলার মালিক। অন্য কোন পথ নেই। থাকলে ওপর থেকে অবশ্যই চোখে পড়ত।

বে অভ সরেনটোর তীর কেটে ভিলা পর্যন্ত তৈরি করা হয়েছে একটা প্রাইভেট হারবার, দু তিনশো গজ লম্বা। একসার চওড়া পাথরের সিঁড়ি ভিলা থেকে নেমে গেছে হারবারে, ছোট্ট এক পন্টুন পর্যন্ত। দুটো শক্তিশালী মোটর-বোট বাঁধা আছে তাতে।

হাঁটতে হাঁটতে শেষবারের মত ভিলাটার দিকে চাইল রানা। সামনের লনে লাল রঙের প্রকাণ্ড একটা ছাতা। পাশেই বড় একটা টেবিল এবং কয়েকটা লাউঞ্জিং চেয়ার খালি পড়ে আছে। কোথাও মানুষজনের কোন ছায়া পর্যন্ত দেখা গেল না অতবড় ভিলাটায়।

আরেকটা বাঁক ঘুরতেই ওটা চোখের আড়ালে চলে গেল। গাছপালার ফাঁক দিয়ে ডানে-বাঁয়ে নজর রেখে দ্রুত এগোতে লাগল ও। ঘড়ি দেখল—আটটা দশ বাজে। পশ্চিম দিগন্তে প্রকাণ্ড এক গামলার মত ঝুলে আছে গাঢ় কমলা রঙের সূর্যটা, ডুবতে দেরি নেই। গাছে গাছে পাখি ডাকছে, ফিরে আসতে শুরু করেছে

তারা নিজ আলয়ে।

আচমকা থমকে দাঁড়াল রানা। কয়েকগজ সামনে কালোমত কিছু একটা পড়ে আছে পথের ওপর। জিনিসটা চিনতে সময় লাগল না ওর—সোফিয়ার পেইলারড বোলেক্সের চামড়ার কেস ওটা। অজানা আশঙ্কায় বুকটা কেঁপে উঠল রানার। এক পা এক পা করে কাছে এসে কেসটা তুলে নিল ও। শূন্য কেস, ক্যামেরাটা নেই।

শুয়োরের চামড়ার সুদৃশ্য কেসটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল রানা। এটা এখানে পড়ে কেন? ভাবল ও।

'সোফিয়া!'

প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে ফিরে আসছে ওর ডাকটা। কিন্তু উত্তর এল না। এদিকেই যে এসেছে সোফিয়া, এখন আর কোন সন্দেহ নেই তাতে। কিন্তু উত্তর দিচ্ছে না কেন তাহলে? সোজা সামনে সাগর দেখা যাচ্ছে, তার মানে চূড়ায় পৌছে গেছে ও প্রায়, পথ খুব একটা বাকি নেই। তাহলে?

আবার পা বাড়াল রানা, এবার দ্রুত। পঞ্চাশ কদম যেতেই ডানে বাঁক নিয়েছে রাস্তাটা হঠাৎ করেই, এবং শেষ হয়ে গেছে আচমকা, শূন্যে। জায়গাটা অনেকটা সাপের ফণার মত। রানা যেখানটায় দাঁড়িয়ে, ওটা একটা ওভারহ্যাংও—ঝুলে আছে শূন্যে। পাহাড়ের পেটটা এখান থেকে ঝপ করে নেমে গেছে নিচে, খাড়াভাবে।

কিনারায় দাঁড়িয়ে সাবধানে উঁকি দিল রানা। খুব বেশি হলে দেড়শো ফুট নিচেই সাগরতট। অসংখ্য দৈত্যাকার বোল্ডার ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বালুকাবেলায়—অর্ধেকটা তলিয়ে আছে

পানিতে। মৃদু ঢেউ আছড়ে পড়ছে এসে তাদের গায়ে। সাবধানে আরও ছ'ইঞ্চি এগোলো রানা।

পরক্ষণেই নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল ওর। জমে গেল মূর্তির মত। দুটো বোল্ডারের ফাঁকে যেন ভাঙাচোরা একটা পুতুল আটকে রয়েছে—ফর্সা মুখটা চেয়ে আছে সরাসরি ওরই দিকে। প্রথমে দুটো বিট মিস করল হৃৎপিণ্ডটা, তারপরই লাফিয়ে বেরিয়ে আসার জন্যে ক্রমাগত গুঁতো মারতে লাগল রানার বুকের খাঁচায়।

সোনালি চুলগুলো ছড়িয়ে আছে পানিতে, চিক চিক করছে সূর্যের আলোয়। সাদা স্কার্ট এবং কচি কলাপাতা রঙের ব্লাউজ পরে আছে মেয়েটি। ফুলে আছে স্কার্টের খানিকটা জায়গা, বাতাস আটকে গেছে ওখানটায়।

পুতুল নয়, ওটা সোফিয়া শেরম্যান। পড়ে আছে তার লাশ!

ছয়

ধীরে ধীরে দম ছাড়ল মাসুদ রানা। নড়ছে না একচুল। বিস্ফারিত চোখ। হঠাৎ করেই মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল, পা কাঁপছে অল্প অল্প। কিছু ভাবতে পারছে না ও। কি করে পড়ল সোফিয়া? মরে গেছে সত্যি সত্যি, না এখনও বেঁচে আছে? চট করে বসে পড়ল রানা, পরিস্থিতি ভাল করে বোঝার জন্যে দুহাতে ক্লিফের কিনারা

আঁকড়ে ধরে ঝুঁকে বসল। ভীষণভাবে ঘামতে শুরু করেছে। ধড়ফড় করছে বুক।

'সোফিয়া!' ডাকতে গিয়ে বুঝল রানা স্বর ফুটছে না। কেশে গলা পরিষ্কার করে আবার ডাকল, 'সোফিয়া!' পাহাড়ের খাড়া শরীরে আঘাত খেয়ে চতুর্গুণ হয়ে নেচে বেড়াতে লাগল নামটা।

উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল রানা। যতদূর পারা যায়, নিজেকে সামনের দিকে এগিয়ে দিল। বুক এবং পেটের প্রায় সবটুকুই শূন্যে ঝুলছে এখন। হঠাৎ করেই অস্তগামী সূর্যকে ঘিরে ঘন, ছাড়া ছাড়া মেঘ জমতে শুরু করেছে আকাশে। তেমন ভাল করে দেখা যাচ্ছে না নিচের দৃশ্য।

উচ্চতা সম্পর্কে প্রথমে রানা যা ধারণা করেছিল, তা ভুল ছিল। আরও অনেক বেশি হবে, বুঝল ও, কম করেও দুশো ফুট। এখান থেকে ওই বোল্ডারের ওপর আছড়ে পড়ার ব্যাপারটা কি ভয়ঙ্কর, কল্পনা করে শিউরে উঠল। আড়াল সরে যেতে বেরিয়ে এল সূর্যের আলো। সার্চলাইটের মত লাল আলোর মোটা একটা স্তম্ভ সরাসরি এসে পড়ল সোফিয়ার ওপর।

এবার পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা। চকের মত সাদা হয়ে আছে সোফিয়ার মুখটা। মাথার চারদিকের পানিতে গাঢ় কালচে রঙের কি যেন ভাসছে।

রক্ত!

ব্যস্ত হয়ে আরও এক ইঞ্চি এগোলো মাসুদ রানা। দুনিয়ার কোনদিকে খেয়াল নেই। নিচের ওই নিথর দেহটা ছাড়া এ মুহূর্তে আর কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই ওর কাছে। হঠাৎ ধড়াশ করে লাফ দিল রানার কলজেটা—একটু একটু নড়ছে সোফিয়া! ভুলটা ভাঙল

পরক্ষণেই। আসলে বে অভ সরেনটোর মৃদু ঢেউয়ের জন্যে ঘটছে ব্যাপারটা। ঝাড়া দশ মিনিট হাঁ করে চেয়ে থাকল সেদিকে।

একটু একটু করে পিছিয়ে এল মাসুদ রানা, উঠে দাঁড়াল। ব্যাপারটা নিয়ে একটু মাথা ঘামাতে চাইল, কিন্তু ব্রেন কাজ করছে না। অভাবনীয় আঘাতটা এখনও মেনে নিতে পারছে না ও। চোখেমুখে অন্ধকার দেখছে। আচমকা উচ্চকণ্ঠের হো হো হাসি কানে যেতে ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল রানা, পরিবেশ সম্পর্কে পলকে সজাগ হয়ে উঠল।

একটা খুদে জেলে নৌকার ওপর চোখ পড়ল। মাঝবয়সী দুই জেলে বসে আছে দুই গলুয়ে। তীর থেকে বড়জোর একশো গজ দূরে রয়েছে ওটা, মন্থরগতিতে এগিয়ে চলেছে গভীর পানির দিকে। মাথা নিচু করে টানটান হয়ে পড়ে রইল রানা কিছুক্ষণ। ওদের কেউ মুখ তুলে তাকালেই আকাশের পটভূমিতে দেখতে পাবে ওকে পরিষ্কার।

একটু পর পিছিয়ে এসে উঠে বসল রানা। হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে নিল চট করে, আটটা বেজে বারো মিনিট। কতক্ষণ আগে মারা গেছে সোফিয়া? এক ঘন্টা? দু' ঘন্টা? না কি তারও আগে? এখুনি পুলিসে টেলিফোন করা দরকার, উঠে দাঁড়িয়ে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে ভাবল ও। পুরোপুরি রাত হওয়ার আগেই পৌঁছে যেতে পারবে ওরা যদি তাড়াতাড়ি করে। নিচে নেমে...।

অনিশ্চিত, কাঁপা কাঁপা পায়ে দুকদম এগিয়েই থেমে পড়ল রানা। পুলিস? না, পুলিস ডাকা চলবে না। মাথা দোলাল রানা, ব্যাপারটা নিয়ে আগে আরও চিন্তা-ভাবনা করতে হবে ঠাণ্ডা মাথায়। পুলিস এলে প্রথম চোটে ওকেই ধরবে, কোন সন্দেহ

নেই।

খোঁজ নিলেই জেনে যাবে ওরা যে তিনদিনের জন্যে বেলা ভিসটা ভাড়া নিয়েছে মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস রবার্ট হুইটনি। কেন? না, উইক এণ্ড যাপন করার জন্যে। ভিলার মালিক যখন মৃত সোফিয়াকে সনাক্ত করবে মিসেস হুইটনি বলে, তখনই প্রশ্ন উঠবে ছদ্মনাম কেন, এবং মিস্টারটা কে? রানা যদি বলে, জানি না, জানতে চাওয়া হবে, তাহলে আপনি কে? এবং আপনি এখানে কি করছিলেন? সরেনটোয় কেন আপনি?

এর ফলাফল কি হবে? ইটালিয়ান পুলিসের দক্ষতার অভাব নেই, আজ না পারলেও কাল ঠিকই সোফিয়ার আসল পরিচয় বের করে ফেলবে ওরা। এবং তার কয়েক মিনিটের মধ্যেই নিউ ইয়র্ক পৌঁছে যাবে খবরটা, জেনে যাবেন ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান। কি হবে তখন? দুনিয়াসুদ্ধ প্রচার হয়ে যাবে...না, তা হতে দেবে না মাসুদ রানা।

একা হলে হয়ত একটা ঝুঁকি নিয়ে দেখা যেত। কিন্তু এখন সেটা সম্ভব নয়, কারণ এর সাথে জড়িয়ে আছে পিটার লারসেনের ভবিষ্যৎ। ও জানে সাংবাদিকতাই তার জীবন, তার সাধনা। তারওপর সামনেই প্রমোশন—সব স্বপ্ন, সব আশা-আকাঙ্ক্ষা ধুলিসাৎ হয়ে যাবে তার শেরম্যানের কোপদৃষ্টিতে পড়লে।

বন্ধু হয়ে বন্ধুর এতবড় সর্বনাশ হতে দিতে পারে না মাসুদ রানা। অসম্ভব, জীবন থাকতে নয়। কি করা যায় এখন? দ্রুত ভাবতে লাগল ও। সরে পড়তে হবে। হ্যাঁ, ভাবল রানা, কেউ কিছু টের পাওয়ার আগেই সরে পড়তে হবে ওকে এখান থেকে। সময়টা এখন প্রাইম ফ্যাক্টর। এখানে রানাকে কেউ আসতে

দেখেনি। কেউ বলতে পারবে না যে সোফিয়া শেরম্যানের মৃত্যুর সময় এখানেই ছিল ও। কাজেই এখানে ওর উপস্থিতির ব্যাপারটা জানাজানি হওয়ার আগেই সরে পড়া উচিত। নইলে জড়িয়ে পড়বে ও। বিচ্ছিরি কেলেঙ্কারি ঘটে যাবে।

এখন বরং রানাকে প্রমাণ যোগাড় করার চেষ্টা করতে হবে যে আজ, এই মুহূর্তে রোমেই ছিল ও। অন্য কোথাও নয়। তদন্ত শুরু হলে এ সব প্রশ্ন অবশ্যই উঠবে। অতএব, তার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে রানাকে। সম্ভবত আগামীকালকের মধ্যেই পুলিসের মুখোমুখি হতে হবে ওকে। জানা কথা, সোফিয়ার পরিচয় উদঘাটন হওয়ামাত্র নিউ ইয়র্ক ভিশনের অফিসে যোগাযোগ করবে ওরা। সোফিয়া সম্পর্কে যতটা পারা যায়, তথ্য আদায় করার চেষ্টা করবে রোম ব্যুরো চীফের কাছ থেকে।

সেটাই স্বাভাবিক। এবং যেহেতু আসল ব্যুরো চীফের পাত্তা নেই, সেহেতু নিঃসন্দেহে নকলজনকে নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। প্রায় চমকেই উঠল রানা আরেকটা সম্ভাবনার কথা মনে জাগতে। মেয়েটার পরিচয় পুলিস জানা মানেই ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যানের জেনে যাওয়া।

কি করবেন তিনি মেয়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে? ছুটে আসবেন রোমে? অবশ্যই আসবেন। না কি, বাপ সম্পর্কে মেয়ের ধারণা যদি সত্যি হয়ে থাকে; সোফিয়ার হাত থেকে চিরদিনের জন্যে রেহাই পাওয়া গেছে ভেবে হাঁপ ছেড়ে বাঁচবেন, রোম আসার কষ্ট স্বীকার করবেন না।

উঁহুঁ! মনে হয় না। হাজার হোক মেয়ে, আপন সন্তান। এ খবর পেলে কোন পিতা পারবে না এসে? তার মানে ফেঁসে যাচ্ছে

লারসেন। সে যখনকার ব্যাপার তখন দেখা যাবে, মাথা ঝাড়া দিয়ে এসব চিন্তা দূর করে দিতে চাইল মাসুদ রানা। সময় নষ্ট হচ্ছে এতে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে ক্যামেরা কেসটা ছুঁড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছিল ও, থেমে গেল শেষ মুহূর্তে। হাতের ছাপ রয়েছে ওতে রানার। পকেট থেকে রুমাল বের করল ও তাড়াতাড়ি। সতর্কতার সাথে ভাল করে ডলে ডলে কেসটা মুছল। একবার নয়, তিন-চারবার। তারপর ক্লিফের কিনারাঘেঁষে ফেলে দিল নিচে।

এবার দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল রানা, ফিরে চলল ব্যস্ত পায়ে। মনের মধ্যে একটাই কেবল চিন্তা, রোম পৌঁছুতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। হাঁটতে হাঁটতে দ্বিতীয় ভিলাটার ওপর এক পলক নজর বুলিয়ে নিল ও। আগের মতই জনশূন্য। তবে তিন-চারটে রুমে আলো জ্বলতে দেখা যাচ্ছে এখন। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে প্রায় দৌড়ে নামতে লাগল রানা।

সোফিয়াকে ফেলে চোরের মত পালিয়ে যেতে হচ্ছে ভেবে খুব খারাপ লাগছে। কিন্তু কাজটা ওকে অনেকদিক ভেবেচিন্তেই করতে হচ্ছে, নিজেকে বোঝাল ও। লারসেনের চিন্তা না থাকলে এ কাজ করার কথা এমনকি কল্পনাতেও ঠাঁই দিত না ও।

আগে পুলিস-ই উদ্ধার করুক সোফিয়ার মৃতদেহ, ভাবছে রানা। যদি মৃত্যুটা দুর্ঘটনাজনিত হয়ে থাকে, তাহলে তো চুকেই গেল। আর যদি তা না হয়ে থাকে, যদি কেউ হত্যা করে থাকে ওকে...থেমে গেল রানা। দূর! কি আবোল-তাবোল ভাবছে সে এসব? কে সোফিয়াকে খুন করতে যাবে?

এটা দুর্ঘটনা না হয়েই যায় না। হয়ত বেশি কিনারায় গিয়ে

দাঁড়িয়েছিল মেয়েটি, হঠাৎ করে পড়ে গেছে পা ফসকে। কিন্তু ওর ক্যামেরা কেসটা পথের মাঝে পড়ে ছিল কেন তাহলে? আবার মাথার মধ্যে সব তালগোল পাকিয়ে যেতে শুরু করল।

ততক্ষণে বাগানের গেটের সামনে পৌঁছে গেছে রানা। আরেকবার ঘড়ি দেখল। কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে আটটা। পথে কোন বিঘ্ন না ঘটলে ভোর তিনটে নাগাদ রোম পৌঁছে যেতে পারবে ও। নিজেকে বাঁচাবার জন্যে এখন একটা অ্যালিবাই খাড়া করার কথা চিন্তা করতে হবে, ভাবল রানা। নিশ্ছিদ্র একটা অ্যালিবাই, যা মিথ্যে প্রমাণ করতে পারবে না কেউ।

হেঁটে সরেনটো ফিরতে হবে ভাবতেই আফসোস হল। সঙ্গে যদি গাড়ি থাকত! চাইলে অবশ্য সোফিয়ার লিঙ্কন কনভার্টিবলটা নিয়ে যেতে পারে ও, অন্তত সরেনটো পর্যন্ত। তারপর ট্রেন ধরবে। কিন্তু চিন্তাটা বাতিল করে দিতে হল। ওরকম ঝকঝকে নতুন গাড়ি নিয়ে পথে বেরোনো মোটেই উচিত হবে না। ও গাড়ি মানুষের নজর কাড়বেই। সেই সাথে তার চালকের দিকেও এক পলক তাকাতে ভুল হবে না কারও। তারচেয়ে হেঁটে যাওয়াই অনেক নিরাপদ।

নেপলস-এর শেষ ট্রেন ক'টায় ছাড়ে সরেনটো থেকে, কে জানে! যদি পাঁচ মাইল পথ হেঁটে গিয়ে শোনে রাতে আর কোন গাড়ি নেই? ও পৌঁছার খানিক আগেই ছেড়ে গেছে? ঘুরে ভিলার সামনে চলে এল মাসুদ রানা। তেমনি দাঁড়িয়ে আছে গাড়িটা। লোভীর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল ও কিছুক্ষণ সেদিকে। সোফিয়ার হাস্যোজ্জ্বল চেহারাটা মনে পড়ে গেল। আবার খারাপ হয়ে গেল মন। কেন এসেছিল ওরা, আর কি ঘটে গেল।

অন্ধকারে ডুবে থাকা নিথর বেলা ভিসটার দিকে শেষবারের মত ঘুরে তাকাল রানা, এবং সাথে সাথে একটা বিস্ময়ের ধাক্কা খেল।

টর্চ লাইট!

জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল ও, ভুল দেখল না তো? চিন্তাটা শেষ হওয়ার আগেই আবার দেখা গেল আলোটা—সেকেণ্ডের দশভাগের এক ভাগ সময়ের জন্যে। লাইটটা যার হাতেই থাকুক, লাউঞ্জে রয়েছে সে এ মুহূর্তে। যা-ই করুক না কেন, খুবই সতর্কতার সাথে করছে। খোলা জায়গায় জমে গেছে রানা, নড়ছে না এক চুল। মাথার মধ্যে চিন্তা চলছে ঝড়ের বেগে।

এ মুহূর্তে কেউ দেখতে পাবে না ওকে ভিলা থেকে। চারদিক একে অন্ধকার, তারওপর রানার পিছনে রয়েছে ঘন ডালিয়ার ঝাড়। কাজেই আত্মগোপন করার কোন প্রয়োজন নেই। আবার পলকের জন্যে জ্বলে উঠেই নিভে গেল টর্চ।

কে ও? একটু এপাশে সরে এসে খোলা জানালা দিয়ে লাউঞ্জের ভেতরটা দেখার চেষ্টা করল রানা। কিন্তু ততক্ষণে নিজের অবস্থান থেকে সরে গেছে লোকটা। পরেরবার আলো জ্বলল অন্য জায়গায়। এগোবে কি না ভাবল ও। কিন্তু তা না করে বরং পিছিয়ে এল, পাকা ড্রাইভ ছেড়ে ঢুকে পড়ল ফুলের বাগানে। বড় একটা হাইড্রেনজা ঝোপ দেখতে পেয়ে বসল তার আড়ালে। ভিলা গাড়ি সব পরিষ্কার দেখা যায় এখান থেকে।

একটু একটু করে সাহস বাড়ছে যেন ভেতরের লোকটির। আলোটা এখন দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হচ্ছে, এবং ঘন ঘন জ্বলছে। অস্থির আলোটার মতিগতি দেখে মনে হল, ব্যস্ত হয়ে কিছু একটা খুঁজছে

অনুপ্রবেশকারী। চোর-টোর নয়তো? ভাবল ও। উঠে গিয়ে ব্যাটার চেহারাটা দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে খুব, কিন্তু ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে ভেবে বসেই থাকল রানা।

পাঁচ মিনিট পর নিভে গেল আলোটা। আর জ্বলছে না। মিনিট খানেক নীরবে পেরিয়ে যেতে অস্থির হয়ে উঠল ও। চলে গেল নাকি লোকটা অন্য কোন রাস্তা দিয়ে? এই সময় হঠাৎ করেই একটা দীর্ঘ ছায়া চোখে পড়ল। সামনের খোলা বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে ছায়াটা, রানার দশ-বার গজের মধ্যে। অস্পষ্টভাবে শুধু তার কাঠামোটা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না রানা।

এক মুহূর্ত স্থির থেকে নেমে এল লোকটা, ঘুরে গ্যারেজের দিকে চলল। জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে উঁকি দিল লিঙ্কনের ভেতরে। টর্চটা আবার জ্বালল সে। কিন্তু এ দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে বলে ব্যাটার চেহারা দেখতে পেল না রানা।

মাথায় কালো স্লাউচ হ্যাট পরে আছে লোকটা। অবাক হল ও ব্যাটার মোষের মত চওড়া কাঁধ দেখে। কে ও? কি খুঁজছে হন্যে হয়ে? সোফিয়ার কাছে কি এমন থাকতে পারে যা তার প্রয়োজন?

এক মিনিট পর আলো নিভিয়ে সিধে হল প্রকাণ্ডদেহী। পায়ে পায়ে খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল একেবারে রানার পাঁচ গজের মধ্যে। টর্চলাইটটা বাঁ বগলে চেপে ধরে হ্যাট নামিয়ে প্রথমে কপালের ঘাম মুছল রুমাল দিয়ে। তারপর চুলে আঙুল বোলাতে লাগল চিরুনির মত করে। ভাব দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, গভীর চিন্তায় মগ্ন, অথবা দুশ্চিন্তায়। নিঃশ্বাস বন্ধ করে চেয়ে আছে রানা।

হঠাৎ করেই বিলি কাটা বাদ দিয়ে মাথায় হ্যাট চাপাল

লোকটা, ঘুরে দাঁড়াল। রানার ধারণা ছিল ওর পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাবে সামনের গেট দিয়ে। কিন্তু তা না করে ভিলার পিছনদিকে চলল সে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারে।

অবাক হল মাসুদ রানা। ওদিকে কোথায় যাচ্ছে ব্যাটা? তাকে অনুসরণ করার ইচ্ছেটাকে জোর করে গলা টিপে মারল রানা। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। তা করতে গেলে হয়ত রাত থাকতে রোম পৌঁছানো সম্ভব হবে না। অথচ ওটাই এখন সবচেয়ে বেশি জরুরী। লোকটা ফিরে আসে কি না, নিশ্চিত হওয়ার জন্যে ঝাড়া পাঁচ মিনিট বসে থাকল রানা।

কিন্তু সেরকম কোন লক্ষণ নেই দেখে উঠল। দ্রুত, নিঃশব্দ পায়ে ড্রাইভ পেরিয়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়। ঢালু রাস্তা দিয়ে প্রায় দৌড়ের মত হেঁটে চলল। সরেনটো পর্যন্ত দীর্ঘ পথ লোকটা ওর মন জুড়ে থাকল। সত্যিই চোর? নাকি সোফিয়ার সাথে কোন সম্পর্ক ছিল তার? উত্তরটা অজানাই থেকে গেল।

দশটা দশ মিনিটে সরেনটো রেল স্টেশনে পৌঁছুল ও। খানিকটা দৌড়ে, খানিকটা হেঁটে, আবার দৌড়ে পথটুকু অতিক্রম করেছে রানা। কিন্তু বৃথা। নেপলস-এর শেষ ট্রেন ছেড়ে গেছে আরও দশ মিনিট আগেই, দশটায়। নিজের কপালকে বেছে বেছে গোটাকয়েক অশ্লীল গাল দিল রানা। সেই সাথে ইটালিয়ান রেল সার্ভিসকেও।

'শালারা!' গজগজ করতে লাগল ও, 'আসার সময় পুরো বিশ মিনিট লেট করতে পেরেছিলে। যাওয়ার বেলায় এত পাঙচুয়াল না হলে আর চলছিল না?'

কাউন্টারে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, এগারটা পনেরয় নেপলস-রোম শেষ এক্সপ্রেস ছেড়ে যাবে। অর্থাৎ, ওটা ধরতে হলে যে করেই হোক, ঠিক এক ঘন্টা পাঁচ মিনিটের মধ্যে নেপলস স্টেশনে পৌঁছুতে হবে ওকে। তার আগে রসিদ দেখিয়ে ব্রিফকেসটা ছাড়িয়ে নিতে হবে লেফট লাগেজ অফিস থেকে।

রিসিভিং কাউন্টারে দাঁড়াবার আগেই দূর থেকে জানালার নেটের ভেতর দিয়ে রুমের মধ্যে নজর বুলিয়ে নিয়েছে ও। দুপুরের সেই কেরানি রয়েছে একা। কোন কারণে মেজাজ চড়ে আছে লোকটার, বকর বকর করছে আপনমনে। হ্যাটটা ভুরু পর্যন্ত টেনে নিয়ে এল রানা, মাথা নিচু করে রসিদটা এগিয়ে দিল। ওর দিকে চেয়ে দেখবার গরজ দেখাল না লোকটা। দয়া করে রসিদের ওপর আধ পলক নজর বুলিয়েই ঘুরে দাঁড়াল, পনের সেকেণ্ড পর ব্রিফকেসটা এনে দড়াম করে আছড়ে রাখল জানালার নিচের বড় ফোকরটার সামনে।

ওটা নিয়ে স্টেশনের অন্ধকার কার পার্কে এসে দাঁড়াল রানা। একটাই মাত্র ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। সামনের সিটে বসে ঝিমুচ্ছে ড্রাইভার। পিছনে রানা উঠে বসেছে টেরই পেল না লোকটা। দরজাটা সশব্দে বন্ধ হওয়ার শব্দে উঠে বসল সে ধড়মড় করে। ব্যস্ত হয়ে ডানে-বাঁয়ে তাকাতে লাগল, শব্দ কোথায় হল বোঝার চেষ্টা করছে।

পিছন থেকে রানার গম্ভীর, ভরাট গলার আওয়াজ কানে যেতে ঝট করে ঘুরে তাকাল লোকটা। বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না রানা তাতে। ও নিশ্চিত, ওর চেহারা দেখতে পাচ্ছে না ড্রাইভার।

'ডবল ভাড়া,' বলল রানা। 'যদি সোয়া এগারটার মধ্যে

নেপলস রেল স্টেশনে পৌঁছে দিতে পার। সেই সাথে পাঁচ হাজার লিরা টিপস।'

ইটালিয়ান ড্রাইভারদের মত খেপা, পাগলাটে এবং বিপজ্জনক ড্রাইভার পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এ ধরনের চ্যালেঞ্জ তাদের কাছে খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। শুধু, খেলাটা একটু সাবধানে খেলতে হবে, এই যা। এক্ষেত্রে গাড়ি স্টার্ট নেবার পর চ্যালেঞ্জকারীকে দুটো কাজ করতে হবে। এক, চোখ বুজে শক্ত হয়ে বসে থাকা; এবং দুই, অনবরত প্রার্থনা করা।

শান্তভাবে মুখ ঘুরিয়ে সামনে তাকাল ড্রাইভার, নড়েচড়ে শিরদাঁড়া খাড়া করে বসল। তারপর এক ঝটকায় স্টার্টার বাটনটা টিপে দিয়েই ঠেলে দিল গিয়ার স্টিক, সেই সাথে বন্ বন্ করে ঘোরাতে শুরু করল স্টিয়ারিঙ হুইল। পুরো স্টেশন এলাকা কেঁপে গেল ট্যাক্সির আচমকা বিকট হুঙ্কারে। কান ফাটানো তীক্ষ্ণ আওয়াজের সাথে রাস্তায় টায়ারের এক পাল্লা ছাল-চামড়া রেখে দিয়ে কামানের গোলার মত বিদ্যুৎবেগে স্টেশন চত্বর ছেড়ে রাস্তায় উঠে এল ট্যাক্সিটা বাঁ দিকের দুচাকায় ভর দিয়ে। পরমুহূর্তেই ঝটকা মেরে সিধে হল, দড়াম করে আছড়ে পড়ল ভাসমান চাকা দুটো। প্রায় ট্রাফিকবিহীন পথ ধরে ছুটল হাঁ হাঁ করে।

সরেনটো-নেপলস হাইওয়ের প্রথম বারো মাইল রাস্তা আঁকাবাঁকা, সরু। ঠিক যেন কুণ্ডলি পাকিয়ে পড়ে আছে প্রকাণ্ড এক পাইথন। জানা ছিল না রানার ব্যাপারটা। চোখ কপালে তুলে সামনের দিকে চেয়ে আছে ও। অগণিত হেয়ারপিন বেণ্ড পলক পড়ার আগেই সাঁই সাঁই করে পেরিয়ে চলেছে ট্যাক্সি। অকল্পনীয় দ্রুত গতিতে ঘন ঘন বাঁক নিচ্ছে ডানে-বাঁয়ে, এবং প্রতিবারেই

উল্টে পড়তে পড়তেও একেবারে শেষ মুহূর্তে সামলে নিচ্ছে নিজেকে। আবার লেজ দাবিয়ে ভাগছে সন্ত্রস্ত শেয়ালের মত।

সামনে সিটের পিছনে পা বাধিয়ে দুহাতে দুই দরজার হাতল আঁকড়ে ধরে বসে আছে মাসুদ রানা দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে। প্রতিটি বাঁক নেবার সময় তীব্র আতঙ্কে ঘাড়ের খাটো চুলগুলো সর-সর করে দাঁড়িয়ে পড়ছে ওর শজারুর কাঁটার মত। অথচ ড্রাইভার ব্যাটা সম্পূর্ণ নির্বিকার, উদ্বেগহীন। এমনভাবে গাড়ি চালাচ্ছে, যেন এর মত সরলসোজা মসৃণ পথ আর হয় না। বাঁক নেবার সময় হর্ন চেপে ধরে রাখছে লোকটা, অনবরত হেড লাইট ডিপ-হাই করছে, এবং অবলীলায় পেরিয়ে যাচ্ছে বাঁকটা।

প্রতিবারই মনে হয় রানার, এই-ই শেষ! সামনের ওই বাঁকটাই ওদের আজরাইল। ওটা নিরাপদে পেরিয়ে এলে ভাবে, তাহলে পরেরটা নিশ্চয়ই। দুঃস্বপ্নের ইতি ঘটল এক সময়। হাইওয়ে ছেড়ে নেপলসগামী চওড়া, অটোস্ট্রাডায় উঠে এল ট্যাক্সি। কিছুটা আশ্বস্ত হল রানা এবার। নড়েচড়ে ঠিক হয়ে বসল। ভাবল, শুধু ড্রাইভারের পাকা হাত আর অভিজ্ঞতাই নয়, ওদের জ্যান্ত অটোস্ট্রাডায় উঠে আসতে পারার ব্যাপারে ভাগ্যেরও উদার সহযোগিতা ছিল।

অটোস্ট্রাডায় ট্রাফিকের চাপ এ মুহূর্তে প্রায় নেই বললেই চলে। গাড়ির গতি আরও বাড়িয়ে দিল ড্রাইভার নিশ্চিন্ত মনে। তার কাঁধের ওপর দিয়ে ইণ্ডিকেটরের দিকে তাকাল মাসুদ রানা, নব্বুই আর পঁচানব্বুইয়ের মাঝখানে তির তির করে কাঁপছে সরু লাল কাঁটাটা। রাস্তা ছেড়ে শূন্যে ভাসছে যেন ট্যাক্সি, সামান্যতম দুলুনিও নেই।

এগারটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি থাকতে নেপলস-এর শহরতলীতে পৌঁছে গেল ট্যাক্সি। আরও মাইল খানেক এগোতেই মনে মনে প্রমাদ গুনল মাসুদ রানা। সামনে যতদূর চোখ যায় শুধু গাড়ি আর গাড়ি। ধীর গতিতে মিছিল করে এগোচ্ছে নেপলস-এর দিকে। জোড়া-জোড়া টেইল লাইটের লাল আভায় আকাশ উদ্ভাসিত।

মনটা দমে গেল রানার। এই জ্যাম ঠেলে এক ঘন্টার মধ্যেও স্টেশনে পৌঁছানো যাবে কি না সন্দেহ। জানত না, আরও চমক অপেক্ষা করছে ওর জন্যে। সামনের দৃশ্য দেখে বিড়বিড় করে কি যেন বলল শুধু ড্রাইভার, আর কোন প্রতিক্রিয়া হল না তার মধ্যে।

এক মিনিট পুরো হওয়ার আগেই জ্যামের লেজ ধরে ফেলল রানার ট্যাক্সি। এই সময় ড্রাইভার লোকটা প্রমাণ করল, শুধু বিপজ্জনক আর খ্যাপা-ই নয়, আস্ত একটা বদ্ধ উন্মাদ সে। তার মধ্যে মানুষের সহজাত বিচার-বিবেচনার ছিটেফোঁটাও নেই।

গতি কমানোর কোন লক্ষণই দেখল না রানা, বরং মাখনের মধ্যে গরম ছুরি চালানোর মত করে সেঁধিয়ে দিল সে ট্যাক্সি যানবাহনের প্রচণ্ড ভিড়ে। বিকট শব্দে টানা হর্ন বাজাচ্ছে, সাঁ-সাঁ করে একটার পর একটা গাড়ির পাশ কাটিয়ে এঁকেবেঁকে ছুটে চলেছে একই গতিতে। এমনিতে কোন ইটালিয়ান ড্রাইভার নিজের থেকে অন্যকে সাইড দেয় না, জানা আছে রানার।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে ঘটল ঠিক উল্টোটা। জানালা দিয়ে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা দুপাশটা—পলকে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়তে দেখল ও অন্যান্য ড্রাইভারদের মধ্যে, প্রাণ রক্ষার তাগিদে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল তারা। হাসি ঠেকাতে পারল না ও পলকে

পিছিয়ে পড়া লোকগুলোর মুখে অনাবিল প্রশান্তির ছাপ দেখে, পাগলটাকে পথ করে দিয়ে এগিয়ে যেতে সাহায্য করতে পেরে নিশ্চয়ই নিজেদের ধন্য মনে করছে তারা।

চারদিকে চিৎকার চেঁচামেচি আচমকা ব্রেক কষার তীক্ষ্ণ আওয়াজ এবং নিজেরটার সাথে আরও অসংখ্য নির্যাতিত টায়ারের করুণ আর্তনাদ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাচ্ছে না রানা। হাইওয়ে পুলিস এখনও কোন তৎপরতা দেখাচ্ছে না কেন ভেবে পেল না। বোধহয় ঝুঁকি নিতে চাইছে না। এর মত উন্মাদ কেউ নেই নিশ্চয়ই ওদের মধ্যে। কে চাইবে এমন খ্যাপা ষাঁড়ের গতিরোধ করতে গিয়ে জীবনের ওপর ঝুঁকি নিতে?

যেভাবে সরেনটো স্টেশন চত্বর থেকে বেরিয়ে এসেছিল, সেই একইভাবে উল্কার মত নেপলস স্টেশন চত্বরে এসে ঢুকল ট্যাক্সিটা। কড়া ব্রেকের ফলে কয়েক ফুট এগিয়ে গেল স্কিড্ করে, তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘড়ি দেখল রানা, নির্ধারিত সময়ের দশ মিনিট আগেই পৌছে দিয়েছে ওকে ড্রাইভার।

স্টার্ট বন্ধ করে পিছন ফিরে হাসল সে দাঁত বের করে। নিজের কীর্তিতে মহাখুশি। 'ভ্রমণ কেমন লাগল, সেনর?'

রানারও দাঁত দেখা গেল। 'টেরিফিক,' বলল ও। হাসল, না কি তীব্র আতঙ্কে আগে থেকেই দাঁত কপাটি লেগে গিয়েছিল বলে ওরকমটা মনে হল, ঠিক বোঝা গেল না।

সরেনটো-নেপলস ট্যাক্সি ভাড়া জানা নেই রানার। ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়ে দ্বিগুণ অঙ্কের লিরা গুনে ধরিয়ে দিল তার হাতে। সেই সাথে পাঁচ হাজার লিরার দুটো বিল।

'কীপ ইট,' বিল দুটো গুঁজে দিল রানা হতভম্ব লোকটির

হাতে। 'অ্যাণ্ড থ্যাঙ্কস।' হ্যাটটা আরেকটু টেনে নামিয়ে দিল নিচে। ব্রিফকেসটা হাতে ঝুলিয়ে বেরিয়ে এল। কোনদিকে না তাকিয়ে লম্বা দৃঢ় পায়ে ব্যারিয়ার পেরিয়ে ঢুকে পড়ল প্ল্যাটফর্মে। তখনও ওর দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে ড্রাইভার।

ঠিক সময়ে ছাড়ল এক্সপ্রেস। ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টের প্রকাণ্ড কাঁচের জানালার পাশে বসে বাইরের দিকে চেয়ে আছে রানা—চিন্তিত। বাইরে অন্ধকার। দু'পাশে ফসলের মাঠের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎবেগে ছুটছে ট্রেন। জানালায় নিজের ছায়া ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না রানা।

সোফিয়ার কথা ভাবতেই বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। একটা সিগারেট বের করে ধরাল ও। কম্পার্টমেন্টটা পুরো খালি, আর কোন যাত্রী নেই। ফলে বেশ স্বস্তি বোধ করছে রানা। কিন্তু অনুভূতিটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না।

সরলরেখার মত টানা লোহার রেইলের জয়েন্টে এক্সপ্রেসের লোহার চাকার ঘন ঘন আঘাতের ঘট-ঘটাং ঘট-ঘটাং আওয়াজটা কেন যেন অস্বস্তিতে ফেলে দিল ওকে। রানার মনে হল আওয়াজটার ভেতরে ওর জন্যে কিছু একটা বার্তা আছে হয়ত। যেন বলতে চাইছে সামনে বিপদ! হুঁশিয়ার! সামনে বিপদ! হুঁশিয়ার!

সাত

বাংলোর বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করছে মাসুদ রানা। প্রায় দুঘন্টা হয়ে গেছে রোম পৌঁছেছে। মাথা ঠাণ্ডা রেখে ভাবনা-চিন্তা করতে হলে বিশ্রাম দরকার, দরকার লম্বা ঘুম। তাই দেরি না করে শুতে গিয়েছিল। কিন্তু অনেক সাধনা করেও ঘুমাতে পারেনি। থেকে থেকে চোখের সামনে এসে দাঁড়ায় সোফিয়া শেরম্যান।

মেয়েটি আর বেঁচে নেই, মারা গেছে, এখনও মন থেকে মেনে নিতে পারছে না রানা। কি করে চোখের পলকে উল্টে গেল পরিস্থিতি, শেষ হয়ে গেল একটা জীবন, ভাবতে অবাক লাগছে। এ মুহূর্তে যদি ফিরে আসত লারসেন-প্রিসিলা, বেঁচে যেত রানা। যে-কোন সময় হাজির হবে এখন পুলিস। এরপর সাংবাদিক। যার-তার মেয়ে নয় সোফিয়া, ওর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে হুলস্থূল কাণ্ড বাধিয়ে ছাড়বে তারা।

যদি ওরা আজও না আসে, তাহলে রানাকেই সামাল দেবার চেষ্টা করতে হবে ব্যাপারটা বাধ্য হয়ে। যদিও রানা নিশ্চিত, ব্যর্থ হবেই ও এ ক্ষেত্রে। এরপর আছে ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যানের ধাক্কা। টিভি-রেডিও বা খবরের কাগজে মেয়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়েও নিউ ইয়র্ক বসে থাকবেন ভদ্রলোক, ব্যাপারটা কিছুতেই মানতে রাজি

নয় রানা। নিশ্চয়ই ছুটে আসবেন শেরম্যান, আসতেই হবে তাঁকে।

যদি তার আগেই লারসেন ফিরে আসে, তাহলে হয়ত সবদিক রক্ষা হবে। নইলে সব শেষ—ওর আশা-ভরসা, ভবিষ্যৎ, সব শেষ। শেরম্যানের এক তুড়িতে হাওয়ায় উড়ে যাবে।

ঘুরে-ফিরে সেই বিশালদেহী লোকটার চিন্তা আবার পেয়ে বসল রানাকে। কে ছিল লোকটা? বেলা ভিসটায় কেন গিয়েছিল সে? কি খুঁজছিল অমন ব্যস্ত হয়ে? সত্যিই চুরির উদ্দেশ্যে গিয়েছিল, না কি...আর কি হতে পারে ভেবে পেল না রানা। হঠাৎ করেই দ্বিতীয় ভিলাটার কথা মনে পড়ল। কে বা কারা থাকে ওটায়? লোকটা পিছনের পথ ধরে কোথায় গেল? ওই ভিলাতেই কি?

পর পর তিনটে সিগারেট ধ্বংস করল রানা। ঘড়ি দেখল, সবে সোয়া পাঁচটা, ভোর হতে এখনও অনেক দেরি। আরেকবার চেষ্টা করে দেখা যাক, ঘুম আসে কি না। ফিরে এসে শুয়ে পড়ল রানা।

সাড়ে দশটায় ঘুম ভাঙল ওর টেলিফোনের আওয়াজে। 'হ্যালো, রানা,' বলল টনি আমান্দো। 'আর কত দেরি? চলে এস, আমরা সবাই বসে আছি তোমার অপেক্ষায়।'

'সরি, ভাই,' তার মাছ ধরতে যাওয়ার প্রস্তাবটার কথা মনে পড়ে গেল রানার চট করে। 'মাথা ভীষণ ব্যথা করছে। আজ আর বাইরে যাব না ভাবছি। তোমরা চলে যাও।'

'ও. কে,' টেনে টেনে বলল টনি। 'ব্যথা কি খুব বেশি?'

'না, তেমন কিছু নয়। ও মাঝে মাঝেই হয়।'

'অল রাইট। দেখি, রাতে তোমার ওখানে আসা যায় কি না।' ও হ্যাঁ, ওদের খোঁজ পাওয়া যায়নি এখনও?'

'নাহ্!'

'আমার মনে হয় এসে পড়বে আজ।'

'তাহলে বেঁচে যাই।'

'ও. কে, দেন। সী ইউ।'

রিসিভার রেখে বাথরুমের উদ্দেশে পা বাড়াল রানা। মাঝপথে গিয়ে ফিরে এল আবার। লিজা ভ্যালেন্ট্রিকে একটা ফোন করতে হবে। টনির মত ও-ও জানুক, রোববার ভোরে নিজের বাংলোতেই ছিল মাসুদ রানা। ঘুম থেকে উঠেই টেলিফোন করেছিল তাকে। তার মানে রাতটা বাইরে কোথাও কাটায়নি। বাংলোতেই ছিল। রোমে ওর অনুপস্থিতির ব্যাপারটা ঢাকা দেবার একটা প্রচেষ্টা এটা।

'হ্যাল্লো!' রানার কণ্ঠ শুনে খুশি হয়ে উঠল মেয়েটি। 'হঠাৎ কি মনে করে?'

'ছিলে কোথায় কাল সন্ধের সময়?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কেন? ঘরেই ছিলাম!'

আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ল রানা। 'তাহলে নিশ্চয়ই কানে তুলো দিয়ে ছিলে?'

'ব্যাপারটা কি বল তো?'

'কি আর, ফাটা কপাল! ভেবেছিলাম তোমাকে নিয়ে বাইরে ডিনার করব কিন্তু দুবার ফোন করেও সাড়া পেলাম না তোমার।'

'আ'য়্যাম সো সরি, রানা। মনে পড়েছে, আধ ঘন্টার জন্যে সত্যিই বাইরে গিয়েছিলাম কাল।' গলা শুনে মনে হল এমন একটা

সুযোগ মিস করায় আফসোস করছে এখন লিজা। 'রিয়েলি সরি।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা, ঢিলটা জায়গামতই লেগেছে। এবার আরেকটা তথ্য জানা দরকার। 'কটায় বেরিয়েছিলে?'

'সঠিক সময় মনে নেই। তবে বোধহয় আটটার দিকে।'

'ঠিকই আছে, আমি ফোন করেছিলাম সোয়া আটটায়।'

'পরে আর করলে না কেন?'

'এমনিই। হঠাৎ করে মাথা ব্যথা শুরু হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত আর বের-ই হতে পারিনি। যাকগে, আজ কোন কাজ আছে বাইরে?'

'না, কোন কাজ নেই।'

'বাসায় থেক তাহলে। সাড়ে আটটায় আসব আমি।'

'আচ্ছা।' খুশিতে অস্থির হয়ে উঠেছে মেয়েটি মনে হল।

যে মূল্যবান তথ্য পাওয়া গেল, ভাবছে রানা, তাতে আলফ্রেডোস-এ একটা ডিনার পাওনা হয়েছে লিজার। ফোন রেখে বাথরুমে এসে ঢুকল ও। আনমনে ভাবছে, পুলিস কি খুব বেশি গুরুত্ব দেবে সোফিয়ার মৃত্যুটাকে? দিক না-দিক, এটা তারা অবশ্যই জানার চেষ্টা করবে যে এই লোকটা, রবার্ট হুইটনি, কে সে।

অবশ্য বলা যায় না, অতটা মাথা না-ও ঘামাতে পারে। যখন বুঝতে পারবে যে সোফিয়া মিসেস হুইটনি নয়, তখন হয়ত ভাববে ছদ্মনামে প্রেমিককে নিয়ে কয়েকটা দিন কাটাবার জন্যেই বেলা ভিসটা ভাড়া নিয়েছিল সে। কি করবে তারপর পুলিস? থেমে পড়বে, না এগিয়ে যাবে?

'ধুত্তোর!'

শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে পুরো আধঘন্টা ভিজল মাসুদ রানা। তবু মনে হচ্ছে যেন ভেতরের গরম ভাবটা রয়েই গেছে, পুরোটা বের হয়নি। পেটে কিছু নেই, খিদেয় চোঁ চোঁ করছে। তৈরি হয়ে দ্রুত বেরিয়ে পড়ল ও বুইক নিয়ে। কাছের এক রেস্টুরেন্ট থেকে লাঞ্চ সেরেই সোজা ফিরে এল বাংলোয়।

এবারও টেলিফোনই ঘুম ভাঙাল ওর, ঘুমিয়ে পড়ার আধঘন্টার মধ্যেই। 'ইয়েস?' ঘুম জড়ানো গলায় বলল রানা।

লিজা ভ্যালেন্তির আতঙ্কিত গলা ভেসে এল। 'রানা?'

ধক করে উঠল কলজেটা। প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে যথাসম্ভব শান্ত রাখল ও। 'বলছি!'

'এখনই একবার অফিসে আসতে পারবে?' হাঁপাচ্ছে লিজা, গলার স্বর কাঁপছে। 'মাই গড! রানা, এইমাত্র পুলিস ফোন করেছিল। বলছে সোফিয়া শেরম্যান নাকি মারা গেছে।'

'সে কি!' আঁতকে উঠল যেন রানা। 'কি হয়েছিল?'

'জানি না। তুমি একটু এস, প্লীজ! লারসেনের অ্যাপার্টমেন্টে ফোন করেছিল ওরা প্রথমে। রিপ্লাই না পেয়ে আমার নাম্বারে করেছে। ওরা আসছে ওখানে। রানা...'

'শান্ত হও। তুমি এখন কোথায়?'

'আমার ফ্ল্যাটে!' কিসের কি, ঘন ঘন ঢোক গিলছে লিজা।

'ঠিক আছে। বেরিয়ো না। আমিই তুলে নিয়ে যাব তোমাকে।'

'আচ্ছা...আচ্ছা! প্লীজ, হারি আপ!'

এই শুরু হল!

বিছানা ছেড়ে নামতে নামতে ভাবল মাসুদ রানা। তবে এত তাড়াতাড়ি আশা করেনি ও। লক্ষ্য করল, হাত কাঁপছে একটু

একটু। ওয়াল মাউন্টেড লিকার কেবিনেট থেকে স্কচ্ বের করে দ্রুত দুঢোক পান করল রানা। তৈরি হয়ে বেরোতে পুরো পাঁচ মিনিটও লাগল না। ততক্ষণে কাজ শুরু করে দিয়েছে হুইস্কি। স্টিয়ারিং হুইল ধরা হাত দুটো একচুলও কাঁপছে না এখন আর।

লিজাকে তুলে নিল রানা তার ফ্ল্যাট বিল্ডিঙের সামনে থেকে। রক্ত নেই মেয়েটির মুখে, সাদা হয়ে গেছে চেহারা। গাড়িতে বসে কিছু জিজ্ঞেস করল না রানা। রোমান ফোরাম ঘুরে নিউ ইয়র্ক ভিশনে পৌঁছুতে সাধারণত বিশ মিনিট লাগে লিজার ওখান থেকে। কিন্তু রানার লাগল আট মিনিট। ছুটির দিন বলে রাস্তাঘাট বেশ ফাঁকা।

একটিও কথা না বলে এলিভেটরে চড়ল ওরা। জনশূন্য করিডর পেরিয়ে ঢুকে পড়ল অফিসে। 'আমার সঙ্গে এস,' হাত ধরে মেয়েটিকে লারসেনের রুমে নিয়ে এল রানা। বসিয়ে দিল চেয়ারে। রীতিমত থর থর করে কাঁপছে সে এখন।

'রিল্যাক্স,' নিজের গলার স্বর শুনে নিজেই অবাক হল রানা। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। ভেতরের ভয়টা গায়েব হয়ে গেছে পুরোপুরি। 'খুলে বল, কি হয়েছে। কামন, লিজা। লেট'স হ্যাভ ইট।'

'ওরা...ওরা তেমন কিছু জানায়নি। শুধু সরেনটোয় সোফিয়া শেরম্যানের লাশ পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে। ক্লিফ থেকে পড়ে মারা গেছে সে।'

তাই যেন হয়, মনে মনে বলল রানা। 'সরেনটো? সেটা কোথায়?'

'নেপলস-এ।'

'গুড গড! সেখানে গেল কি করে সোফিয়া?'

'রানা, কি হবে এখন?' দুচোখে পানি টল টল করছে লিজার। 'মিস্টার শেরম্যানের কানে গেলে...'

'সব একসাথে ভাবতে গিয়ে মাথা খারাপ কোরো না। আগে শুনি সরেনটোয় কেন গিয়েছিল সে?'

'জানি না আমি। পুলিস জানে বোধহয়। কিন্তু মিস্টার শেরম্যান...'

'লিজা, সোফিয়া তোমার দোষে মারা যায়নি। কাজেই তোমার অত ঘাবড়াবার কিচ্ছু নেই। সমস্যায় যদি কেউ পড়ে, তো সে লারসেন আর আমি। ভেব না, তোমাদের ওপর যাতে কোন ঝড় ঝাপটা না আসে, আমি দেখব তা।' আরও কিছু বলার জন্যে মুখ খুলছিল রানা, থেমে গেল দরজায় টোকা পড়তে।

'কাম ইন।'

খাটমত এক লোক ভেতরে ঢুকল। চেহারাটা ভীষণ রকম শীতল, কঠিন লাগল রানার প্রথম দর্শনেই। দুচোখ ফ্যাকাসে নীল, অনুসন্ধানী, এবং স্থির। লোকটির বয়স বোঝার উপায় নেই, দেখে মনে হয় যেন ত্রিশ। ছোট ছোট মাপা পায়ে ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়াল সে, ডান হাতটা রানার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'লেফটেন্যান্ট ভিটেলা ফ্রেনজি, ফ্রম রোম হোমিসাইড ডিপার্টমেন্ট।'

'মাসুদ রানা,' হাতটা ঝাঁকিয়ে দিল রানা। লোহার মত শক্ত লেফটেন্যান্টের হাত।

একটু ইতস্তত করল লোকটা। 'আই বেগ ইওর পার্ডন, সেনর। আমি জানতাম রোমে নিউ ইয়র্ক ভিশনের চার্জে আছেন

সেনর পিটার লারসেন।'

'ঠিকই বলেছেন। লারসেন এ মুহূর্তে ছুটিতে আছেন। আমি ওর রিলিভার।'

'আই সী,' বলল লোকটা। 'কতদিন আগে চার্জ নিয়েছেন আপনি?'

'এক সপ্তার বেশি হবে। আজ নয় দিন,' হঠাৎ লিজার ওপর চোখ পড়ল রানার। তাড়াতাড়ি লেফটেন্যান্টকে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। 'সরি। আমার পি.এ, সেনরিনা ভ্যালেট্টি, লিজা ভ্যালেট্টি।'

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে লিজাকে বো করল অফিসার।

'ঘটনাটা এবার শোনা যাক, অফিসার,' বলল রানা। 'আপনি শিওর ওটা সোফিয়া শেরম্যানের ডেডবডি?'

'সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ আছে বলে মনে হয় না আমার,' ধীর, অভিব্যক্তিহীন গলায় বলল লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজি। 'তিন ঘন্টা আগে প্রথম টেলিফোনে খবরটা পাই আমি নেপলস হেডকোয়ার্টার থেকে। আমাকে জানানো হয় সরেনটোর পাঁচ মাইল দূরে একটা ক্লিফের পায়ের কাছে এক যুবতীর মৃতদেহ পাওয়া গেছে। নেপলস-এর ধারণা ওপর থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয় মেয়েটির। আধ ঘন্টা আগে আবার টেলিফোন করে ওরা, জানায়, ওটা লা সেনরিনা সোফিয়া শেরম্যানের লাশ। ওই ক্লিফেরই চূড়ায় একটি ভিলা ভাড়া নিয়েছিলেন তিনি তিনদিনের জন্যে। ভিলাটা সার্চ করা হয়েছে। সেনরিনার হাতব্যাগের কাগজপত্র পরীক্ষা করে তাঁর পরিচয় সম্পর্কে জানতে পারে নেপলস। এখন মৃতদেহটা আইডেন্টিফাই করার জন্যে আপনাদের কাউকে আমার সাথে

সরেনটো যেতে হবে।'

এ জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিল না রানা। মর্গে গিয়ে সোফিয়ার সুন্দর দেহটির ভগ্নাবশেষ দেখতে হবে, চিন্তাটা প্রায় অসুস্থ করে তুলল ওকে।

লিজা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'তাহলে তোমাকেই যেতে হচ্ছে, রানা। আমি কখনও দেখিনি সেনরিনাকে। তুমি চেন তাকে।'

শেষ বাক্যটা এমনভাবে বলল সে, রানার মনে হল যেন ওর ভেতরে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে কিছু একটা। কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামানোর সুযোগ পেল না ও। উঠে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে লেফটেন্যান্ট।

'চলুন তাহলে, সেনর। দেরি না করাই ভাল। নিচে আমার গাড়ি অপেক্ষা করছে।'

'আপনি এগোন,' রানাও চেয়ার ছাড়ল। উপায় নেই, যেতেই হবে। 'আমি আসছি।'

লেফটেন্যান্ট বেরিয়ে যেতে লিজাকে বলল, 'তুমি বাসায় ফিরে যাও। আমি এসে যা করার করব। ফিরেই ফোন করব তোমাকে। ভাল কথা, টনি আমান্দোর বাসায় ফোন করে ওকে ব্যাপারটা জানিয়ো। বলা যায় না, ওর সাহায্য দরকার হতে পারে।'

'ঠিক আছে।'

'আর লারসেন যদি আসে...।' কি বলবে ভেবে না পেয়ে থেমে গেল ও। কাঁধ ঝাঁকিয়ে পা বাড়াল দরজার দিকে।

করিডরেই রানার অপেক্ষায় ছিল অফিসার। নিঃশব্দে নিচে নেমে এল ওরা। রোম পুলিসের ছাপমারা একটা কার দাঁড়িয়ে আছে ফুটপাথ ঘেঁষে। সামনের সিটে ড্রাইভার বসা। ওদের

দুজনকে এগিয়ে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি নেমে পড়ল লোকটা, পিছনের দরজা মেলে ধরল।

ছুটল পুলিস কার এয়ারপোর্টের দিকে। আড়চোখে একবার ফ্রেনজির মুখের দিকে চাইল রানা। দৃষ্টি সামনে। স্থির বসে আছে লোকটা, গাড়ির ঝাঁকিতে দুলছে মৃদু মৃদু। কি ভাবছে, বা আদৌ কিছু ভাবছে কি না, মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই।

'ব্যাপারটা কিভাবে ঘটল,' বলল রানা। 'আই মীন, কোন ধারণা?'

সাপের মত পলকহীন, অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে থাকল ফ্রেনজি কয়েক সেকেণ্ড। ঘুরে আবার সামনে তাকাল। 'বললাম তো, পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে তাঁর।'

'কি বলেছেন ভুলিনি। মনে আছে। জানতে চাইছি আর কিছু আছে কি না। গুরুত্বপূর্ণ কিছু।'

কাঁধ ঝাঁকাল লেফটেন্যান্ট বিশেষ ভঙ্গিমায়, যা কেবল ইটালিয়ানরাই করে থাকে। 'জানি না। তবে মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস রবার্ট হুইটনি নামে ভিলাটা ভাড়া নিয়েছিলেন লা সেনরিনা। অথচ তিনি বিবাহিতা ছিলেন না, তাই না?'

'আমিও সেরকমই জানি, অবিবাহিতা ছিল।'

বিচ্ছিরি, কটুগন্ধি তামাকের তৈরি সস্তা দেশী সিগারেট ধরাল ফ্রেনজি। রানাকেও অফার করেছিল, কিন্তু 'ইচ্ছে করছে না,' বলে পাশ কাটিয়েছে সে। নাকমুখ দিয়ে অনর্গল ধোঁয়া ছাড়ল লোকটা কিছুক্ষণ। ভাব দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না, এ মুহূর্তে গভীর চিন্তায় আছে।

অর্ধেক সিগারেট শেষ করে আবার মুখ খুলল অফিসার।

'ব্যাপারটা বেশ জটিল মনে হচ্ছে আমার। এসব ঘাঁটাঘাঁটি করতে গেলে...সেনরিনার বাবা খুবই প্রভাবশালী মানুষ, আমরা জানি। ভেতরের কাহিনী ফাঁস হয়ে গেলে ভদ্রলোক বিব্রতকর অবস্থায় পড়বেন। কিন্তু আমি চাই না তেমন কিছু ঘটুক।'

'ঠিক,' আনমনে বলল ও। 'আমিও চাই না তেমন কিছু ঘটুক।' নিজের পরিচয় ভাঁড়ানোটা কি ঠিক হয়েছে? ভাবল রানা, পরে যখন জানবে এ লোক যে...সে তখন দেখা যাবে। নিজেকে বোঝাল রানা, এটা এমন কোন অপরাধ নয়। প্রয়োজনের খাতিরেই কাজটা করতে হয়েছে। পরে লেফটেন্যান্টকে সব বুঝিয়ে বললেই চলবে। নড়ে চড়ে বসল ও। পরমুহূর্তে ফ্রেনজির মন্তব্যটা মনে পড়ল। কেন বলল সে কথাটা?

'নামের গোলমালটা ছাড়া আর কি জটিলতা আছে এর মধ্যে, লেফটেন্যান্ট?'

'লা সেনরিনার ব্যাপারে কতটুকু জানেন আপনি?' চাউনি আরও তীক্ষ্ণ, আরও অন্তর্ভেদী হয়ে উঠল তার। 'ব্যাপারটা শুধু নেপলস পুলিস আর আমি জানি। গোপন রাখতে চাই ওটা আমরা। তবে কতক্ষণ পারব জানি না।'

'কোনটা?' অজান্তেই একটা ঢোক গিলল রানা।

'এই মিস্টার হুইটনির ব্যাপারটা। লোকটা যে-ই হোক, আমাদের ধারণা সেনরিনার লাভার ছিল সে। আচ্ছা, এমন কি হতে পারে না, গোপনে বিয়ে করেছিলেন সেনরিনা?'

'হতে পারে। তবে আমার মনে হয় না।'

'আমারও। মনে হচ্ছে আনঅফিশিয়াল হানিমুন করতে সরেনটো গিয়েছিলেন তিনি।' আবার কাঁধ ঝাঁকাল ভিটেলো

ফ্রেনজি। 'এটা সম্ভব, কি বলেন? রবার্ট হুইটনি নামে কাউকে চেনেন আপনি?'

'নাহ্।'

'হুঁম!' শেষ হয়ে আসা সিগারেটটা টোকা মেরে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিল সে। 'লেফটেন্যান্ট গুইডো, নেপলস-এ যে এই কেসটা হ্যাণ্ডেল করছে, ওর কথাবার্তা শুনে মনে হয় মৃত্যুটাকে ও একটা দুর্ঘটনা হিসেবে ভাবছে। কিন্তু হিসেবটা উল্টে দিয়েছে এই হুইটনি। এ না থাকলে কেসটা ছিল স্ট্রেইটফরোয়ার্ড।'

'এ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলে যদি মিস্টার শেরম্যানের বিব্রত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, তো কাজটা না করলেই পারেন।'

'অসম্ভব নয়। হয়ত করা যাবে, যদি প্রয়োজন দেখি। আপনি কতদিন থাকবেন সেনর লারসেনের রিলিভার হিসেবে?'

'ঠিক নেই। হানিমুনে গেছে ও। কবে ফিরবে বলা যায় না।'

'কদিনের ছুটি?'

'সাতদিনের ছিল। নয়দিন হয়ে গেছে অলরেডি।'

'উনি এলে কোথায় যাবেন আপনি? নিউ ইয়র্ক?'

'সম্ভবত। হেড অফিস যেভাবে বলে আর কি!' অস্বস্তিতে পড়ল রানা। ব্যাটা ওকে নিয়ে পড়ল কেন আবার ?

'যেখানেই যান, আগে আমাকে জানাতে ভুলবেন না। অবশ্য এর মধ্যে যদি কেসের সুরাহা হয়ে যায় তাহলে আর দরকার হবে না তার।'

'আগে সরেনটো চলুন তো। দেখি, সত্যিই ও সোফিয়া শেরম্যান কি না। যদি না হয়...'

'আ'য়্যাম অ্যাফ্রেড ইট ইজ হার অল রাইট। লাগেজের মধ্যে

কয়েকটা ব্যক্তিগত চিঠি পাওয়া গেছে। সেনরিনার পরিচয়ের ব্যাপারে কোন সন্দেহ আছে বলে আমি মনে করি না।'

প্লেনে ওঠার আগ পর্যন্ত আর কোন কথা হল না ওদের। যে যার চিন্তায় ডুবে থাকল রানা-ফ্রেনজি। প্লেন মাটি ত্যাগ করার পর ফ্রেনজিই প্রথম কথা বলল, 'ভাবছি, খবরটা কি ভাবে গ্রহণ করবেন ইল সেনর শেরম্যান। আ'য়্যাম অ্যাফ্রেড, জটিলতা যদি আরও বাড়ে তাহলে বাধ্য হয়েই মাঠে নামতে হবে আমাদেরকে। এবং সবকিছুই বেরিয়ে আসবে, গোপন থাকবে না কিছুই। তাই প্রার্থনা করি, আমাদের পাওয়া তথ্য যেন সঠিক না হয়। মৃতদেহটা যেন লা সেনরিনা সোফিয়ার না হয়।'

বলা শেষ হতে চোখ বুজে হেলান দিয়ে বসল লেফটেন্যান্ট রানাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই। যেন কথাগুলো সে নিজেকেই শোনাচ্ছিল। মনের ভেতর খচ খচ করলেও লোকটাকে আর কোন প্রশ্ন করল না মাসুদ রানা।

নেপলস পুলিসের লেফটেন্যান্ট গুইডো গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল বিমানবন্দরে। রানার চেয়ে ইঞ্চি দুয়েক খাটো হবে লোকটা। রানাকে ফ্রেনজি তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে সামান্য হাসল সে। যেন একান্ত বাধ্য হয়েই। হাত মেলাল। কিন্তু ওর চোখের দিকে তাকাল না একবারও। আচরণে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিল, রানাকে তার পছন্দ হয়নি।

দুই অফিসারকে একসাথে বসার সুযোগ করে দিল রানা। নিজে থেকেই উঠে বসল ড্রাইভারের পাশে। সরেনটো পর্যন্ত পুরোটা পথ প্রায় ফিস ফিস করে দ্রুত, একনাগাড়ে কথা বলে গেল লেফটেন্যান্ট গুইডো, যার একটা অক্ষরও বুঝল না রানা শত

চেষ্টা করেও। বাধ্য হয়ে রাস্তার দিকে মন দিল ও। মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে এই পথেই ফিরে গিয়েছিল রানা নেপলস।

চোখ পথের দিকে থাকলেও মাঝে মাঝেই রেয়ার ভিউ মিররের ভেতর দিয়ে পিছনের দুই আরোহীর দিকে তাকাচ্ছিল ও চোরা চোখে। এর মধ্যে দুবার চোখাচোখি হল গুইডোর সাথে।

সরেনটো স্টেশনের পিছনদিকের ছোট একটা একতলা লাল ইঁটের দালানের সামনে এসে থামল গাড়ি। সরেনটোর মর্গ এটা। গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল ওরা। লেফটেন্যান্ট গুইডো বলল, 'লা সেনরিনাকে এভাবে দেখাটা আপনার জন্যে সুখকর হবে না, সেনর মাসুদ রানা, জানি। তবুও কাজটা করতে হবে। আপনি নিশ্চই...'

'দ্যাট'স অল রাইট, অফিসার,' আগে আগে পা বাড়াল রানা। মুখে যা-ই বলুক, ভেতরে ভেতরে ঘামছে ও।

ভেতরে ঢুকে একটা করিডর পেরিয়ে ডানে বাঁক নিল গুইডো। তার পিছনে চলেছে রানা আর ফ্রেনজি। সামনেই একটা রুম, দরজায় ঝুলছে ধপধপে সাদা পর্দা। রুমের ঠিক মাঝখানে রয়েছে টেবিলটা, তার ওপর সাদা চাদরে ঢাকা একটা নারীদেহ। এছাড়া আর কিছু নেই এ রুমে। হঠাৎ করেই খানিকটা অসুস্থ বোধ করল রানা। টের পেল দ্রুত সরে যাচ্ছে মুখের রক্ত।

ওদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজি। রানার চোখে চোখ রেখে দেহটার মুখের ওপরকার চাদরের আচ্ছাদন আলতো করে নামিয়ে আনল গলার নিচ পর্যন্ত।

দুচোখ আধবোজা সোফিয়ার। ঠোঁট সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। আতঙ্কের স্থায়ী ছাপ চেহারায় স্পষ্ট। আইডেন্টিফিকেশনের জন্যে

চেহারাটা দর্শনযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে যথাসাধ্য। যদিও খুব একটা কাজ হয়নি তাতে। পলকহীন চোখে মেয়েটির দিকে চেয়ে থাকল রানা কয়েক মুহূর্ত। তারপর হঠাৎ করেই ঘুরে দাঁড়াল। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল রুম থেকে।

ওর পিছন পিছন এল দুই গোয়েন্দা। গাড়ির কাছে এসে দাঁড়াল তারা।

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'কোন সন্দেহ নেই। ওটা সোফিয়া শেরম্যান।'

'দুঃখিত,' বলল লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজি। 'মনের মধ্যে একটা ক্ষীণ আশা ছিল, হয়ত সেনরিনার পরিচয়ের ব্যাপারে কোন ভুলভাল হয়ে থাকলেও থাকতে পারে। এবার তা দূর হল। কিছু কিছু সমস্যা ফেস করতে হবে আমাদের এখন। সবচে বড় সমস্যা, সেনর রানা, প্রেস। ব্যাপারটাকে ওরা হয়ত খুব বেশি গুরুত্ব দেবে। আপনি যদি কাইণ্ডলি আজই ইল সেনর শেরম্যানকে খবরটা দেন, খুব উপকৃত হব। প্রেসের সামনে মুখ খোলার আগে তাঁর সঙ্গে কথা বলে নেয়া দরকার। আগ বাড়িয়ে কিছু করতে গেলে বিপদে পড়ব আমরা। চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'আজই তাঁর কানে খবর পৌঁছে যাবে।'

একটা সিগারেট ধরাল ফ্রেনজি। ম্যাচের কাঠি ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে ছুঁড়ে ফেলল। 'এক কাজ করুন, আমাদের সঙ্গে চলুন পুলিস হেডকোয়ার্টারে। ওখান থেকে ফোন করতে পারবেন।'

ঘড়ি দেখল রানা। পাঁচটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকি। বলল, 'চলুন।'

আগেরমতই সামনের সিটে বসল ও। পিছনে দুই গোয়েন্দা।

হেডকোয়ার্টারে পৌঁছুতে দশ মিনিট সময় লাগল। খোলা হাওয়ায় এখন কিছুটা সুস্থ বোধ করছে রানা। একটা রুমে টেলিফোনের সামনে ওকে একা রেখে বেরিয়ে গেল দুই গোয়েন্দা ঊর্ধ্বতন অফিসারের সাথে আলোচনার কথা বলে।

লিজা ভ্যালেট্রির বাসায় ফোন করল রানা। প্রথমেই লারসেনের খবর নিল। জানা গেল এখন পর্যন্ত আসেনি সে। এরপর সোফিয়ার ব্যাপারটা জানাল মেয়েটিকে। শুনে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল লিজা। তারপর ভয়তাড়িত কণ্ঠে বলল, 'এখন কি হবে? মিস্টার শেরম্যানকে কি করে খবরটা দেয়া যায়? কে দেবে?'

'আমিই দেব। ও নিয়ে চিন্তা করতে হবে না তোমাকে। এখন কাগজ-কলম নাও, যা বলি, লিখে নাও।'

লিজা তৈরি হতে ডিকটেশন দিতে শুরু করল মাসুদ রানা। একনাগাড়ে পাঁচ মিনিট ঝড়ের বেগে বলে গেল ও, একটা শব্দও রিপিট করতে হল না। ডিকটেশন শেষ হতে বলল, 'মেসেজটা মিস্টার শেরম্যানকে টেলেক্স কর লারসেনের নামে। ওটা পেয়েই হয়ত তোমাকে ফোন করবেন তিনি। বল, ডেডবডি আইডেন্টিফাই করতে সরেনটো গেছে লারসেন। ফিরে এসে টেলিফোন করবে তাঁকে। সাপোজ, অ্যাট টোয়েন্টি টু আওয়ার্স, ইওরোপিয়ান টাইম।'

'ইয়েস। তুমি কখন ফিরছ?'

'দশটার আগেই। টনিকে খবর দিয়েছ?'

'তিনি বাসায় নেই। কয়েকবার ফোন করেছি।'

'আধ ঘন্টা পর পর ফোন করতে থাক। রোম ফিরেই ওকে

দরকার হবে আমার, জানিয়ে রেখ।'

'আচ্ছা। আর কিছু?'

'নাথিং। তবে অনর্থক মাথা গরম কোরো না। তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। রাখলাম। এখনই টেলেক্সটা পাঠিয়ে দাও।'

রিসিভার রেখে একটা সিগারেট ধরাল রানা। এই সময় ফ্রেনজি এসে ঢুকল রুমে।

'জায়গাটা দেখতে যাচ্ছি আমি, সেনর। যেখানে মারা গেছেন সেনরিনা। আপনি যেতে চান?' বলল সে।

'হ্যাঁ, যাব।' উঠে দাঁড়াল রানা।

রাস্তায় ওদের অপেক্ষায় ছিল লেফটেন্যান্ট গুইডো। দূর থেকে রানার মনে হল, হঠাৎ করেই যেন পাল্টে গেছে লোকটার চাউনির ধরন। সরাসরি ওর চোখের দিকে চেয়ে আছে সে এখন। রাজ্যের সন্দেহ বাসা বেঁধেছে তার দুচোখে।

আট

পুলিস স্টেশনের পিছনেই খালের মত সরু সরেনটো হারবার। মিশেছে গিয়ে সরেনটো উপসাগরে। ঘাটে বাঁধা পুলিসের মোটর বোটে চড়ে রওনা হল ওরা—রানা, দুই গোয়েন্দা অফিসার, সঙ্গে তিন কনস্টেবল। হারবার জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অজস্র

নৌযানের ফাঁক ফোকর দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলেছে বোট মোহনার দিকে।

স্টার্নে পাশাপাশি বসে আছে রানা আর লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজি। একটু অস্বস্তি বোধ করছে রানা ফ্রেনজির চোখের নীল টিনটেড সানগ্লাসটার জন্যে। রোম থেকে আসার সময় ওটা তার সাথে ছিল না, হলফ করে বলতে পারে রানা। এ মুহূর্তে গ্লাসটা চোখে পরার বিশেষ কোন কারণ আছে কি না বুঝতে পারছে না।

অ্যামিডশিপে দাঁড়িয়ে আছে গুইডো রেলিঙে ভর দিয়ে। তার চোখে সানগ্লাস নেই। বিশ মিনিট একনাগাড়ে চলার পর বাঁয়ে ঘুরে উপসাগরে পড়ল পুলিস বোট। ঘটনাস্থলে পৌছুতে আরও দশ মিনিট লাগল। নিচ থেকে মনে হয় কাত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়টা, যে কোন সময় ভেঙে পড়বে সাগরে।

কাছে থেকে বোল্ডারগুলোর দিকে তাকাল রানা। ওপর থেকে বোঝার উপায় নেই কি বিশাল আকার একেকটার। যতক্ষণ বোটটা তীরে ভেড়ার উপযুক্ত জায়গা খুঁজে না পেল, হাঁ করে একভাবে ক্লিফের দিকে চেয়ে থাকল গুইডো। নিশ্চয়ই ওর মত সে-ও ভাবছে ওপর থেকে পতনের ভয়ঙ্করত্বের কথা।

বোট ভিড়তে নেমে পড়ল সবাই। ফ্রেনজিকে বলল গুইডো, 'কোন কিছু স্পর্শ করিনি আমরা। শুধু লা সেনরিনার বডিটা তুলে নিয়ে গিয়েছি, ব্যাস।'

ঘটনাস্থলের কাছে এসে রানাকে বড় একটা বোল্ডার দেখিয়ে ফ্রেনজি বলল, 'আপনি এখানে বসুন, সেনর। আমরা স্পটটা আগে ঘুরে দেখি। তারপর আপনি যেতে পারবেন।'

সিগারেট ধরিয়ে বসে বসে ওদের সার্চ দেখতে লাগল ও।

সোফিয়ার ক্যামেরা কেসটা আবিষ্কার করতে খুব বেশি সময় লাগল না। দুই বোল্ডারের মাঝখানে পড়েছিল ওটা। তুলে আনল ফ্রেনজি, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল। চশমাটা ঠেলে তুলে দিয়েছে কপালের ওপর। তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল দ্বিতীয় গোয়েন্দা। এত গভীরভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল, যেন দুই মহাকাশ বিজ্ঞানী মঙ্গল গ্রহ থেকে ছিটকে পড়া অজ্ঞাত কোন বস্তুর নাম পরিচয় খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে।

লক্ষ্য করল রানা, খুব সতর্কতার সঙ্গে জিনিসটা নাড়াচাড়া করছে লেফটেন্যান্ট। সময় থাকতে হাতের ছাপগুলো মুছে ফেলার কথা খেয়াল পড়েছিল বলে নিজেকে ধন্যবাদ দিল রানা। কিছুক্ষণ পর মুখ তুলে এদিকে তাকাল তারা। মনে হল ওকে নিয়েই বলাবলি করছে কিছু। এক সময় এগিয়ে এল।

ফ্রেনজি বলল, 'এটা নিশ্চয়ই তাঁর হবে। লা সেনরিনা ফটোগ্রাফির ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন নাকি?'

'বলতে পারি না,' মাথা দোলাল রানা। 'তবে হতে পারে। হাজার হলেও পত্রিকা সম্পাদকের মেয়ে।'

অন্যমনস্কের মত মাথা দোলাল লেফটেন্যান্ট। কেসটা আলতো করে তুলে দিল এক কনস্টেবলের হাতে। বড় একটা প্লাস্টিক ব্যাগে জিনিসটা ভরে রাখল সে। আবার স্পটে ফিরে গেল দুজনে ঘুরতে ঘুরতে। মিনিট দশেক পর আরেকটা কিছু আবিষ্কার করল। জিনিসটা কি হতে পারে এখান থেকে বুঝতে পারছে না রানা। বড় একটা বুনো ঝোপের ভেতর থেকে গুইডো তুলে আনল ওটা। ওর দিকে পিছন ফিরে জিনিসটা দেখছে এখন।

কি হতে পারে? ভাবছে রানা। টের পেল হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন

ক্রমেই বাড়তে শুরু করেছে। তাড়াতাড়ি আরেকটা সিগারেট ধরাল ও, টানতে লাগল ঘন ঘন। জিনিসটা কি জানার জন্যে ছটফট করছে মন।

একসময় ফিরে এল অনুসন্ধানী দল। সোজা ওর দিকেই এগিয়ে আসছে লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজি। সিগারেট ফেলে উঠে দাঁড়াল রানা, পা বাড়াল সামনে। কাছে আসতে বোঝা গেল সোফিয়ার দামি ক্যামেরা ওটা। ওপর থেকে আছড়ে পড়ে তুবড়ে গেছে বডিটা কয়েক জায়গায়। নিশ্চয়ই পাথরের ওপর পড়েছিল। টেলিফটো লেন্সটা উধাও।

ক্যামেরাটা নিল রানা। দেখতে লাগল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। পিছনদিকের ছোট উইণ্ডো প্যানেলের ওপর নজর আটকে গেল ওর। ভেতরে ফুটেজ মিটার বলছে বারো ফুট ছবি তোলা হয়েছে এটা দিয়ে।

'এটা দেখে বোঝা যাচ্ছে কিভাবে দুর্ঘটনাটা ঘটেছে,' বলল ফ্রেনজি। গুইডোও পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

'তাই? কিভাবে?' বলল রানা।

'দেখাচ্ছি,' ক্যামেরাটা নিয়ে চোখে লাগাল লেফটেন্যান্ট। 'নিশ্চয়ই ঠিক এভাবে এটা ধরে ছবি তুলছিলেন সেনরিনা। ওই সময় হয়ত ক্লিফের একেবারে কিনারার কাছাকাছি ছিলেন তিনি। ইউ নো, ক্যামেরার ভিউফাইণ্ডারে চোখ রাখলে দূরত্ব ঠাহর করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। হয়ত ওই অবস্থাতেই সামনে এগুবার জন্যে পা বাড়িয়েছিলেন সেনরিনা। অ্যাণ্ড দ্য রেজাল্ট ইজ...।' থেমে গেল গোয়েন্দা। কাঁধ ঝাঁকাল।

'হতে পারে,' বলল মাসুদ রানা। 'ভেতরে ফিল্ম আছে ওটার

যতদূর সম্ভব। যদি পানি ঢুকে না থাকে তাহলে ঠিকই আছে, ছবি পাওয়া যাবে। ফিল্ম প্রসেস করালেই বোঝা যাবে আপনার ধারণা ঠিক কি না।'

ঠোঁট কামড়ে ধরে মাথা দোলাল ফ্রেনজি। মনে হল সন্তুষ্ট হয়েছে রানার পরামর্শে। 'ঠিক বলেছেন। আজই দেখব ব্যাপারটা।'

দুজন কনস্টেবলকে সার্চ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে ফিরতি পথ ধরল ওরা। পুলিস স্টেশনে এসে রানাকে জিজ্ঞেস করল ফ্রেনজি, 'ভিলায় যাচ্ছি এখন আমরা, যেটা ভাড়া নিয়েছিলেন সেনরিনা সোফিয়া। মেয়েছেলেটাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। যাবেন আপনি?'

'মেয়েছেলে?' পাল্টা প্রশ্ন করল ও।

'ফাই-ফরমাশ খাটার জন্যে তাকে সেনরিনা ঠিক করেছিলেন। দেখি জিজ্ঞাসাবাদ করে কিছু জানা যায় কি না।'

'চলুন, যাব।'

এবার গুইডো বসল সামনের সিটে। রানা-ফ্রেনজি পিছনে। অর্ধেক রাস্তা পেরিয়ে আসার পর মুখ খুলল ফ্রেনজি। 'শুধু যদি নিজেকে মিসেস রবার্ট হুইটনি বলে পরিচয় না দিতেন সেনরিনা সোফিয়া, কেসটা তাহলে আমাদের জন্যে খুব সহজ হত। আপনার বসের প্রভাব সম্পর্কে আমার কোন ভুল ধারণা নেই, সেনর মাসুদ রানা। ভদ্রলোক ইচ্ছে করলে...।' থেমে গেল লোকটা। কপাল কুঁচকে আছে। গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে হঠাৎ করেই।

বিস্মিত হল রানা। এই প্রথম সত্যি-সত্যি টের পেল ফ্র্যাঙ্কলিন

শেরম্যানের প্রভাবের বলয় কত বিস্তৃত। অন্য দেশের পুলিস অফিসারকে পর্যন্ত নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছেন ভদ্রলোক আটলান্টিকের ওপারে বসে।

বেলা ভিসটার গেটে গাড়ি রেখে ভেতরে ঢুকল ওরা। খোলা গ্যারেজে তেমনি দাঁড়িয়ে রয়েছে সোফিয়ার লিঙ্কন কনভার্টিবল। বনেটের ওপর পাতলা ধুলোর পর্দা জমেছে।

'ওটা সেনরিনার গাড়ি নিশ্চই?' রানাকে জিজ্ঞেস করল ফ্রেনজি।

'জানি না।'

'তাঁরই,' অধৈর্যভাবে বলে উঠল গুইডো। 'এটার ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছি আমি। গাড়িটা নিজের নামে কিনেছেন লা সেনরিনা রোম আসার পরদিনই।'

'হতে পারে,' বলল ও। 'আমার জানা নেই।'

আসার পরদিনই কি করে এত দামি গাড়ি কিনল সোফিয়া? কে দিল ওকে টাকা? নাকি আসার সময়ই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল? কিন্তু সম্ভাবনাটা নিজের কাছেই গ্রহণযোগ্য মনে হল না রানার। যে মানুষ মেয়েকে হাতখরচের জন্যে প্রয়োজনের চাইতেও কম টাকা দিতেন তার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে, তিনি কিছুতেই এত টাকা ক্যাশ দেননি মেয়েকে। মেয়ের জন্যে প্রয়োজন হলে যখন-তখন দশটা গাড়ি কিনে দেবার ক্ষমতা তাঁর আছে, কাজটা নিজে সম্ভব না হলেও অন্যকে দিয়ে করাতে পারতেন যে-কোন মুহূর্তে। সে সুযোগ থাকতে কেন সোফিয়ার হাতে এত টাকা দেবেন শেরম্যান? উঁহুঁ। মিলছে না।

রানাকে লাউঞ্জে বসতে বলে দোতলায় উঠে গেল ফ্রেনজি-

গুইডো। চুপ করে বসে থাকল ও। আনমনা। ঠিক চব্বিশ ঘন্টা আগে পায়ে হেঁটে এগোচ্ছিল রানা এই ভিলার দিকেই। কি বিরাট পার্থক্য সেই আসা আর এই আসায়। মিনিট দশেক পর নেমে এল লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজি। হাতে ছোট একটা চামড়ার বাক্স। গুইডো ওপরে রয়ে গেছে।

রানার সামনে সেন্টার টেবিলের ওপর সেটা রাখল গোয়েন্দা। 'এটার দায়িত্ব আপনি নিন, সেনর রানা। ইল সেনর শেরম্যানকে দেবেন দয়া করে। আমাকে একটা হাত-রসিদ দেবেন শুধু।'

'কি আছে এতে?'

ঢাকনা তুলল ফ্রেনজি। কিছু জুয়েলারি রয়েছে ভেতরে। দুটো পাথর বসানো আংটি; একটায় বড় স্যাফায়ার পাথর, অন্যটায় তিনটে ডায়মণ্ড। এছাড়া একটা ডায়মণ্ড কলার এবং একজোড়া কানের দুল। ডায়মণ্ড বসানো তাতেও। এসবের দাম সম্পর্কে রানার কোন ধারণা নেই। কিন্তু তবুও জিনিসগুলো যে খুবই দামি, সে ব্যাপারে সন্দেহ রইল না।

ওর ভাবনার প্রতিধ্বনি ঘটল ফ্রেনজির গলায়। 'এগুলো খুব মূল্যবান, সেনর। ভাগ্য ভাল যে কেউ হাতাবার সুযোগ পায়নি।'

পেয়েছিল, মনে মনে বলল রানা। বিশালদেহী লোকটার কথা ভাবল। লোকটা তাহলে চুরি করতে আসেনি। তাহলে কেন এসেছিল? কিসের আশায়? নাকি জিনিসগুলো তার চোখে পড়েনি?

'কোথায় ছিল বাক্সটা?' জিজ্ঞেস করল ও।

'ওপরের মাস্টার বেডরুমে। ড্রেসিং টেবিলের ওপর।'

'এগুলো আসল তো? আই মীন...'

'অফকোর্স জেনুইন!' ভুরু কুঁচকে তাকাল সে ওর দিকে। 'এগুলোর দাম হবে কম করেও তিন মিলিয়ন লিরা।'

পকেট থেকে পুলিস ডিপার্টমেন্টের একটা রসিদ বের করে এগিয়ে দিল ফ্রেনজি ওর দিকে। 'সই করুন, প্লীজ।'

হঠাৎ করেই শীত লেগে উঠল রানার। অস্বস্তির হিম ঠাণ্ডা একটা ধারা শিরদাঁড়া বেয়ে উঠে এল ঘাড়ের পিছনে। এখন রানা নিশ্চিত, আর যে কারণেই হোক, চুরির উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ছিল না লোকটার। তাহলে? তাহলে কিসের জন্যে এসেছিল? টেলিফোনের শব্দে চমক ভাঙল রানার।

লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজি ধরল। 'সি...সি...সি।' তারপর অনেকক্ষণ ধরে শুনল ও প্রান্তের বক্তব্য। শেষে কয়েকবার মাথা দোলাল কিছু একটা অনুমোদনের ভঙ্গিতে। তারপর একবার সংক্ষিপ্ত, 'সি,' বলেই রেখে দিল ফোন।

লেফটেন্যান্ট গুইডো নেমে এল এ সময় ওপর থেকে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কিছু একটা প্রত্যাশা নিয়ে চেয়ে থাকল সতীর্থের মুখের দিকে।

একটা সিগারেট ধরাল ফ্রেনজি অতিরিক্ত সময় ব্যয় করে। হঠাৎ করেই ভীষণ রকম গম্ভীর হয়ে গেছে মুখটা। সোফায় হেলান দিয়ে অন্যমনস্কের মত সিলিং সই করে ধোঁয়া ছুঁড়তে লাগল সে। টানা দুমিনিট পর যেন হুঁশ হল। 'সেনর,' মুখ খুলল ফ্রেনজি। 'লা সেনরিনার ময়না তদন্তের রিপোর্টটা এইমাত্র জানাল আমাকে মর্গ,' বলেই আবার ধোঁয়া গেলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে।

বুঝতে পারছে রানা, রিপোর্টে এমন কিছু জানা গেছে যা অস্বস্তিতে ফেলেছে তাকে। চোখজোড়া কেমন যেন অস্থির হয়ে

উঠেছে লোকটার। ঘন ঘন রানা আর গুইডোর ওপর দিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে।

'নতুন কি আর থাকবে তাতে,' বলল রানা। 'মিস সোফিয়া কিভাবে মারা গেছেন, সে তো আমরা জানি-ই।'

'হ্যাঁ,' চোখ বুজে মাথা চুলকাতে লাগল ফ্রেনজি। 'সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।'

'তো? বলতে চাইছেন আরও কিছু আছে রিপোর্টে যা আমাদের জানা ছিল না?'

'ঠিক ধরেছেন।' তিক্ত হাসি ফুটল তার মুখে। 'একেই বলে যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধে হয়।'

'ব্যাপারটা কি?'

'তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন লা সেনরিনা। এবং মৃত্যুর আগ মুহূর্তে কেউ তাঁর তলপেটে প্রচণ্ড আঘাত করেছিল। হতে পারে লাথি বা অন্য কোনভাবে করা হয়েছে আঘাতটা,' এমনভাবে বলছে ফ্রেনজি, যেন নিজেই নিজের ফাঁসির আদেশ ঘোষণা করছে। 'মানেটা কি হল তার? ছবি তুলতে গিয়ে নয়, লাথি খেয়ে পড়ে গিয়েছিলেন তিনি। অর্থাৎ খুন করা হয়েছে তাঁকে।'

নয়

খবর বটে একখানা! কি না, তলপেটে প্রচণ্ড আঘাত করা হয়েছে সোফিয়াকে, এবং সেই আঘাতেই ক্লিফ থেকে পড়ে মারা গেছে সে। সেই সাথে অন্তঃসত্ত্বাও ছিল মেয়েটি! যদি আজরাইল স্বয়ং সামনে এসে বলত, এই মুহূর্তে তোমার জান কবচ করব আমি, তাহলেও হয়ত এতটা চমকাত না মাসুদ রানা।

অনেকক্ষণ কথাই বলতে পারল না ও। ফ্রেনজি বা গুইডো যদি এখন ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে রানা-ই সেই মিস্টার রবার্ট হুইটনি, এবং কাল বিকেলে এসেছিল সে বেলা ভিসটায়, তাহলেই হয়েছে। সোফিয়ার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পিছনে ওর হাত নেই, ব্যাপারটা বিশ্বাস করলেও ও যে তাকে আঘাত করেনি, অর্থাৎ খুন করেনি, এটা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। শুধু ওরা কেন, কেউ-ই করবে না।

ভেতরে ভেতরে কাঁপুনি উঠে গেছে রানার। আতঙ্কিত বোধ করছে রীতিমত। কে হত্যা করল সোফিয়াকে? কি অপরাধ করেছিল সে তার কাছে? কালকের সেই বিশালদেহী লোকটি-ই কি হত্যাকারী? সোফিয়ার প্রেমিক সে? হতে পারে। কিন্তু সোফিয়া তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিল বলছে এরা, তার মানে

ব্যাপারটা এদেশে ঘটেনি। ঘটেছে আমেরিকায়।

তাহলে? ওই লোকটিও কি আমেরিকান? কিন্তু সোফিয়াকে যদি হত্যা করতেই হবে, তাহলে এদেশে কেন? কাজটা তো নিউ ইয়র্কেও করতে পারত সে। মনের মধ্যে হাজারো জিজ্ঞাসা, অথচ একটিরও উত্তর জানা নেই রানার। একটার পর একটা সিগারেট ধ্বংস করতে লাগল। নিজেকে ওর দুনিয়ার সবচেয়ে নিকৃষ্ট আহাম্মক বলে মনে হচ্ছে এখন।

সোফিয়ার রূপের মোহে আকৃষ্ট হয়ে চরম গাধামী করেছে ও, আগুপিছু চিন্তা না করেই বড্ডো বেশি জড়িয়ে ফেলেছিল নিজেকে। সেটা যদিও খুব একটা মারাত্মক কোন অপরাধ ছিল না। কিন্তু হুট করে মেয়েটির এরকম একটা আয়োজনের সাথে জড়ানোটা একেবারেই ঠিক হয়নি। ভুল হয়ে গেছে। মারাত্মক ভুল। এখন সে ভুলের মাশুল গুণতে হবে মাসুদ রানাকে।

ভিলার প্রতিটি ইঞ্চি, সামনে-পিছনের বাগান তন্ন তন্ন করে সার্চ করা হল। কিন্তু পাওয়া গেল না আর কিছু। যে মহিলাকে ভিলার কাজ কর্মের জন্যে ঠিক করেছিল সোফিয়া, আগেই তাকে খবর পাঠিয়েছিল গুইডো। একটু আগে এসেছে সে কাঁপতে কাঁপতে। রানা তাকে দেখেনি।

পাশের এক রুমে মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে এখন দুই গোয়েন্দা। তার দুর্বল গলার স্বর মাঝে মাঝেই শুনতে পাচ্ছে ও। ঝাড়া পনের মিনিট ধরে জেরা করা হল মহিলাকে। তারপর তাকে বিদেয় করে এ ঘরে এল ফ্রেনজি। সাতটা চল্লিশ বাজে তখন।

সেনরিনা সোফিয়ার মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা আছে বলে

কখনও মনে হয়েছে আপনার?' রানাকে জিজ্ঞেস করল ফ্রেনজি।

'আই টোল্ড ইউ, অফিসার। মিস সোফিয়ার সঙ্গে আমার পরিচয় মাত্র সাতদিনের। রোম অফিসের দায়িত্ব নেবার পরদিনই মিস্টার শেরম্যান আমাকে তার রোম আসার খবর দিয়ে অনুরোধ করেন আমি যেন সোফিয়াকে এয়ারপোর্টে রিসিভ করি, হোটেল একসেলশিয়রে তুলে দেই। সেই মত কাজ করি আমি। এরপর দুতিনবারই কেবল দেখা হয়েছে আমাদের। এইটুকু সময়ের মধ্যে কারও মনের কথা কি করে জানা সম্ভব? তাছাড়া এ প্রসঙ্গ এখন আসছে কেন? অটোপসি রিপোর্ট তো...'

'সরি, সেনর,' চিন্তিত ভঙ্গিতে রানার হাতে ধরা জ্বলন্ত সিগারেটটার দিকে চেয়ে আছে ফ্রেনজি। 'আমি আসলে সম্ভাবনার কথা ভাবছিলাম। বলা যায় না, পেটে আঘাতের ব্যাপারটা ডাক্তারের ভুলও হতে পারে। হয়ত আগে নয়, পড়ে গিয়েই আঘাতটা পেয়েছিলেন সেনরিনা। এবং তার কিছুক্ষণের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। হতে পারে,' বলে আপনমনে মাথা ঝাঁকাল সে। 'কি বলেন? অ্যাট লিস্ট, সম্ভাবনাটা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।'

একটু ভাবল রানা ব্যাপারটা নিয়ে। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, তা ঠিক।'

'গুইডোর ধারণা, খুব সম্ভব সেনরিনাকে ত্যাগ করেছিল তাঁর প্রেমিক। হয়ত সে দুঃখ সইতে না পেরেই আত্মহননের পথ বেছে নেন তিনি।'

'আমার মনে হয় না,' বলল রানা। 'এত সহজে আমেরিকান মেয়েরা আত্মহত্যা করে না। ওরা অনেক প্র্যাকটিক্যাল।'

‘ওখানেই সমস্যায় পড়েছি। হুইটনি ধরা না পড়া পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছি না আমরা কিছুতেই। ও ধরা পড়লেই বুঝব সব।’

গুইডো এসে বসল ফ্রেনজির পাশে। রানার দিকে চেয়ে থাকল শীতল চোখে। প্রথম থেকেই লক্ষ্য করে আসছে ও, কেন যেন সহ্য করতে পারছে না লোকটা রানাকে।

‘এই হুইটনি যে লা সেনরিনার প্রেমিক ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই,’ বলল ফ্রেনজি। ‘মেয়েলোকটার কাছে জানা গেছে, শুক্রবার দুপুরের আগেই ভিলায় আসেন সেনরিনা—একা। তাকে তিনি বলেছিলেন যে পরদিন, শনিবার, দুপুরের পর নেপলস থেকে আসছেন তাঁর স্বামী। সাড়ে তিনটের নেপলস-সরেনটো লোকালে। লা সেনরিনা এ-ও বলেছেন, তাকে রিসিভ করতে স্টেশনে যাচ্ছেন তিনি। মহিলা যেন সন্ধে সাড়ে আটটার দিকে এসে ডিনারের এঁটো বাসন-কোসন ধুয়ে দিয়ে যায়। দুপুর দুটোর দিকে মহিলা বাসায় চলে যায়। এরপর সম্ভবত এমন কিছু ঘটেছে, যে কারণে লা সেনরিনা স্টেশনে যাননি। ব্যাপারটা তাঁর ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত, দুটোই হতে পারে।’

‘কি ধরনের কিছু ঘটেছে বলে ভাবছেন?’

কাঁধ ঝাঁকাল লোকটা। ‘হতে পারে হয়ত কোন মেসেজ পেয়েছেন তিনি যে তাঁর স্বামী আসছেন না ওই ট্রেনে।’ ঝট করে উঠে দাঁড়াল অফিসার। চোখমুখের ভাব দেখে বোঝা যায় যারপর নাই বিরক্তি বোধ করছে। লাউঞ্জের এ-মাথা ও-মাথা পায়চারি করতে লাগল লোকটা। ‘আমি ভাবছি গুইডোর ধারণাই হয়ত ঠিক। স্বামী আসছেন না খবর পেয়েই হয়ত অভিমানে আত্মহত্যা করেছেন লা সেনরিনা।’

'আপনার প্রথম ধারণাটাও তো ঠিক হতে পারে,' মৃদু গলায় বলল রানা। 'হয়ত এসব কিছুই না, ছবি তুলতে গিয়েই পড়ে গেছেন মিস সোফিয়া।'

দাঁড়িয়ে পড়ল লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজি। 'হতে পারে। কিন্তু তাতে হুইটনির ধাঁধাটা মিলছে না। একে আমার চাই-ই,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল সে। 'যে-কোন মুহূর্তে রোম পৌঁছাবেন ইল সেনর শেরম্যান, নো ডাউট। তাঁকে কি জবাব দেব ভেবে পাচ্ছি না কিছুই।'

'আর যা-ই বলুন, প্রথম চোটেই মেয়ের প্রেগনেন্সির কথা জানাতে যাবেন না তাঁকে দয়া করে। ভদ্রলোক তাতে অসন্তুষ্ট হতে পারেন।'

'আমি না বললেই কি? অটোপসি রিপোর্ট বলবে। আমি আমার নিজের কথা ভাবছি, সেনর রানা। যা-তা বলে বুঝ দেয়া যাবে না সেনর শেরম্যানকে। তাঁর সামনে মুখ খুলতে হলে ফ্যাক্টস্ চাই আমার, নইলে বিপদে পড়ব। ওটাই এখন ভাবছি আমি।'

'রাত দশটায় তাঁকে ফোন করব,' বলল রানা। 'নিশ্চয়ই সবকিছু জানতে চাইবেন ভদ্রলোক। কি বলব তাঁকে?'

'ইনভেস্টিগেশনের এই পর্যায়ে যত কম বলে পারা যায় ঠিক সেটুকুই বলবেন, প্লীজ। বেশি কিছু বলা ঠিক হবে না। আর হুইটনির ব্যাপারটা উল্লেখ করার দরকার নেই। ওইভাবেই জানান, ছবি তুলতে গিয়ে...'

টেলিফোনের ঝন ঝন শব্দে থেমে গেল ফ্রেনজি। গুইডো রিসিভার তুলল। এক মুহূর্ত ও প্রান্তের বক্তব্য শুনে রানার দিকে তাকাল সে। 'আপনার ফোন, সেনর।'

এগিয়ে এসে রিসিভারটা নিল রানা। বিস্মিত হয়েছে খানিকটা। 'হ্যালো?'

লিজার গলা ভেসে এল। 'রানা, মিস্টার শেরম্যান টেলিফোন করেছিলেন এইমাত্র। কাল ভোর আটটায় রোম আসছেন তিনি,' শেষ দিকে গলা প্রায় ভেঙে গেল তার।

এক মুহূর্ত থমকাল রানা। এত দ্রুত আসবেন শেরম্যান, ভাবেনি। একটা হালকা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'ওরা আসেনি এখনও?'

'না। আসেনি।'

'কিছু জিজ্ঞেস করেছেন উনি?'

'না, দুচার কথা বলেই রেখে দিয়েছেন ফোন। বললেন, আটটায় যেন এয়ারপোর্টে উপস্থিত থাকে লারসেন।'

'ঠিক আছে,' বলল ও। 'কি আর করব। আমি থাকব এয়ারপোর্টে।'

'তারপর?'

'কিসের?'

'যদি খেপে যান শেরম্যান? এমনিতেই মনের অবস্থা ভাল নেই। তার ওপর...'

'সে আমি দেখব,' আস্থার সাথে বলল রানা।

'বেশ। তুমি রোম আসছ কখন?'

ঘড়ি দেখল রানা। আটটা। 'এখনই রওনা হব।'

'আমি কি অফিসে থাকব?'

'কোন দরকার নেই। বাসায় চলে যাও। দরকার হলে যোগাযোগ করব।'

'আচ্ছা, বেশ। তুমি ঠিক আছ তো?'

ভুরু কুঁচকে গেল রানার। 'কি?'

'কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো তোমার ওখানে?' তাড়াতাড়ি কথা ঘুরিয়ে ফেলেছে মেয়েটা, মনে হল রানার।

'হ্যাঁ, ঠিকই আছি। সো লং ফর নাউ।'

ভুরু কুঁচকে ওর দিকে চেয়ে আছে দুই লেফটেন্যান্ট।

'কাল ভোর আটটার ফ্লাইটে রোম আসছেন ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান,' আস্তে করে রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা। 'এখন তাকে সংক্ষিপ্ত বা বিস্তারিত যা-ই বলি, কাজ হবে না। উনি নিশ্চয়ই রোম থেকে কানেকটিং ফ্লাইটে নেপলস আসবেন, সে, বিফোর নুন। কাজেই, এই সময়ের মধ্যেই আপনাদের যতটা সম্ভব এগিয়ে যেতে হবে, লেফটেন্যান্ট। সবকিছু তাঁকে বিস্তারিত জানাবার জন্যে আপনার তৈরি থাকাই ভাল।'

'অল রাইট,' গুইডোর সাথে চোখাচোখি হল ফ্রেনজির। 'আশা করি তার আগেই রবার্ট হুইটনিকে ট্রেস করতে পারব আমরা।'

'তাহলে তো ভালই,' হাসির ভঙ্গি করল রানা। কিন্তু দাঁত ভ্যাঙচানোর মত হয়ে গেল।

গুইডোর দিকে ফিরল ফ্রেনজি। 'থানায় ফোন কর। চব্বিশ ঘন্টা গার্ডের ব্যবস্থা করতে হবে ভিলায়।'

তাই করল গুইডো। ফোন সেরে বলল, 'আসছে গার্ড।'

'সেনর রানা, জুয়েলারির বাক্সটার কথা ভুলে যাবেন না যেন।'

'ভুলব না।'

হঠাৎ করেই কর্ম তৎপরতা বেড়ে গেছে যেন ফ্রেনজির। ঝট করে গুইডোর দিকে ফিরল। মুখ চলতে লাগল তুফান বেগে।

'খুঁজে দেখ রবার্ট হুইটনি নামে কাউকে চেনে কি না কেউ। সরেনটোয় তাকে দেখা গেছে কি না। আমেরিকান ট্যুরিস্টদের ব্যাপারে বিশেষ খোঁজখবর করবে, বিশেষ করে যারা একা ছিল গতকাল, তাদের ব্যাপারে। রেল স্টেশনে আমি খোঁজ নেব। তুমি সব হোটেল-রেস্তোরাঁ-কাফে, আর...ট্যাক্সি ড্রাইভারদেরও জিজ্ঞেস করবে। নেপলস থেকে তারা কাল বিদেশী কাউকে এনেছে কি না এখানে, বা নেপলস নিয়ে গেছে কি না। আর হ্যাঁ, অপারেটরকেও জিজ্ঞেস করতে হবে, কেউ টেলিফোন করেছিল কি না কাল বেলা ভিসটায়, সন্ধের আগে। তাছাড়া সরেনটো আমালফি রোডে...'

এখন আর ফ্রেনজির একটা কথাও কানে ঢুকছে না রানার। চিন্তিত হয়ে পড়েছে ও। টের পাচ্ছে সময় আর বেশি নেই। যে-ভাবে বলছে লোকটা সে-ভাবে যদি খোঁজা হয়, নির্ঘাত ধরা পড়ে যাবে। ধড়া পড়তেই হবে ওকে।

রানা সতর্ক হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেটা সোফিয়া মৃত, এটা জানার পরই। আগে নয়। নিশ্চয়ই অনেকেই ওর চেহারা দেখে রেখেছে কাল। বিশেষ করে যে-কাফেতে প্রায় ঘন্টাখানেক সময় কাটিয়েছে ও, টেলিফোন করেছে ভিলায়। সরেনটো থেকে হেঁটে আসার পথেও অসংখ্য মানুষ ওকে দেখেছে। দেখেছে নিঃসঙ্গ এক ট্যুরিস্টকে, একমনে হেঁটে চলেছে আমালফির দিকে।

ঘেমে উঠেছে রানা। অন্ধকার দেখছে চোখে।

দশ

ব্যারিয়ারের সাথে হেলান দিয়ে রোমের নামকরা ইংরেজি দৈনিক 'ডেইলি স্পোকসম্যান'-এর পাতায় চোখ বোলাচ্ছে মাসুদ রানা। সবগুলো পাতা তন্ন তন্ন করে খুঁজছে কোথাও সোফিয়া শেরম্যানের মৃত্যু সম্পর্কে কিছু লিখেছে কি না। কিন্তু না, পাওয়া গেল না খবরটা। খানিকটা আশ্বস্ত হল ও। পত্রিকাটা ভাঁজ করে কোটের সাইড পকেটে পুরল।

আশপাশে প্রচুর মানুষ, নিউ ইয়র্ক-রোম প্যান অ্যাম ফ্লাইটের অপেক্ষায় আছে। এখনও পাঁচ মিনিট দেরি আছে ওটা ল্যাণ্ড করতে। ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান আসছেন ওই বিমানে। রানা এসেছে তাঁকে রিসিভ করতে। একটু অস্বস্তিতে আছে ও লারসেনের ব্যাপারটা ভদ্রলোক কিভাবে নেবেন ভেবে। একে মেয়ের শোক, তারওপর ওর অনুপস্থিতি। রানা তাঁকে যতই বোঝাবার চেষ্টা করুক, খুব একটা কাজ হবে বলে মনে হয় না।

নারীকণ্ঠের একটা অ্যানাউন্সমেন্ট কানে যেতে সচকিত হল মাসুদ রানা। প্যান অ্যামের নিউ ইয়র্ক-রোম ফ্লাইট পাঁচ মিনিটের মধ্যে ল্যাণ্ড করবে বলে ঘোষণা করা হচ্ছে। পর পর তিনবার ঘোষণা করে থেমে গেল স্পীকার। প্রায় সাথে সাথেই পুব আকাশে

দেখা দিল বিমানটি, ভোরের কচি রোদে চিক চিক করছে অ্যালুমিনিয়ামের ফিউজিলাজ।

ঘুরে বিমানবন্দরের পশ্চিম প্রান্তে ল্যাণ্ড করল ওটা। অনেকখানি জায়গা নিয়ে চক্কর দিয়ে ধীরে ধীরে থেমে দাঁড়াল এসে ব্যারিয়ারের সামনে। দেখামাত্রই চিনল রানা ভদ্রলোককে। বুঝতে অসুবিধে হয় না, প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান। ছয় ফুটের বেশি লম্বা। সাংঘাতিক মোটা, ঠিক যেন একটা ড্রাম। বয়স ষাটের কাছাকাছি।

চেহারা অবিকল বেনিটো মুসোলিনির। বর্তমান মুখভঙ্গিটাও তেমনি নির্দয় গোঁয়ারের মত—যেন সবাইকে এক হাত দেখিয়ে দেবার জন্যে মুখিয়ে আছেন। হাতে মাঝারি আকারের একটা ব্রিফকেস। দীর্ঘ পায়ে হেলেদুলে এগিয়ে আসছেন ব্যারিয়ারের দিকে।

ভদ্রলোকের উপস্থিতিটাই যেন কেমন। আশপাশের সবাইকে তাঁর সামনে ভীষণরকম ম্লান মনে হয়। এই লোকের ছবিই কাল ওকে দেখিয়েছে লিজা। ব্যারিয়ার পেরিয়ে এসে বাঘের চোখে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান, পিটার লারসেনকে খুঁজছেন।

সামনে এসে দাঁড়াল মাসুদ রানা। 'মিস্টার শেরম্যান?'

'ইয়েস?' চোখ কুঁচকে ওর দিকে তাকালেন তিনি। প্রকাণ্ড মুখটা টকটকে লাল হয়ে উঠেছে গরমে, ঘামে জবজব করছে।

'আমি মাসুদ রানা,' মুখটা অতিরিক্ত গম্ভীর করে রেখেছে ও,যাতে ধমক-ধামক মারার আগে ভাবনা-চিন্তা করে নেন ভদ্রলোক। 'আপনাকে নিতে এসেছি আমি।'

'কেন? লারসেন কোথায়? আমার আসার খবর পায়নি?'

'পেয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে আটকা আছে সে, তাই আসতে পারেনি।'

রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত কয়েকবার চোখ বোলালেন শেরম্যান। 'আই সী! কোথায় আছে সে?'

যেন শুনতে পায়নি রানা, এমনভাবে বলল, 'আসুন, প্লীজ। গাড়ি নিয়ে এসেছি আমি আপনার জন্যে। যেতে যেতে কথা বলব।'

'কিন্তু আপনি কেন...'

'আমি লারসেনের বন্ধু,' ব্রিফকেসটা তাঁর হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিল রানা। তারপর দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল। হঠাৎ করেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও, দাপটের মানুষ শেরম্যান, তাঁর সাথে পাল্টা দাপট দেখাতে হবে। নইলে রানা যেভাবে চাইছে সেভাবে ওর বশে থাকবেন না ভদ্রলোক। 'সঙ্গে আর কোন লাগেজ আছে?'

'না।' দ্রুত পায়ে ওর পাশে পৌঁছে গেলেন শেরম্যান। ঘন ঘন চাইছেন মুখের দিকে। না তাকিয়েও বুঝতে পারছে রানা, কৌতূহলী করে তুলতে পেরেছে ও তাঁকে।

'সরেনটো পুলিস আপনার সাথে সন্ধে সাতটায় বসবে। রোম ইন্টারকন্টিনেন্টালে স্যুইট বুক করে রেখেছি আমি আপনার জন্যে। সরেনটোতেও হোটেল বুক করেছি। তিনটের ফ্লাইটে নেপলস যাচ্ছি আমি আর আপনি।'

গাড়ির দরজা মেলে ধরল রানা ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যানের জন্যে। তিনি উঠে বসতে ব্রিফকেসটা পিছনের সিটে রেখে সে-ও উঠল।

পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে এসে তুমুল গতিতে গাড়ি ছোটাল শহরের দিকে।

'আপনি যাচ্ছেন...আমার সাথে? কেন, লারসেন যাবে না?' ভুরু কুঁচকে গেছে মুসোলিনির। গলার স্বরে রাগ রাগ ভাব। কিন্তু বেশি চোটপাট দেখাতে সম্ভবত ভরসা পাচ্ছেন না। রানার ভাব-ভঙ্গি কথাবার্তা দ্বিধায় ফেলে দিয়েছে তাঁকে।

'না। এ মুহূর্তে রোমের বাইরে আছে লারসেন। হানিমুন করতে গেছে।'

'হোয়াট!' ঘুরে বসলেন শেরম্যান। 'ফর গড'স সেক, কি বলছেন এসব আপনি? কাল আমাকে টেলেক্স করেছে ও, আর...'

তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিল রানা। 'ও নয়, আমিই করেছি টেলেক্স।'

থমকে গেলেন তিনি। কিছুক্ষণ একভাবে চেয়ে থাকলেন রানার মুখের দিকে। তারপর থমথমে গলায় বললেন, 'এসবের কি অর্থ?'

পুরো ব্যাপারটা খুলে বলতে পাঁচ মিনিট সময় লাগল রানার। শুনে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকলেন ভদ্রলোক, নড়াচড়া করতেও ভুলে গেছেন। বিশ্বাস করবেন কি করবেন না ভেবে পাচ্ছেন না সম্ভবত। অভিজ্ঞতাটা যেমন অভিনব তেমনি অভাবনীয়ও বটে, যা ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যানের মত ইস্পাতদৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী মানুষকে পর্যন্ত হতবাক করে দিয়েছে। চোখমুখ কুঁচকে রানার দিকে চেয়ে থাকলেন তিনি অনেকক্ষণ।

খবরটা হজম করার জন্যে তাঁকে কিছুটা সময় দিয়ে আবার মুখ খুলল রানা, 'টেলিফোনে সেদিনও আমার সাথেই কথা

বলেছেন আপনি। পরদিন সোফিয়াকে এয়ারপোর্টে রিসিভ করি আমি, আপনার কথামত হোটেল একসেলশিয়রে তুলে দেই। মাত্র একদিনই হোটেলে ছিল সে, পরদিন ভায়া ক্যাভোরে একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়ে চলে যায় কাউকে কিছু না জানিয়েই। মৃত্যুর আগে তিন কি চারবার তার সাথে দেখা হয়েছে আমার।'

থামল মাসুদ রানা। আশা করছে কিছু বলবেন শেরম্যান। কিন্তু সেরকম কোন লক্ষণ দেখা গেল না। 'গতকাল সরেনটো গিয়েছিলাম সোফিয়ার ডেডবডি আইডেন্টিফাই করার জন্যে। আমি দুঃখিত, মিস্টার শেরম্যান।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।' গলার স্বরে বিন্দুমাত্র রাগের আভাস নেই তাঁর। একেবারে খুশি মনে না হলেও বাস্তব সত্যকে মেনে নিতে পারছেন বলে মনে হল রানার। ব্যাপারটা এত সহজে মিটে যাবে ভাবেনি ও।

'পুলিস আপনাকে অ্যালাউ করল কেন আইডেন্টিফিকেশনের ব্যাপারে?'

'ওরা জানে আমিও নিউ ইয়র্ক ভিশনের রিপোর্টার। লারসেনের রিলিভার হিসেবে কাজ করছি।'

'আচ্ছা!'

'সোফিয়ার পরিচয় কনফার্ম হবার পর লারসেনের বাসায় ফোন করে পুলিস। ওকে না পেয়ে ওর পি. এ.-কে জানায় তারা মৃত্যু সংবাদ,' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'সিচুয়েশন ফেস করা ছাড়া উপায় ছিল না আমার। সে সময় লারসেনের প্রসঙ্গ তুললে অনর্থক সময় নষ্ট হত, ময়না তদন্ত পিছিয়ে যেত। তাই নিজেকে ওর রিলিভার পরিচয় দিয়েছি আমি বাধ্য হয়ে। সোফিয়াকে না চিনলে

হয়ত এ কাজ করতাম না।'

'হুঁম!' ব্যাখ্যাটা মনে হল পছন্দ হয়েছে তাঁর। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। আনমনা।

'আইডেন্টিফিকেশনের পর আপনাকে টেলেক্স করতে বলি আমি লিজাকে।'

'অটোপসি হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'মৃত্যুর কারণ কি বলা হয়েছে রিপোর্টে?'

'ক্লিফ থেকে পড়ে মারা গেছে।' গতি কমিয়ে বাঁয়ে বাঁক নিল মাসুদ রানা।

'কি করে পড়ল জানা গেছে?'

'পুলিসের ধারণা ছবি তোলার সময় অসাবধানে ঘটেছে ব্যাপারটা।' জিজ্ঞেস করলে প্রথমে শুধু এটুকুই বলতে অনুরোধ করেছে ওকে ফ্রেনজি। বাকি যা বলার সে বলবে।

'আপনার নাম কি বললেন যেন? আই ফরগট।'

'মাসুদ রানা।'

চোখ কুঁচকে কয়েক মুহূর্ত ওর দিকে চেয়ে থাকলেন ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান। প্রায় বিড় বিড় করে বললেন, 'নামটা খুব পরিচিত মনে হচ্ছে। কি করেন আপনি?'

'ব্যবসা করি।' আবার বাঁয়ে টার্ন নিল রানা। আর একশো গজ এগোলেই হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল।

'কি ধরনের? আই মীন, কি ব্যবসা, বলতে আপত্তি আছে?' একটা চুরুট ধরালেন ভদ্রলোক।

'একটা ছোটখাট ইনভেস্টিগেটিঙ ফার্ম আছে আমার।' গেট

দিয়ে হোটেল কম্পাউণ্ডে ঢুকে পড়ল কালো বুইক। পোর্চের নিচে এসে থামল রানা। পাশে তাকাল। এখনও চেয়ে আছেন শেরম্যান। 'রানা এজেন্সি,' মৃদু গলায় বলল ও।

মুহূর্তে থতমত খাওয়া চেহারা হল তাঁর। চুরুট টানা ভুলে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকলেন রানার দিকে। হতভম্ব শেরম্যানকে কোন মন্তব্য করার সুযোগ দিল না ও। চট করে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। ব্রিফকেসটা নিয়ে গাড়ির চাবি পোর্টারের হাতে তুলে দিল রানা। 'চলুন,' বলে পা বাড়াতে যাবে, এমন সময় আচমকা সচকিত হলেন তিনি।

হাঁ-হাঁ করে উঠলেন। 'ওটা আমাকে দিন, ওটা আমাকে দিন।' ব্রিফকেসটা নেবার জন্যে প্রায় কাড়াকাড়ি শুরু করে দিলেন।

'কোন অসুবিধে নেই,' শান্ত গলায় বলল মাসুদ রানা। 'থাকুক আমার কাছে।'

রিসেপশন ডেস্ক থেকে ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যানের নামে বুক করে রাখা লাগজারি স্যুইটের চাবি নিল রানা। একটা কার্ড এগিয়ে দিল ক্লার্ক, সশ্রদ্ধ চোখে চেয়ে আছে শেরম্যানের বিশাল বপুর দিকে। 'এখানে সই করুন, প্লীজ, সেনর।'

এলিভেটরে চড়ে বারো তলায় উঠে এল ওরা। ভেতরে ঢুকল না রানা। দরজা খুলে ব্রিফকেসটা বাড়িয়ে দিল ভদ্রলোকের দিকে। 'আপনি বিশ্রাম করুন। আড়াইটায় আপনাকে তুলে নিতে আসব আমি।'

'আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব,' আমতা আমতা করতে লাগলেন তিনি। 'অনেক কষ্ট করলেন।'

হাসি পেল রানার। প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী, বদরাগি মানুষটিকে

এত সহজে ম্যানেজ করতে পারবে কল্পনাই করেনি। 'না না, এ আর এমন কি। আর আমি লারসেনের বন্ধু, আমার সাথে ফর্মাল হবার কোন দরকার নেই।' ঘুরে দাঁড়াল রানা। 'সী ইউ অ্যাট টু থার্টি।' লম্বা, মাপা পায়ে এলিভেটরের দিকে এগিয়ে চলল। পিছন থেকে যতক্ষণ দেখা যায় একভাবে ওর দিকে চেয়ে থাকলেন ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান।

তিনটের ফ্লাইটে নেপলস এল ওরা। ভিসুভিয়াস হোটেলে শেরম্যানকে তুলে দিল রানা। নিজে উঠল হোটেল মারস ইন্টারন্যাশনালে। সাড়ে ছটার দিকে টেলিফোনে লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজিকে ভিসুভিয়াস হোটেলে আসতে বলে বেরিয়ে পড়ল রানা।

বিলাসবহুল স্যুইটের লাউঞ্জে বসে চুরুট টানছেন ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান। নেপলস আসার পথে প্লেনে দীর্ঘ আলাপ হয়েছে তাঁর রানার সাথে। লারসেনের ব্যাপারে মনের মধ্যে যেটুকু ক্ষোভ জমেছিল, প্লেন নেপলস্-এর মাটি স্পর্শ করার আগেই গায়েব হয়ে গেছে তা পুরোপুরি। রানার সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব যেন জাদু করেছে শেরম্যানকে। ওর অপেক্ষাতেই ছিলেন তিনি।

খুশি হয়ে উঠলেন রানাকে দেখে। 'কাম ইন, রানা।'

ভেতরে পা রেখেই দাঁড়িয়ে পড়ল ও। শেরম্যানের সামনের সোফায় বসে আছে অল্পবয়সী এক সুন্দরী। শুধু সুন্দরী-ই নয়, একেবারে চোস্ত সুন্দরী। বসার ভঙ্গিতে ফুটে আছে রূপের অহঙ্কার। পরনে টাইট ফিট আকাশী-নীল সিল্কের পোশাক, পায়ে সাদা হীল। মাথায় ছোট একটা কালো হ্যাট, মাঝারি আকারের তিনটে ডায়মণ্ড বসানো আছে তাতে।

'রানা, মীট মাই ওয়াইফ। প্যামেলা।' স্ত্রীর দিকে ফিরলেন তিনি। লক্ষ্য করল রানা, পলকে বদলে গেছে শেরম্যানের চেহারা। হাসি হাসি মুখটা কঠোর হয়ে উঠেছে কেন যেন। 'প্যামেলা, এ মাসুদ রানা। পত্রিকার রোম ব্যুরো চীফ।' কথাগুলো প্রায় ঠাসঠোস ভঙ্গিতে বললেন তিনি।

সসম্মানে নড করল রানা প্যামেলাকে। মনে মনে ভাবল, ব্যাপার কি? স্ত্রীর কাছে ওর মিথ্যে পরিচয় কেন দিলেন ভদ্রলোক?

'রোমেই ছিল ও,' কোন অদৃশ্য সুইচ টিপে হাসিটা ঠোঁটে ফিরিয়ে আনলেন তিনি। 'শপিং করতে এসেছিল সপ্তাখানেক আগে। তোমার পি.এ.-র কাছে খবর পেয়ে চলে এসেছে।'

'বড় দুঃখজনক মৃত্যু,' বলল প্যামেলা। সরাসরি রানার দিকে চেয়ে আছে। 'কি বলেন?'

কেন যেন চাউনিটা পছন্দ হল না রানার। 'ঠিক,' বলল ও। এ পাশের একটা সিঙ্গেল সোফায় বসে পড়ল। এই মেয়েই তাহলে ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যানের লেটেস্ট বউ, সোফিয়ার দুবছরের ছোট!

'ওরা এসে পড়বে এখনই,' শেরম্যানের উদ্দেশে বলল রানা।

মাথা দোলালেন তিনি। ঘন ঘন টান দিতে লাগলেন চুরুটে। ঠিক সাতটায় নক হল দরজায়। রানাই উঠে গিয়ে ভেতরে নিয়ে এল লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজি এবং গুইডোকে। পরিচয় পর্ব সমাধা হল খুবই সংক্ষেপে। এরপর অফিসারদের বসার জন্যে শেরম্যানের সামনের সোফাটা ছেড়ে উঠে গেল প্যামেলা।

রাস্তার দিকের জানালা ঘেঁষা একটা রকিং চেয়ারে কাত হয়ে বসল সে পায়ের ওপর পা তুলে। তার সুন্দর হাঁটুর ওপর ঘন ঘন নজর যাচ্ছে আগন্তুক দুজনের। খেয়াল করছে রানা, দুই গোয়েন্দা

ঢুকতেই হঠাৎ করে যেন পাল্টে গেছে ঘরের পরিবেশ। কেমন একটা টান টান ভাব, ঝড়ের আগে যেমন আচমকা থেমে যায় বাতাস, অনেকটা তেমনি।

অনেক গম্ভীর হয়ে গেছেন ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান। স্থির চোখে দেখছেন ফ্রেনজিকে। সকালে এয়ারপোর্টে শেরম্যানের যেমন চেহারা দেখেছিল রানা। এ সেই চেহারা। তাঁর তাকানোর ভঙ্গিটা অস্বস্তিতে ফেলে দিল অফিসারকে, উসখুস করতে লাগল লোকটা।

'ওকে,' খ্যাঁক করে উঠলেন তিনি। 'লেট'স হ্যাভ দ্য ফ্যাক্টস।'

'ব্যাপারটা আপনার জন্যে পেইনফুল হবে, সেনর শেরম্যান,' শান্ত গলায় বলল ফ্রেনজি। 'তবুও যখন জানতে চাইছেন, জানাব আমি।'

আধপোড়া চুরুটটা কামড়ে ধরে মূর্তির মত বসে আছেন বিশালদেহী মুসোলিনি। নীলচে ধোঁয়া পাক খেয়ে উঠে যাচ্ছে তাঁর কঠিন মুখের একপাশ ছুঁয়ে। থলথলে লোমশ হাত দুটো কোলের ওপর ভাঁজ হয়ে নেতিয়ে পড়ে আছে। দৃষ্টি স্থির।

'থ্যাঙ্ক ইউ,' বললেন তিনি। 'ব্যথা সামলাবার সামর্থ্য আছে আমার। আপনি বলে যান।'

'ছয় দিন আগে,' থেমে থেমে, সময় নিয়ে বলতে শুরু করল গোয়েন্দা। 'আপনার মেয়ে, লা সেনরিনা সোফিয়া, বিমানে করে নেপলস আসেন প্রথমবার। সেখান থেকে লোকাল ট্রেনে সরেনটো আসেন এক ভিলার এস্টেট এজেন্টের সাথে দেখা করার জন্যে,' এমনভাবে বলছে ফ্রেনজি, রানার মনে হল যেন মুখস্থ বক্তৃতা। বহুবার মহড়া দিয়ে নিয়েছে। 'নিজেকে তিনি মিসেস রবার্ট

হুইটনি নামে পরিচয় দেন এস্টেট এজেন্টকে। বলেছেন আমেরিকান এক ব্যবসায়ী, মিস্টার রবার্ট হুইটনির স্ত্রী তিনি।'

দ্রুত শেরম্যানের মুখের ওপর নজর বোলাল রানা। তেমনি বসে আছেন মানুষটি, নড়েননি একচুল। শুধু মুখের চুরুটটা সামান্য খাটো হয়েছে, লম্বা হয়েছে পোড়া অংশ। প্যামেলার দিকে তাকাল ও। জানালা দিয়ে রাস্তা দেখছে। ফ্রেনজির কথা শুনছে বলে মনে হয় না।

'এজেন্টকে ট্যুরিস্ট গাইডে উল্লেখ করা বিশেষ একটা ভিলার নাম জানান লা সেনরিনা,' বলে চলল ফ্রেনজি পরিষ্কার, ঝরঝরে ইংরেজিতে। 'ভিলাটার নাম বেলা ভিসটা। একটা ক্লিফের ওপরে। জায়গাটা নিরিবিলি বলে ওটা খুব পছন্দ হয়েছিল তাঁর। জানান, প্রথমে তিনদিনের জন্যে ভাড়া নেবেন ভিলাটা। পরে যদি স্বামীর পছন্দ হয়, তাহলে আজ থেকে, অর্থাৎ সোমবার থেকে আরও এক মাসের জন্যে নেবেন ওটা। পয়সা যা লাগে দিতে আপত্তি নেই তাঁর। পরে ব্যাপারটা ফয়সালা হলে লা সেনরিনা এজেন্টকে একজন কাজের মেয়ে যোগাড় করে দেবার অনুরোধ করেন। সেই মত এজেন্ট কাছের গ্রাম থেকে এক বয়স্ক মহিলাকে নিয়ে এসে তাঁর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। মহিলাকে পছন্দ হয় সেনরিনার। তাকে শুক্রবার বারোটার দিকে ভিলায় আসতে বলে রোম ফিরে আসেন তিনি। পরেরবার, শুক্রবার, সাড়ে এগারটা থেকে বারোটার মধ্যে বেলা ভিসটায় পৌঁছান লা সেনরিনা। রোম থেকে সরাসরি গাড়ি নিয়ে আসেন তিনি, একটা লিঙ্কন কনভার্টিবল। নিজেই ড্রাইভ করে এসেছেন।'

'গাড়িটা কার নামে রেজিস্ট্রি করা?' বললেন শেরম্যান।

'লা সেনরিনার নিজের নামে।'

চুরুটের ছাই ঝাড়লেন ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান। 'বলে যান।'

'কথায় কথায় মহিলাকে তিনি বলেছিলেন যে শনিবার সাড়ে তিনটের লোকালে তাঁর স্বামী আসবেন নেপলস থেকে। এজেন্টের কাছে স্বামীকে তিনি ব্যবসায়ী বলে পরিচয় দিলেও তাকে বলেছেন যে, তাঁর স্বামী নাকি খবরের কাগজে চাকরি করেন, সাংবাদিক।'

ধড়াশ করে লাফিয়ে উঠল রানার কলজেটা। পলকে মুখের রক্ত সরে গিয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল চেহারা। ফ্রেনজি তাকিয়েছিল কি না জানে না, কিন্তু গুইডো ওর চোখে চোখে চেয়ে ছিল, পরিবর্তনটা পরিষ্কার দেখে ফেলেছে সে। ঠোঁট সামান্য বেঁকে গেল লোকটার, মনে হল যেন হাসছে। প্রচণ্ড মানসিক শক্তি খরচ করে নিজেকে সামলাল রানা। শেরম্যান ব্যাপারটা লক্ষ্য করছেন কি না ভেবে শঙ্কিত হয়ে পড়ল।

'তবে এটা বোঝা গেছে,' বলছে ফ্রেনজি, 'তাঁর স্বামী, রবার্ট হুইটনিকে খুব বেশি ভালবাসতেন লা সেনরিনা।'

এই প্রথম সামান্য একটু প্রতিক্রিয়া দেখা গেল শেরম্যানের মধ্যে। দুহাত মুঠো করে ধরে থাকলেন তিনি কয়েক সেকেণ্ড। তারপর ঢিল দিলেন পেশীতে। আরেকবার ছাই ঝেড়ে হেলান দিয়ে বসলেন।

'তারপর?'

'শনিবার সকাল সাড়ে আটটার দিকে বেলা ভিসটায় যায় সেই মহিলা। লা সেনরিনার নাশতার এঁটো কাটলারিজ ধোয়া মোছা করে। তারপর ভিলা ঝাঁট দেয়। তাকে সেনরিনা জানান, দুপুরে স্টেশনে যাচ্ছেন তিনি মিস্টার রবার্ট হুইটনিকে রিসিভ করতে। সে

যেন সন্ধে সাড়ে আটটার দিকে একবার এসে ডিনারের বাসন-কোসন ধুয়ে দিয়ে যায়। দুটোর দিকে তখনকার মত কাজ শেষ করে ফিরে আসে মহিলা। সে সময় লাউঞ্জের ফুলদানিতে ফুল সাজাচ্ছিলেন লা সেনরিনা। আমরা যতদূর জানতে পেরেছি ওর পর আর কেউ তাঁকে জীবিত দেখেনি।'

নড়েচড়ে বসল প্যামেলা শেরম্যান। ওপরের পা নিচে, নিচের পা-টা ওপরে তুলে আগের মতই কাত হয়ে বসল। তবে এবার উল্টোদিকে। তার সুন্দর চোখ দুটো সরাসরি রানার মুখের ওপর সেঁটে আছে। ভাব দেখে মনে হল চিন্তিত। চেয়ে আছে, কিন্তু দেখছে না ওকে।

'তখন থেকে সন্ধে সোয়া আটটা পর্যন্ত, এই সময়টা, নিয়ারলি অ্যাবাউট সিক্স অ্যাণ্ড আ কোয়ার্টার আওয়ারস্, কি করছিলেন লা সেনরিনা, সম্ভবত কোনদিনই জানতে পারব না আমরা।'

চাউনি সরু হয়ে এল শেরম্যানের। 'সোয়া আটটা? কেন?'

'ওই সময়ই মারা গেছেন লা সেনরিনা,' বলল ফ্রেনজি। 'কোন সন্দেহ নেই তাতে। হাতঘড়ি হাতেই ছিল তাঁর, পতনের ফলে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। ঠিক আটটা পনেরয় থেমে আছে কাঁটা দুটো।'

লোহার মত শক্ত হয়ে গেল রানার পেশী। সেই সাথে বিপদ সঙ্কেত বেজে উঠল মনের ভেতর। এ আরেকটা খবর! ঠিক ওই সময়ই ক্লিফে ছিল রানা, খুঁজে ফিরছিল সোফিয়াকে। ধরা পড়লে কাউকেই বিশ্বাস করাতে পারবে না ও যে বেলা ভিসটায় সে ছিল ঠিকই তখন, কিন্তু সোফিয়ার মৃত্যুর ব্যাপারে তার হাত নেই।

'আপনার মেয়ের মৃত্যুটা একটা নিছক দুর্ঘটনা,' ফ্রেনজি বলে

চলেছে, 'কথাটা বলতে পারলে খুব স্বস্তি পেতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য, পারছি না।'

মুখ থেকে চুরুটটা হাতে নিলেন শেরম্যান। আলতো করে নামিয়ে রাখলেন সামনের সুদৃশ্য পাথরের অ্যাশট্রের ওপর। 'না পারার কারণ?'

'এর ভেতরে আরও অনেক জটিলতা আছে, সেনর। অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর পেতে হবে আমাকে। পরিষ্কার উত্তরটা দিতে পারব তার পর। আগে নয়। তারপরও আমি মনে করি তিনভাবে মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে লা সেনরিনার।'

'বলে যান,' চুরুটটা তুলে নিয়ে ছোট ছোট দুটো চুমুক দিলেন তিনি। আবার রাখলেন ওটা অ্যাশট্রেতে।

রানার ওপর থেকে দৃষ্টি সরে গেল প্যামেলার। মাথাটা সামান্য কাত করে শ্রবণেন্দ্রিয়কে পুরোপুরি সজাগ, সতর্ক করে তুলল সে। যাতে একটা অক্ষরও শুনতে ভুল না হয়।

'মৃত্যুর আগে ক্লিফ হেডে দাঁড়িয়ে নিজের সিনে ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলছিলেন তিনি। মৃতদেহের কাছেই ওটা খুঁজে পেয়েছি আমরা। মনে হয় ক্লিফের একেবারে কিনারায় ছিলেন তিনি তখন। সবাই জানে, ক্যামেরার ভিউ ফাইণ্ডারে চোখ রাখলে স্বভাবতই দৃষ্টি বিভ্রান্ত হয়। হয়ত ওরকম কোন অসতর্ক মুহূর্তে পা ফসকে পড়ে গেছেন সেনরিনা,' বলে কাঁধ ঝাঁকাল ফ্রেনজি। 'এই গেল একটা সম্ভাবনা।'

'ইয়েস ইয়েস,' অসহিষ্ণুর মত বললেন শেরম্যান। 'নেক্সট?'

'অথবা কেউ ফেলে দিয়েছে তাঁকে ধাক্কা দিয়ে।'

'হোয়াট!'

'ইয়েস, সেনর। আ'য়্যাম সরি। অটোপসি রিপোর্ট বলছে, মৃত্যুর আগে যে ভাবেই হোক তলপেটে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলেন তিনি। সম্ভবত লাথি বা ওই ধরনের কিছু হবে।'

চেহারাটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যানের। সামনে ঝুঁকে চোখ-মুখ কুঁচকে অপলক চেয়ে আছেন ফ্রেনজির দিকে। ভাব দেখে মনে হল যে-কোন মুহূর্তে প্রচণ্ড দাবড়ি মেরে বসবেন লোকটাকে। ওই অবস্থায় কেটে গেল ঝাড়া দুমিনিট। নীরবে। কথা বলতে সাহস পাচ্ছে না কেউ। ভদ্রলোকের কড়া চাউনি সহ্য করতে না পেরে অনেক আগেই নিজের হাতের তালু পরীক্ষা করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ভিটেলা ফ্রেনজি। গুইডো জানালা দিয়ে আকাশ দেখছে।

একসময় সচেতন হলেন শেরম্যান। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়লেন। 'তৃতীয় সম্ভাবনার কথাটা?' খানিকটা নরম সুরে উচ্চারণ করলেন তিনি।

'আত্মহত্যা করে থাকতে পারেন লা সেনরিনা,' ভয়ে ভয়ে বলল ফ্রেনজি।

'কেন আত্মহত্যা করবে সোফিয়া?'

গলা যথাসম্ভব নিচু করে বলল অফিসার, 'তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন তিনি।'

হাজার চেষ্টা করেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত কথাই বলতে পারলেন না ভদ্রলোক। কয়েকবার মুখ খুলেও বুজে ফেলতে বাধ্য হলেন কি বলবেন ভেবে না পেয়ে।

'ওহ্, ডার্লিং!' হঠাৎ ককিয়ে উঠল প্যামেলা, যেন কেঁদে ফেলবে এখনই। 'আমাদের সোফিয়া...আই কান্ট বিলিভ দ্যাট...'

'শাটা-আ--প!' ঘরদোর কাঁপিয়ে হুঙ্কার ছাড়লেন শেরম্যান। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বোকা বনে গেল মাসুদ রানা। এমন ভয়ঙ্কর রেগে গেছেন যে ওরা ঘরে না থাকলে হয়ত এই মুহূর্তে গলা টিপে শেষ করে ফেলতেন মেয়েটিকে। 'মুখ সামলে কথা বল!'

ঝট করে ফ্রেনজির দিকে ফিরলেন তিনি সবার কলজে হিম করে দিয়ে। বুঝতে কারও অসুবিধে হল না, মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে রীতিমত সংগ্রাম করছেন তিনি নিজের সাথে। ওদিকে মনে হল ধমক খেয়ে লজ্জা পেয়ে গেছে প্যামেলা। চোখ নামিয়ে নিয়েছে।

থমথমে গলায় বললেন শেরম্যান। 'ডাক্তার বলেছে এ কথা?'

'জ্বি, সেনর। আমার কাছে অটোপসি রিপোর্টের কপি আছে। চাইলে দেখতে পারেন।'

'প্রেগনেন্ট! সোফিয়া?' আশ্চর্য দ্রুততার সাথে উঠে দাঁড়ালেন তিনি বিশাল ধড়টা নিয়ে। দ্রুত পায়চারি করতে লাগলেন ওদের চারদিকে। ধাক্কাটা এতই জোরাল যে স্থির রাখতে পারছেন না নিজেকে। মানুষটিকে এ মুহূর্তে বড্ডো অসহায় লাগছে রানার, একেবারে শিশুর মত অসহায়। যেন এ শেরম্যান সে শেরম্যান নয়।

সুস্থির হতে প্রচুর সময় লাগল তাঁর। ফিরে এসে বসে পড়লেন আগের জায়গায়। চুরুটটা নিভে গেছে। ওটা ফেলে আরেকটা ধরালেন। দীর্ঘ পাঁচ মিনিট পর আবার যখন মুখ খুললেন, দুই গোয়েন্দার সাথে রানারও ভুল ভাঙল। আগের সেই দাপটের মানুষটির-ই গলা এটা।

'ও আত্মহত্যা করেনি, অফিসার,' বললেন তিনি। 'আমার

মেয়ে আত্মহত্যা করতে পারে না। সাধারণ মেয়েদের চাইতে অনেক শক্ত মনের মেয়ে ছিল ও।'

'জ্বি, সেনর।' নির্দ্বিধায় সিদ্ধান্তটা মেনে নিল ফ্রেনজি। বুঝতে পেরেছে কথা বাড়ালেই বিপদ বাড়বে।

আবার উঠলেন শেরম্যান।

অস্থির পায়ে ঘরময় হেঁটে বেড়াচ্ছেন। দাঁতে কামড়ে ধরে আছেন চুরুট। দুহাত পকেটে। স্থায়ীভাবে কুঁচকে আছে চোখমুখ। অস্বস্তিকর আরও কয়েকটা মিনিট নীরবে কেটে গেল। এক সময় থামলেন তিনি, জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'লোকটা কে, হুইটনি?'

'আমরা জানি না, সেনর,' বলল ফ্রেনজি। 'খোঁজ-খবর নিয়ে যতদূর জানতে পেরেছি এ মুহূর্তে ইটালীর কোথাও এই নামে কোন আমেরিকান ট্যুরিস্ট নেই। মনে হয় লা সেনরিনা তার নামটাও সত্যি বলেননি।'

ফিরে এসে বসলেন ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান। 'হতে পারে। হয়ত যুক্তি করে নিজেদের নাম ভাঁড়িয়েছে ওরা পরিচয় গোপন রাখার স্বার্থে।'

'তা সম্ভব,' বলল ফ্রেনজি। 'আমরা তদন্ত করে দেখেছি ওইদিন সত্যিই সাড়ে তিনটের ট্রেনে একজন ট্যুরিস্ট সরেনটো এসেছিল, একা। তবে লোকটি আমেরিকান কি না, জানা যায়নি এখনও। আশা করছি জেনে যাব আজ-কালকের মধ্যেই। সরেনটো-আমালফি রোড ধরে হেঁটে ভিলার দিকে এগোতে দেখা গেছে লোকটিকে।'

নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল রানার। খটখটে হয়ে গেছে মুখের

ভেতরটা। শুকনো জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজানোর ব্যর্থ চেষ্টা করল সে। কতখানি জেনেছে লোকটা?

'সঙ্গে একটা লাগেজ ছিল তার। একটা ব্রিফকেস। স্টেশনের লেফট লাগেজ অফিসে সেটা জমা রেখেছিল সে রাত দশটা পর্যন্ত। সম্ভবত আর কোন লাগেজ ছিল না সঙ্গে। তবে দুর্ভাগ্য, একেকজন একেকরকম চেহারার বর্ণনা দিচ্ছে তার। আসলে কেউ ভাল করে লক্ষ্য করেনি লোকটাকে। তার পোশাকের ব্যাপারে অবশ্য সবাই একমত, লাইট গ্রে সুট পরে ছিল সে। লেফট লাগেজ অফিসের কেরানি বলছে প্রায় ছফুট লম্বা ছিল লোকটা। আবার কেউ বলছে খাটো। রাত দশটায় সুটকেসটা কালেক্ট করে ট্যাক্সি নিয়ে নেপলস রওনা হয় লোকটা। কারণ রাতের শেষ ট্রেন তখন ছেড়ে গেছে অলরেডি। ট্যাক্সি ড্রাইভারকে অনেক টাকার লোভ দেখায় সে। বলে, নেপলস-রোম এগারটা পনেরর এক্সপ্রেস ধরিয়ে দিতে পারলে ডবল ভাড়া, এবং পাঁচ হাজার লিরা বখশিশ দেবে।'

'তারপর? ধরিয়ে দিতে পেরেছিল?'

'জ্বি, পেরেছিল। নেপলস নেমে খুশি হয়ে ড্রাইভারকে পুরো দশ হাজার লিরা টিপস দেয় লোকটা।'

ক্রেনজ্বির মাথার ওপর দিয়ে পিছনের দেয়ালের দিকে চেয়ে আছেন শেরম্যান। রানার মনে হল শিকারের অপেক্ষায় বসে আছে বাঘ, এখনই ঝাঁপিয়ে পড়বে। 'সরেনটো-আমালফি রোড-ই কি বেলা ভিসটায় যাওয়ার একমাত্র পথ?"

'জ্বি।'

'সোফিয়া মারা গেছে সোয়া আটটায়?' ডান হাত মুঠো করে

বাঁ হাতের তালুতে একের পর এক ঘুসি মেরে চলেছেন তিনি। আস্তে হলেও শব্দ উঠছে পটাশ পটাশ।

'জ্বি।'

'অ্যাণ্ড দিস ফেলা, ট্যাক্সি নিয়েছে দশটার দিকে?'

'সোয়া দশটার দিকে, অনুমান।'

'বেলা ভিসটা থেকে সরেনটো আসতে কতক্ষণ লাগে?'

'গাড়িতে আধঘন্টার মত। হাঁটাপথে...ঘন্টা দেড়েক।'

'আপনি বলতে চাইছেন, হেঁটে সরেনটো ফিরেছে সে, যে জন্যে ট্রেন ফেল করেছে। বাধ্য হয়েছে ট্যাক্সি নিতে, এই তো?'

'জ্বি, সেনর।'

আবার কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটল। রানার মনে হল ব্যস্ত হয়ে কোন একটা হিসেব মেলাতে চাইছেন যেন শেরম্যান। কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে চাইছেন। অথবা গুরুতর কোন পয়েন্ট আবিষ্কার করার চেষ্টা করছেন। একটু পর মুখ তুললেন তিনি। কড়া চোখে তাকালেন ফ্রেনজির দিকে।

'লোকটা যদি সোফিয়াকে খুন করেই থাকে, তো হেঁটে সরেনটো ফেরার ঝুঁকি নিতে যাবে কেন সে? বিশেষ করে সোফিয়ার গাড়িটা যখন ওখানেই পড়ে ছিল? সময়ের হিসেব নিয়ে ভাবলে সেরকমই মনে হয় বটে, কিন্তু এর পেছনে যুক্তি কি? গাড়ি নিয়ে এসে সহজেই তো ট্রেন ধরতে পারত লোকটা, সে ক্ষেত্রে কোন বোকা নিজের পা দুটোকে কষ্ট দেবে? কেন তা করবে খুনী? কেন ট্যাক্সি ড্রাইভারের কাছে নিজের ব্যস্ততা প্রমাণ করার ঝুঁকি নেবে?'

আমতা আমতা করতে লাগল ফ্রেনজি। বলল, 'তা...হ্যাঁ,

এটা অবশ্য ঠিকই বলেছেন আপনি। আমরা...'

'অতএব দ্বিতীয় এবং তৃতীয় থিওরিটা মন থেকে বাদ দিতে পারেন আপনি, অফিসার। ও নিশ্চয়ই ছবি তুলতে গিয়েই পড়ে গেছে।'

দুর্বল গলায় বলল ফ্রেনজি, 'কিন্তু তাহলে সেনরিনার তলপেটের আঘাতটা? ওটা কি করে হল?'

'হয়ত কোন ভুল হয়েছে ডাক্তারের, কে জানে। সে যাকগে,' হঠাৎ করেই কর্কশ হয়ে উঠল শেরম্যানের কণ্ঠ। 'সোফিয়া পা ফসকে পড়ে গিয়ে মারা গেছে, এটাই রিপোর্টের সিদ্ধান্ত হতে হবে।'

দ্বিধায় পড়ে গেল দুই গোয়েন্দা। এ-ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। অবশেষে মুখ খুলল লেফটেন্যান্ট গুইডো, রুমে ঢোকার পর এই প্রথম কথা বলল সে। 'আমাদের কর্তব্য করোনারকে ফ্যাক্টস্ জানানো, সেনর শেরম্যান। রিপোর্টের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তিনিই নেবেন।'

'রাইট। কে সে? কি নাম করোনারের?'

'ইল সেনর সলোযা ক্যানডালো।'

'নেপলস-এ?'

'জ্বি।'

মাথা ঝাঁকালেন ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান। 'আমার মেয়ের মৃতদেহ কোথায়?'

'মর্গেই আছে, সেনর।'

'সকালে দেখতে যাব আমি।'

'নিশ্চই। কোন অসুবিধে নেই। কখন যাবেন জানালে আমি

নিজেই আপনাকে নিতে আসব,' বলল ফ্রেনজি।

নাকের ডগায় যেন মাছি বসেছে, বাঁ হাতের দ্রুত ঝাপটায় ওটাকে তাড়াবার ভঙ্গি করলেন ভদ্রলোক বিরক্ত মুখে। 'তার দরকার নেই। মাসুদ রানার সাথেই যাব আমি।'

'অ্যাজ ইউ উইশ, সেনর।'

'শুধু মর্গে জানিয়ে রাখবেন আমার কথা।' নতুন একটা সিগার ধরালেন শেরম্যান সোনার তৈরি লাইটার জ্বেলে। তারপর রানার দিকে ফিরলেন। 'রানা, ইটালিয়ান প্রেস কতটা জানে এ ব্যাপারে?'

'কিছুই জানে না,' বলল ও। 'আপনি আসছেন জানার পর লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজিকে অনুরোধ করেছিলাম যেন খবরটা আপাতত চেপে রাখা হয়।'

কয়েক মুহূর্ত ওর দিকে চেয়ে থেকে মাথা দোলালেন তিনি। মনে হল বেশ সন্তুষ্ট হয়েছেন। 'গুড। ঠিক করেছ।' ফ্রেনজির দিকে ফিরলেন। 'আর কিছু বলবেন?'

'লা সেনরিনার কিছু জুয়েলারি পাওয়া গেছে ভিলায়। ওগুলো সেনর মাসুদ রানাকে দিয়ে দিয়েছি।'

'থ্যাঙ্ক ইউ। সোফিয়ার যা কিছু আছে সব ওকে বুঝিয়ে দেবেন। উনিই রিপ্রেজেন্ট করবেন আমাকে।'

'ইয়েস, সেনর,' বলল গুইডো, 'আমরা তাঁর সাথে যোগাযোগ রাখব।'

'ধন্যবাদ, লেফটেন্যান্ট।'

লোক দুটো বেরিয়ে যেতে অনেকক্ষণ থম মেরে বসে থাকলেন শেরম্যান। আনমনে হাতের তালুর দিকে চেয়ে আছেন।

সোফিয়ার জুয়েলারি বক্সটা সঙ্গেই ছিল রানার। পকেট থেকে বের করে আলগোছে তাঁর সামনের সেন্টার টেবিলের ওপর রাখল সে ওটা।

চোখ কুঁচকে গেল তাঁর। 'এটা কি?'

বাকি কৌতূহলটুকু নিবৃত্ত করতে চায় রানা। চট করে প্যামেলার দিকে এক পলক তাকিয়ে বলল, 'সোফিয়ার জুয়েলারি।'

বাক্সটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন শেরম্যান। খুলে ভেতরে তাকালেন। ওদিকে কথাটা কানে যাওয়ামাত্র রকিং চেয়ার ছাড়ল প্যামেলা। দ্রুত এগিয়ে আসছে। বাক্সটা টেবিলের ওপর উপুড় করে ধরলেন ভদ্রলোক। কপাল-ভুরু কুঁচকে আছে।

কাছে এসে দামি জিনিসগুলো দেখল প্যামেলা। বিস্মিত কণ্ঠে বলল, 'এগুলো তুমি কিনে দিয়েছ ওকে, শেরম্যান?'

প্রায় ধমকে উঠলেন তিনি, 'অবশ্যই না।'

'দেখি!' ডায়মণ্ড কলারটা ধরার জন্যে হাত বাড়িয়েছিল প্যামেলা। এক ধাক্কায় হাতটা সরিয়ে দিলেন শেরম্যান।

'সরে যাও!' চেঁচিয়ে বললেন, 'হাত দেবে না কিছুতে!'

তাঁর গলার আওয়াজ অবাক করল রানাকে। ব্যবহারটাও। যা জানার ছিল জানা হয়ে গেল। বুঝতে পারছে ও, যে জন্যেই হোক, প্যামেলাকে সহ্য করতে পারছেন না ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান। কিন্তু স্বামীর এত রূঢ় ব্যবহারেও খুব একটা লজ্জিত মনে হল না মেয়েটিকে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে ফিরে গেল সে নিজের জায়গায়, বসে পড়ল। এমন ভাব করছে যেন কিছুই হয়নি।

জুয়েলারিগুলো একটা একটা করে বাক্সে ভরলেন ভদ্রলোক।

তারপর ঢাকনা বন্ধ করে এগিয়ে দিলেন রানার দিকে। 'এটা তোমার কাছেই রাখ, রানা। প্লীজ।'

বাক্সটা নিল রানা। চট করে চালান করে দিল কোটের সাইড পকেটে।

আবার দীর্ঘ, পীড়াদায়ক নীরবতা। শেরম্যানের ব্রেন ফুল স্পীডে চলছে, তাঁর মুখ দেখেই বুঝতে পারছে মাসুদ রানা। একটু একটু করে তাঁর ভেতর ফিরে আসছে আদি ও অকৃত্রিম, তেজস্বী ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান—মুখে তার ছায়া পড়ছে স্পষ্ট। কি ভাবছেন তিনি? রবার্ট হুইটনির কথা? ফ্রেনজি-গুইডো কি বুঝে ফেলেছে ও-ই সেই রহস্যময় আমেরিকান ট্যুরিস্ট ওরফে সাংবাদিক? সম্ভাবনাটার কথা কি শেরম্যানও ভাবছেন?

রীতিমত আঁধার দেখছে রানা চোখে। এই গ্যাঁড়াকল থেকে কিভাবে নিজেকে উদ্ধার করবে, পথ খুঁজে পাচ্ছে না। সচকিত হল ও শেরম্যানের গলা শুনে।

'রানা, প্রেসকে এবার ঘটনাটা জানানো যায়, কি বল? সিস্পলি ছবি তুলতে গিয়ে পাহাড় থেকে পড়ে মারা গেছে সোফিয়া। এখানকার ব্যাপার ফ্রেনজিকে জানিয়ে দিলেই তো চলবে, তাই না? রোমের পেপারগুলোর জন্যে তোমার পি.এ-কে বলে দাও।'

'জ্বি। জানিয়ে দিচ্ছি।'

'থ্যাঙ্কস, সন।' ঘড়ি দেখলেন তিনি—আটটা বাজতে দশ। 'এখন কি অফিসে থাকবে করোনার...ক্যানডেল, না কি যেন? আলাপটা এখনই সেরে ফেলতে চাই।'

'দেখছি,' উঠল রানা। ডিরেক্টরি থেকে সলোযা ক্যানডালোর

অফিসের নাম্বার বের করে রিঙ করল।

দুবার রিঙ হতে করোনার নিজেই ধরলেন ও প্রান্তে। তাঁকে অপেক্ষা করার অনুরোধ করে শেরম্যানের দিকে ফিরল রানা। 'করোনার।'

'থ্যাঙ্কস,' উঠে এসে রিসিভারটা নিলেন তিনি। গুরুগম্ভীর স্বরে বললেন, 'দিস ইজ ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান...।'

নামটা এত জোরের সাথে ঘোষণা করলেন ভদ্রলোক, রানার মনে হল এভাবে নিজেকে জাহির করার ক্ষমতা সম্ভবত পৃথিবীতে আর কারও নেই।

এগার

নিজের হোটেল থেকে রোম টেলিফোন করল মাসুদ রানা, লিজা ভ্যালেন্টির বাসায়। মেয়েটির সাড়া পেতে গম্ভীর গলায় বলল, 'কাগজ কলম নাও।'

'জাস্ট আ মোমেন্ট, রানা।...হ্যাঁ, বল।'

সোফিয়া শেরম্যানের মৃত্যু সংবাদের সদ্য তৈরি কাহিনী দ্রুত বলে গেল রানা সংক্ষেপে। ওপ্রান্তে খস খস করে কলম চলছে মেয়েটির, পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে ও।

'ব্যাস? এইটুকুই?' রানা থামতে প্রশ্ন করল লিজা।

'হ্যাঁ। টাইপ কপির গোটা বিশেক ফটোকপি কর। তারপর সোজা চলে যাও প্রেস ক্লাব। অথবা তোমাদের অফিসেও কনফারেন্সের ব্যবস্থা করতে পার। দরকার মনে করলে টনি আমান্দোর সাহায্য নিয়ো। ওকে বলবে, আমি অনুরোধ করেছি তোমাকে হেলপ করতে। মাইণ্ড, এ প্রসঙ্গে আর একটা কথাও বলা চলবে না প্রেসকে। গট দ্যাট?'

'ইয়েস।'

মেয়েটিকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে লাইন কেটে দিল রানা। এরপর ফোন করল সরেনটো পুলিস স্টেশনে। লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজিকে চাইল ও। নিজের পরিচয়টা জানাতে ভুলল না অপারেটরকে।

'ইয়েস। সেনর?' বলল ফ্রেনজি।

'সোফিয়ার মৃত্যুর ব্যাপারটা এবার নেপলস প্রেসকে জানাতে পারেন আপনি, অফিসার।'

'ইল সেনর শেরম্যান অনুমতি দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ। বাট নো ডিটেলস। শুধু ছবি তোলার সময় পাহাড় থেকে পড়ে গেছে সে, এইটুকু।'

'কিন্তু, সেনর, রিপোর্টাররা নিশ্চই জানতে চাইবে বেলা ভিসটায় একা কেন গিয়েছিলেন লা সেনরিনা, কি করছিলেন। তাছাড়া অটোপসির রিপোর্ট...'

'প্রথমেই সে রাস্তা বন্ধ করে দেবেন ও ভ্যাকেশনে ছিল বলে। রিপোর্টারদের কোন প্রশ্নেরই উত্তর দেয়া চলবে না। মিস্টার শেরম্যান পছন্দ করবেন না ব্যাপারটা,' বলল রানা।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল লেফটেন্যান্ট। তারপর সশব্দে একটা

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। 'ঠিক আছে, কি আর করা।'

ফোন রেখে দিল রানা। পরদিন সকাল নটায় হোটেল ছাড়ল। আগের দিন পৌঁছেই হোটেলের রেন্টাল সার্ভিস থেকে একটা ক্যাডিলাক ভাড়ায় নিয়েছিল ও। ওটা নিয়ে চলে এল হোটেল ভিসুভিয়াসে। আজ আর ওপরে গেল না রানা। রিসেপশন থেকে টেলিফোনে খবর দিল ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যানকে।

'পাঁচ মিনিটের মধ্যে নামছি,' বললেন তিনি।

এক কাপ কফির অর্ডার দিয়ে বসে পড়ল রানা লাউঞ্জে। সিগারেট ধরিয়ে আনমনে টানতে লাগল। কফি অর্ধেক শেষ হওয়ার আগেই নেমে এলেন শেরম্যান। একা। প্যামেলা নেই সঙ্গে। ঠোঁটে চুরুট, বগলে একগাদা আজকের দৈনিক।

'বোসো বোসো,' রানাকে উঠে দাঁড়াতে দেখে বললেন তিনি। 'শেষ কর কফি।' ওর মুখোমুখি বসলেন। একটার পর একটা পত্রিকার ওপর নজর বোলাতে লাগলেন। সোফিয়ার মৃত্যুকে নিয়ে এক কলাম তিন ইঞ্চির বেশি এগোতে পারেনি কোন পত্রিকা, তা-ও হেডিংসহ।

'হুঁম!' দেখা শেষ হতে কাগজগুলো কয়েক ভাঁজ করে পাশের বড় একটা ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিয়ে বললেন, 'ভালই। রোমে খবরটা পাঠিয়েছিলে?'

'জ্বি। বেরিয়ে গেছে আজ নিশ্চয়ই।'

'এইটুকুই?'

'জ্বি।'

কফি শেষ করে উঠল মাসুদ রানা। দুজনে পাশাপাশি বেরিয়ে এল কার পার্কে। বেশ ভিড় রাস্তায়। কোথায় যাবেন শেরম্যান

জানাই আছে। তাই কোন প্রশ্ন করল না রানা। গাড়ি ছোটাল সোজা সরেনটো স্টেশনের দিকে। ছোট দালানটার সামনে গাড়ি দাঁড় করাতেই ভেতর থেকে মাঝবয়সী এক লোক ছুটে এল। নিজেকে মর্গ-ইন-চার্জ বলে পরিচয় দিল লোকটা।

ভেতরে গেল না রানা। সোফিয়ার মৃত মুখটা দ্বিতীয়বার আর দেখার ইচ্ছে নেই। ইন-চার্জের অফিসে বসল ও। শেরম্যান চলে গেলেন ভেতরে। পুরো বিশ মিনিট পেরিয়ে যেতে ফিরলেন তিনি। পিছন পিছন এল ইন-চার্জ, হাত কচলাচ্ছে।

এখন আর আগের মত মনে হচ্ছে না শেরম্যানকে, কেমন যেন অসুস্থ লাগছে। কপালের বাঁ দিকের একটা রগ লাফাচ্ছে ঘন ঘন।

'চলুন,' বলল রানা। 'হোটেলে পৌছে দিই আপনাকে।'

'না, রানা,' ওর কাঁধে মস্ত একটা থাবা রাখলেন তিনি। টের পাচ্ছে রানা, হাতটা কাঁপছে। 'আমাকে বেলা ভিসটায় নিয়ে চল কাইগুলি। জায়গাটা দেখব আমি।'

'একটু পরে গেলে...'

'না!' ধমক মেরে ওকে থামিয়ে দিলেন শেরম্যান। 'পরে নয়। এখনই নিয়ে চল। প্লীজ।'

'বেশ। চলুন।'

যানবাহনের ভিড় ঠেলে আধ ঘন্টার রাস্তা পেরোতে চল্লিশ মিনিট লাগল। দূর থেকে ভিলাটা চোখে পড়তেই শক্ত হয়ে গেলেন ভদ্রলোক। ড্যাশবোর্ড ধরে ঝুঁকে বসলেন সামনে। 'ওটা?'

'হ্যাঁ।' লাফাতে লাফাতে গাড়ির একেবারে সামনে এসে পড়ল একটা খরগোশ। এমনিতেই ধীরগতিতে চলছিল ক্যাডিলাক, কড়া ব্রেক কষে ওটাকে জায়গায় দাঁড় করিয়ে ফেলল রানা। আওয়াজ

কানে যেতে ঘুরে তাকাল খুদে প্রাণীটা, পলকে উধাও হয়ে গেল তিড়িং করে এক লাফ দিয়ে।

সামনের নিচু গেটটা খোলাই ছিল। সোজা চওড়া ড্রাইভ পেরিয়ে ভিলার সামনে এসে গাড়ি দাঁড় করাল রানা। এদিক-ওদিক তাকাল ও। পুলিসের গার্ড থাকার কথা এখানে। কিন্তু কাউকে চোখে পড়ল না। সবকিছু একই রকম আছে, কোথাও কোন পরিবর্তন চোখে পড়ল না। লিঙ্কন কনভার্টিবলটার দিকে তাকাল রানা। ধুলোর স্তরটা গত দুদিনে আরও পুরু হয়েছে।

গাড়ি থেকে নেমে ওটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান। অর্ধেক হয়ে আসা চুরুটটা নিজস্ব কায়দায় ঠোঁটের বাঁ কোণে কামড়ে ধরে, দু-কোমরে হাত রেখে গাড়িটার ওপর নজর বোলালেন কয়েক মুহূর্ত।

'এটাই সোফিয়ার গাড়ি, রানা?'

'জ্বি।'

কাছে গিয়ে ড্রাইভারের দরজাটা খুললেন তিনি। কয়েক মুহূর্ত ভেতরে চোখ বোলালেন। তারপর দরজা বন্ধ করে পিছিয়ে এলেন। 'চল, ভেতরে যাই।'

পুরো ভিলা ঘুরিয়ে দেখাল রানা তাঁকে। দোতলার পিছনের বারান্দায় এসে খানিক থমকালেন মানুষটি। স্থির চোখে চেয়ে থাকলেন বে অভ সরেনটোর দিকে। তাঁকে কিছুক্ষণ একা থাকার সুযোগ দিয়ে নিচে চলে এল রানা। একটু ভাবনা চিন্তা করা দরকার। এক এক করে দশ মিনিট পেরিয়ে গেল। ওপরে সব চুপচাপ। কোন সাড়া শব্দ আসছে না।

ব্যাপার কি দেখার জন্যে আবার উঠে এল রানা। মাস্টার

বেডরুমে বসে আছেন ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান, ঘরের মাঝখানে বিশাল ডবল খাটের ওপর। সামনে সোফিয়ার দুটো সুটকেস। ভেতরের কাপড়-চোপড় স্তূপ হয়ে আছে তাঁর সামনে। দুহাতে কোলের ওপর ধরে আছেন মেয়ের একটা গাউন। নিথর হয়ে জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছেন বাইরের দিকে। বাপ সম্পর্কে সোফিয়ার তাহলে ভুল ধারণা ছিল, ভাবল রানা।

তাঁর চাউনিটা হতভম্ব করে দিল ওকে। দু'চোখ শ্বাপদের মত ধক-ধক জ্বলছে। এত হিংস্র চাউনি আগে কারও চোখে দেখেনি রানা কখনও। মায়া হল ওর বেচারার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে। একই সাথে নিজেকে নিয়ে শঙ্কিতও হল। ফিরে লাউঞ্জে এসে বসল।

গত দুটো দিন বড্ডো দুশ্চিন্তায় কেটেছে ওর। নিজেকে মনে হয়েছে ফাঁদে আটকা পড়া শিকার। অপেক্ষা করছে কখন শিকারী আসবে, তুলে নিয়ে ঝোলায় পুরবে ওকে। মাসুদ রানাকে চিনতে না পারলেও গ্রে সুট পরা নিঃসঙ্গ পর্যটকটিকে ঠিকই ট্রেস করতে পেরেছে ফ্রেনজি। সোফিয়ার মৃত্যুর সময় আর ওর ভিলায় উপস্থিতির সময়টাও মিলিয়ে ফেলেছে সে এরই মধ্যে, এখন শুধু মাসুদ রানাকে রবার্ট হুইটনির সাথে মেলাতে পারলেই মামলা ডিসমিস।

কাল সারারাত ঘুমাতে পারেনি ও সোফিয়ার হাতঘড়িটার কথা ভেবে। কি করে সোয়া আটটায় মারা গেল মেয়েটি, কি করে ওই সময় বন্ধ হল তার ঘড়ি, আকাশ-পাতাল তোলপাড় করেও খুঁজে পায়নি রানা উত্তরটা। অথচ পরিষ্কার মনে আছে, প্রথম যখন ও সোফিয়ার মৃতদেহ দেখতে পায় তখন সম্ভবত সোয়া আটটা

বাজতে দুচার মিনিট বাকিই ছিল। তাহলে কি করে সম্ভব হল এটা? না কি তখনও চলছিল ঘড়ি? সোয়া আটটায় বন্ধ হয়ে গেছে আপনা-আপনি?

নেমে এলেন শেরম্যান। ওর মুখোমুখি একটা সোফায় বসলেন। বিশাল দেহটার ভারে ক্যাঁচ-কোঁচ আওয়াজ উঠল স্প্রিঙে। 'তোমার সাথে সোফিয়ার কবার দেখা হয়েছে রোমে, রানা?' বললেন তিনি।

প্রশ্নটা অস্বস্তিতে ফেলল রানাকে। 'তিন-চারবার।'

'ওর বন্ধু-বান্ধব সম্পর্কে কোন ধারণা নেই তোমার?'

'জ্বি, না। সরি।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন তিনি। চোখ কুঁচকে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন। তারপর কি মনে পড়তে উঠে দাঁড়ালেন। 'রানা, দুর্ঘটনাটা কোথায় ঘটেছিল দেখতে চাই আমি।'

'শিওর,' উঠল ও। 'চলুন।'

আগে আগে শেরম্যানকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল রানা। মোটা মানুষ, চড়াই পেরোতে বেশ কষ্ট হচ্ছে, ঘামছেন দরদর করে। কিন্তু একটা কথাও না বলে নীরবে অনুসরণ করছেন ওকে। পিছনে তাঁর ফোঁস ফোঁস দম নেয়ার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে রানা। দ্বিতীয় ভিলাটার ওপর চোখ পড়তে থমকে দাঁড়ালেন শেরম্যান। রুমাল দিয়ে মুখের ঘাড়ের ঘাম মুছতে মুছতে চেয়ে থাকলেন সেদিকে।

'ওটা কার ভিলা?'

'বলতে পারি না।'

পিছিয়ে এসে শেরম্যানের পাশে দাঁড়াল রানা। আগের মতই

খাঁ-খাঁ করছে ভিলাটা। মানুষজন দূরের কথা একটা কুকুর বেড়ালের দেখা পর্যন্ত নেই। ঘুরে পন্টুনের দিকে তাকাল রানা। সেই মোটর লঞ্চ দুটো আগের মতই বাঁধা আছে ঘাটে।

আনমনে বললেন শেরম্যান, 'ওটায় আসা-যাওয়ার রাস্তা তো চোখে পড়ছে না! কি ব্যাপার? লোকজন,' জেটির ওপর চোখ পড়তেই থেমে গেলেন তিনি। '...ও, বুঝেছি।'

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ওটার ওপর আগ্রহ হারিয়ে ফেললেন তিনি। ঘুরে পা বাড়ালেন। 'চল্। কতদূর আর?'

'এসে গেছি প্রায়।'

দশ মিনিট পর ক্লিফের চূড়ায় পৌঁছুল ওরা। গাছের ছায়ায় সামান্য জিরিয়ে নিয়ে পায়ে পায়ে কিনারায় গিয়ে দাঁড়ালেন শেরম্যান। নিচের দিকে তাকিয়ে গাল কুঁচকে উঠল তাঁর। হাত-পা কাঁপতে লাগল থর থর করে। অবস্থা দেখে চট করে পাশে এসে দাঁড়াল রানা। মাথা ঘুরে পড়েই যাবেন হয়ত ভদ্রলোক। হাত ধরে টেনে পিছিয়ে নিয়ে এল তাঁকে রানা।

'চলুন,' মৃদু গলায় বলল সে। 'এখানে দেখার কিছু নেই।'

কিন্তু নড়ার কোন লক্ষণ নেই। আপনমনে বিড়বিড় করে বারবার একই কথা বলছেন তিনি। 'মাই গড! ও মাই গড! এত উঁচু থেকে পড়েছে সোফিয়া? এত উঁচু থেকে?'

দেখতে দেখতে চোখের দু-কোণ ভিজে উঠল শেরম্যানের। তাড়াতাড়ি রুমাল চাপা দিলেন চোখে। মনটা খারাপ হয়ে গেল রানার বেচারার মানসিক অবস্থা টের পেয়ে। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল ও। মিথ্যে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করার চাইতে চুপ করে থাকাই ভাল। নিজেকে সামলে নিলেন তিনি একসময়। চোখ মুছে

পকেটে পুরলেন রুমালটা।

রানার দিকে তাকিয়ে জোর করে একটু হাসির ভঙ্গি করলেন। 'এখানে আমার না আসাই বোধহয় ভাল ছিল। খারাপ হয়ে গেল মনটা, রানা। আসলে মেয়েটা আমার খুব দুঃখী ছিল কি না! আমার আদর বলতে গেলে কখনই পায়নি। মা-ও মরে গেল অসময়ে। সৎ-মাদের যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে...,' আচমকা থেমে গেলেন শেরম্যান। 'এসব থাক, চল, ভিলায় যাই।'

ফিরে এল ওরা। সূর্য তখন প্রায় মাঝ আকাশে। প্রচণ্ড গরমে তেতে উঠেছে পরিবেশ। মুখোমুখি দুটো সোফায় বসে ঘামতে লাগল দুজনেই। মাথার ওপর পূর্ণোদ্যমে ঘুরছে সিলিং ফ্যান। কিন্তু খুব একটা কাজ হচ্ছে না তাতে। বাতাসটাও গরম।

দুহাতে মোনাজাতের ভঙ্গিতে মুখটা ডললেন শেরম্যান। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছেন ঘন ঘন। 'আমার মনে হয় হুইটনিই সোফিয়াকে ওই গাড়ি আর জুয়েলারিগুলো দিয়েছে, রানা। এখন বুঝতে পারছি মেয়েটাকে আরও বেশি বেশি টাকা দেয়া উচিত ছিল আমার। তাহলে হয়ত আজকের এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হত না। নিজেকে মানব-চরিত্র সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ ভাবতাম আমি। অথচ...।'

থেমে একটু কি ভাবলেন ভদ্রলোক। তারপর আবার বলে চললেন আপনমনে। 'এই হুইটনি লোকটা যে-ই হোক, পয়সাওয়ালা ছিল। ওর টাকার গরমই মাথা ঘুলিয়ে দিয়েছে আমার মেয়ের। ওটাই স্বাভাবিক। এত দামি দামি উপহার পেলে কোন্ মেয়ের মাথা ঠিক থাকবে, বল?'

একটা সিগার বের করলেন তিনি। ওপরের সেলোফেনের

মোড়ক খুলতে লাগলেন পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে। 'মেয়েটা আমার খুব ভাল ছিল, রানা। সবদিক থেকেই ভাল ছিল। ভাল ছাত্রী ছিল। রোমে আর্কিটেকচারের ওপর পড়াশুনা করতে চেয়েছিল বলে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু ভুল করেছি। ওর প্রয়োজন বুঝতে ব্যর্থ হয়েছি চরমভাবে। যদি টাকার পরিমাণ আরও কিছু বাড়িয়ে দিতাম, আর ওকে দেখাশুনার জন্যে ভাল একজন মেইড পাঠাতাম সঙ্গে, তাহলে বোধহয় বেঁচে থাকত আমার মেয়ে। হুইটনির মত দুশ্চরিত্র পাঙ্কের টাকার লোভে পড়ত না।'

গরম লাগছে। রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুছল রানা। বলল না কিছু।

'তোমার আউটফিট সম্পর্কে প্রায় সবই জানি আমি, রানা। এভাবে এরকম প্রয়োজনের মুহূর্তে তোমার সাথে পরিচয় হবে, ভাবিনি কখনও। তুমি জান, করোনারের সাথে কাল কথা হয়েছে আমার। সোফিয়ার মৃত্যুকে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বলে ঘোষণা করতে রাজি হয়েছে লোকটা। পরে পুলিস চীফের সাথেও কথা বলেছি। তিনিও কথা দিয়েছেন ব্যাপারটা যেন মোটেই প্রচার না পায় সে ব্যবস্থা করবেন। সোফিয়ার প্রেগনেন্সির প্রসঙ্গ কেউ তুলবে না। সবদিক থেকে ঘটনাটা চেপে রাখা হলে প্রেস আর কি-ই বা করবে। সামনের রাস্তা ক্লিয়ার, এগিয়ে যেতে কোন অসুবিধে নেই। এখন একটাই পথ আমার সামনে খোলা। আমি জানি না তুমি এ মুহূর্তে কতটা ব্যস্ত। যদি বেশি ব্যস্ততা না থাকে, আমি আশা করব, সোফিয়ার হত্যাকারীকে খুঁজে বের করার দায়িত্বটা তুমি নেবে। যদি না নাও তাতেও ক্ষতি নেই। আমিই মাঠে নামব। প্রয়োজনে দুনিয়ার যত প্রাইভেট গোয়েন্দা সংস্থা

আছে সবগুলোকে রবার্ট হুইটনিকে খুঁজে বের করার কাজে লাগাব। যতক্ষণ না তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে বিশ্রাম নেব না।'

জমে গেল রানা। ভেবেছিল পুরো ব্যাপারটা এখানেই ধামাচাপা দিতে চান বলেই সবাইকে দিয়ে সোফিয়ার মৃত্যুটাকে 'দুর্ঘটনাজনিত' বলে কবুল করাতে উঠে পড়ে লেগেছেন শেরম্যান। এখন বোঝা যাচ্ছে সে ধারণা ভুল। আসলে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে তাঁর বুকে, মেয়ে হত্যার প্রতিশোধ নিতে চাইছেন তিনি। চাইছেন পুলিসকে রাস্তা থেকে হটিয়ে দিয়ে নিজেই খুঁজে বের করবেন রবার্ট হুইটনিকে।

একটু চিন্তা করতেই বুঝল রানা, আসলে তাঁর প্রস্তাবে রাজি না হয়ে ওর উপায় নেই। বরং রাজি হলে ওর-ই লাভ। কাজটা করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলে সব দায়িত্ব ওর ওপর অর্পণ করে দেশে ফিরে যাবেন শেরম্যান। কিন্তু যদি রাজি না হয়, তাহলে তিনি নিজেই উঠে পড়ে লাগবেন। সেক্ষেত্রে রানার ধরা পড়তে বেশি সময় লাগবে না।

'হুইটনিকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব নিতে বলছেন?'

'হ্যাঁ, সন। যদি তোমার আপত্তি না থাকে। লোকটা অসময়ে আমার বাচ্চাকে সরিয়ে দিয়েছে পৃথিবী থেকে, এর চরম খেসারত তাকে দিতেই হবে।'

'বেশ,' কোন রকমে বলল রানা। 'যদি সত্যিই কেউ খুন করে থাকে আপনার মেয়েকে, তাকে আমি খুঁজে বের করব।'

'সত্যি, রানা? করবে তুমি কাজটা?' হাঁটুতে কনুইয়ের ভর রেখে সামনে ঝুঁকে এলেন শেরম্যান। ব্যাস, এটুকুই। এর বেশি আগ্রহ দেখা গেল না ভদ্রলোকের মধ্যে।

'আমার ওপর আস্থা রাখতে পারেন। কিন্তু ওর মৃত্যুটাকে আপনি হত্যা বলছেন কেন, ওটা কি দুর্ঘটনা হতে পারে না?'

'না, রানা, পারে না। এটা হত্যা, ঠাণ্ডা মাথায় খুন। আমার মেয়ে ছবি তুলতে গিয়ে ওভাবে মরতে পারে না, রানা। ফটোগ্রাফির ওপর বড় ডিগ্রী আছে সোফিয়ার। ভিউ ফাইণ্ডারে চোখ রেখে ফলস স্টেপ নেবে, আর পাহাড় থেকে পড়ে যাবে, এমন মেয়েই নয় সোফিয়া। আমার ধারণা নিউ ইয়র্কেই হুইটনির সাথে পরিচয় হয় সোফিয়ার। এবং অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে ও। ব্যাপারটা জানার পর ব্যস্ত হয়ে ওঠে সোফিয়া, সম্ভবত ওকে বিয়ে করার জন্যে চাপ দেয় হুইটনিকে। কিন্তু রাজি করাতে পারেনি।

'খেপে গিয়ে এরপর হয়ত তাকে হুমকি-ধামকি দিয়েছিল সোফিয়া। বেগতিক দেখে রাজি হওয়ার ভান করে সে। তারপর ঠিক কি যে ঘটেছে বোঝা মুশকিল। হয়ত সোফিয়াকে রোম আসতে রাজি করিয়েছে সে, আশা দিয়েছে এখানে এলে বিয়ে করবে। অথবা আর কিছু। মোট কথা আমি শিওর, দুর্ঘটনা নয়। খুন করেছে হুইটনি আমার মেয়েকে। সে চেয়েছে দূরে কোথাও নিয়ে হত্যা করবে ওকে, ঝামেলা বিদেয় করবে। এবং তাতে সফলও হয়েছে। ক্লিফের কিনারায় নিয়ে লাথি মেরে ফেলে দিয়েছে নিচে। অতএব আমাকেও বিফল হলে চলবে না। সফল হতেই হবে, যে কোন মূল্যে।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে কি যেন ভাবলেন তিনি। তারপর বললেন, 'অথবা, এমনও হতে পারে, ক্লিফের চুড়োয় গিয়ে ওকে বিয়ে না করলে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবে বলে হুইটনিকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছিল আমার মেয়ে। তারপরও রাজি

করাতে না পেরে সত্যিই আত্মহত্যা করেছে। নয়ত...সে যাকগে, মোট কথা এ মৃত্যুর জন্যে হুইটনিই দায়ী। কোন ভুল নেই তাতে।'

'আপনি বলছেন আত্মহত্যা করেছে?' বিস্মিত হল রানা।

'একটা সম্ভাবনার কথা বললাম, রানা। আগেই তো বলেছি, ও সে-ধরনের মেয়ে নয় যে অমন একটা কাজ করে বসবে। জানি তুমি আইনের পক্ষের লোক। হয়ত ভাবছ, ওকে পেলে হত্যা করব আমি। না, রানা। আমি বোকা নই। অতটা উন্মাদও হইনি। শুধু জীবনটা যাতে ওর বিষিয়ে ওঠে, যেন বেঁচে থাকতেই নরকের দেখা পায় হুইটনি, খুশিমনে নিজের প্রাণ নিজহাতে ধ্বংস করে দিতে বাধ্য হয়, সেই ব্যবস্থা করব। অন্য কিছু নয়। ধর,' অবাক হয়ে চেয়ে আছে রানা তাঁর মুখের দিকে। হঠাৎ করেই যেন বাচাল হয়ে উঠেছেন শেরম্যান, মুখ চলছে অনবরত।'...ওর জীবনযাপনের মৌলিক যে ব্যাপারগুলো আছে, প্রথমেই তার ওপর আঘাত করব আমি। যেখানে থাকে, সেখান থেকে লাথি মেরে রাস্তায় নামাব ওকে। নিজের বাড়ি হলে ওটা বিক্রি করে দিতে বাধ্য করব। ভাড়া বাড়ি হলে পরে যাতে আর কোন ফ্ল্যাট বা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিতে না পারে সে ব্যবস্থা করব। পথের ধারে গাড়ি পার্ক করতে পারবে না কোনদিন হুইটনি, ইভেন পার্কিং লটেও নয়। যেন কোন ভাল রেস্টুরেন্টে ওকে ঢুকতে না দেয়া হয়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখব আমি। কি? খুব ছোটখাট ব্যাপার মনে হচ্ছে? একবার নিজেকে হুইটনির জায়গায় ভাব, কেমন লাগবে ব্যাপারগুলো তোমার? এরপর লাগব হারামজাদার টাকা আর সামাজিক নিরাপত্তার পিছনে। যদি পেশায় চাকরিজীবী হয়,

তাহলে ওটা যাতে হারায় এবং জীবনে আর কোথাও চাকরি না পায় সে কাজটাও করব। যদি ব্যবসায়ী হয়ে থাকে, একের পর এক লোকসানের ধাক্কায় জীবনটা বরবাদ হয়ে যাবে তার। যখন হুঁশ হবে, দেখবে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট শূন্য। আদালত ওকে দেউলিয়া ঘোষণা করবে। এরপর কি যেন? ও হ্যাঁ, নিরাপত্তা।

'কিছু প্রফেশন্যাল গুণ্ডা ভাড়া করব আমি। কয়েকটা দলে ভাগ হয়ে কাজ করবে ছেলেরা, দিনরাত নজর রাখবে হুইটনির ওপর। পথে-ঘাটে যেখানেই পাবে, বেধড়ক আড়ং ধোলাই দিতে থাকবে, যতক্ষণ না লোকটা বুঝতে পারে যে খোলা জায়গা তার জন্যে মোটেই নিরাপদ নয়। এরপর কোন মানুষ বেঁচে থাকতে চাইবে, রানা, তুমিই বল?'

বলবে কি, হাঁ করে শেরম্যানের দিকে চেয়ে আছে মাসুদ রানা। বুঝতে পেরেছে একটাও ফাঁকা বুলি আওড়াননি, যা বললেন করে দেখাবার ক্ষমতা আছে বলেই বলেছেন।

'তবে আমার ধারণা,' আবার বললেন তিনি। 'রবার্ট হুইটনি তার আসল নাম নয়, ছদ্মনাম। তোমার ওপর আমার পুরো আস্থা আছে, চাইলে বের করে ফেলতে পারবে তুমি লোকটাকে। সব অপরাধী-ই পিছনে কোন না কোন ক্লু রেখে যায়, ইউ নো। এ-ও রেখে গেছে নিঃসন্দেহে। ওটা খুঁজে পেলে বাকিগুলোও পেয়ে যাবে।'

'বেশ। আমি দেখব ব্যাপারটা,' বলল রানা।

'ধন্যবাদ, রানা। তবে যত তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে পারবে ততই সুবিধে। মুখে যা-ই বলুক, পুলিসকে বিশ্বাস নেই। ওরা ঠিকই গোপনে-গোপনে তদন্ত চালাবে হুইটনিকে ধরার

জন্যে। তোমার আগেই যদি তারা সফল হয় তাহলেই ঝামেলা। আমি চাই না আমার মেয়ের প্রেগনেন্সি নিয়ে কথা উঠুক। খবরের কাগজে কাহিনী ছাপা হোক। কিন্তু ও পুলিসের হাতে ধরা পড়লে তাই-ই হবে। কিছুতেই চেপে রাখা যাবে না ব্যাপারটা।

'অবশ্য তার মানে এই নয় যে ধরা পড়লেই ওর ব্যাপারটা ভুলে যাব আমি। উঁহুঁ, তা হতে দেব না। প্রয়োজনে খুনের অভিযোগ থেকে ও যাতে অব্যাহতি পায়, প্রথমে সে ব্যবস্থা করব। তাতে টাকা যা লাগে পরোয়া নেই। তাছাড়াও, ধর যদি ক্ষমতা দেখানোর দরকার পড়ে, ইটালিয়ান সরকারকে দেখাব আমি ক্ষমতা কাকে বলে,' নিজের বুকে বুড়ো আঙুল ঠুকলেন ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান। 'মুক্ত করিয়ে নিয়ে ছেড়ে দেব রবার্ট হুইটনিকে। তারপর শুরু করব আমার খেল্।'

হঠাৎ করে হাসলেন মানুষটি। 'হুইটনিকে যাতে এই অপরাধের চরম খেসারত দিতে হয়, সে ব্যবস্থা আমি করব। টাকা কোন ব্যাপার নয়, রানা। খরচ কর পানির মত। কিন্তু আমার এই উপকারটুকু করে দাও। সোফিয়া আমার একমাত্র সন্তান ছিল। আরেক দেশের নোংরা মর্গে ওর এই পরিণতি চোখে দেখতে হবে স্বপ্নেও কখনও কল্পনা করিনি। সন্তানহারা পিতার দুঃখ তুমি বুঝবে না, রানা। আমার কষ্ট আমি বুঝি। তুমি...'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'অত উতলা হবেন না। বললাম তো, আমি আমার যথাসাধ্য করব।'

একটা হালকা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন শেরম্যান। 'থ্যাঙ্কস। ইউ জাস্ট ফাইণ্ড হিম, রানা—আই উইল ফিক্স হিম।'

বার

যেন ধারাল এক ক্ষুর ধরিয়ে দিয়েছেন শেরম্যান রানার হাতে। বলছেন, জলদি কর, নিজের গলায় চালাও এটা। দু'ফাঁক করে ফেল।

খুঁজে পেতে লাউঞ্জের সাইডবোর্ড কাবার্ড থেকে এক বোতল হুইস্কি বের করল রানা। গ্লাসে ঢালার ধৈর্য নেই, ছিপি খুলে সরাসরি গলায় ঢালল হাফ পাইন্ট আন্দাজ স্পিরিট। ঢোক গিলেই মুখটা বিকৃত করল ও, কোনদিক থেকে কোনদিক চলেছে জিনিসটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে যেন।

পায়ে পায়ে সামনের বারান্দায় চলে এল রানা। রেলিং ঘেঁষে দুটো চেয়ার রয়েছে। বসে পড়ল একটায়। আবার এক ঢোক হুইস্কি নিল, তবে এবার অল্প। আস্তে আস্তে গিলে ফেলল। আনমনে সামনের নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিকে চেয়ে আছে মাসুদ রানা। চেয়েই আছে শুধু, দেখছে না।

নিজেকে ফিরে পেতে পুরো পাঁচটি মিনিট ব্যয় হল রানার। সামনে তাকাল ও, বেলা ভিসটা থেকে সাপের মত এঁকেবেঁকে নেমে গেছে সরু রাস্তাটা। অনেক দূরে প্রায় খেলনার মত দেখা যাচ্ছে লেটেস্ট মডেলের প্রকাণ্ড ক্যাডিলাকটাকে, তীরবেগে ছুটছে

ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যানকে নিয়ে। ঘন্টাখানেক আগে নিজের হোটেলে ফোন করে তাঁর জন্যে একজন শোফার আনিয়ে দিয়েছে ও। সে-ই চালাচ্ছে গাড়ি।

ক্যাডিলাকটা আর প্রয়োজন হবে না মাসুদ রানার। ওকে সোফিয়ার লিঙ্কন কনভার্টিবলটা ব্যবহার করতে বলেছেন শেরম্যান।

'সবকিছু তোমার ওপর ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি, রানা,' যাওয়ার আগে বলে গেছেন তিনি। 'এসব কাজে তোমাকে পথ বাতলে দেবার মত জ্ঞান আমার নেই। প্রয়োজন হলে দিন হোক রাত হোক যে-কোন সময় আমাকে পাবে তুমি। যখনই দরকার টেলিফোন কোরো, টেলেক্স করতে গেলে সময় নষ্ট হবে। আমার সেক্রেটারিকে বলে রাখব।

'ওর গাড়ি ব্যবহার কোরো। কাজ শেষ হলে ওটাসহ সোফিয়ার আর যা যা আছে সব বিক্রি করে দিয়ো কোন সেলিং এজেন্টকে দিয়ে। টাকা যা আসবে এতিমখানায় দান করে দেবে। ওর ডেডবডি নিয়ে কাল সকালে নিউ ইয়র্ক ফিরে যাব ভাবছি। আর হ্যাঁ, সকালে কষ্ট করে একবার আমার হোটেলে এস। সোফিয়ার রোম অ্যাপার্টমেন্টের চাবিটা দেব তোমাকে। অল রাইট?'

মাথা দোলাল রানা।

ওর হাতটা জোরে জোরে ঝাঁকালেন কিছুক্ষণ শেরম্যান। ঘুরে দাঁড়াবার আগে নিচু গলায় বললেন, 'ফাইণ্ড দ্যাট পাঙ্ক, রানা। ফাইণ্ড হিম ফর মি।'

'আমি চেষ্টা করব,' আশ্বাস দিয়েছে রানা।

'ওতেই হবে, সন। আর...লারসেন ফিরে এলে বোলো, ওর ওপর আমার কোন রাগ নেই। নিউ ইয়র্কের ফরেন ডেস্কে খুব শিগগিরই নিয়ে যাব আমি ওকে।'

একটা সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা। ভাবনার তল পাচ্ছে না। রবার্ট হুইটনিকে খুঁজে বের করার অনুরোধ করে গেছেন ওকে শেরম্যান। তাঁর বিশ্বাস লোকটা সোফিয়ার প্রেমিক। অথচ রানা জানে, কথাটা সত্যি নয়। ও সোফিয়ার প্রেমিক নয়। জানে, কিন্তু বলতে পারছে না কাউকে। তার মানে আর কেউ আছে এর মধ্যে। কে সে?

সেদিনের সেই রহস্যময় বিশালদেহী? কেন এসেছিল সে বেলা ভিসটায়? কি খুঁজছিল? চুরির উদ্দেশে যে আসেনি সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। তাহলে দোতলার ড্রেসিং টেবিলের ওপর সোফিয়ার দামি জুয়েলারির বাক্সটা পড়ে থাকত না। তাহলে? আর কিছু খুঁজছিল লোকটা? কি হতে পারে সেটা?

নাহ্, হচ্ছে না। অন্য লাইনে খুঁজতে হবে। প্রায় হতাশ হয়ে পড়ল রানা। সোফিয়ার স্বল্পকালীন রোম জীবন সম্পর্কে বলতে গেলে কিছুই জানা নেই ওর। এমন কোন সূত্র চোখে পড়ছে না যা অনুসরণ করবে। এখন একমাত্র উপায় সেই লোকটিকে যে ভাবে হোক খুঁজে বের করা। সেটাও অবশ্য সহজ কাজ হবে না। দূর থেকে কেবল লোকটার ফিগারই দেখেছে রানা, চেহারা দেখতে পায়নি অন্ধকারে। ঠিক আছে, সিদ্ধান্ত নিল রানা, রোম ফিরে গিয়েই ওর এজেন্সির ছেলেদের লাগাবে ও একাজে। আশা করা যায় কাজ হবে তাতে।

বোতলটা মুখে তুলতে গিয়েও থেমে গেল ও। না, আপনমনে

মাথা দোলাতে লাগল; কাজটা ঠিক হবে না। যে-কোন কেস হাতে নেবার আগে একটা ফাইল খুলতে হয়, তাতে পুরো কেস-হিস্ট্রি তোলা হয় প্রথমেই। রানার ক্ষেত্রেও তা-ই করতে হবে। হোক না ও এজেন্সির চীফ, তাতে কি? কেস কেসই। নিয়ম নিয়মই। ওর জন্য নিয়ম-কানুন ব্যাহত হবে, তা হতে পারে না। ফাইল ওপেন করে তাতে রানা-সোফিয়ার প্রেম উপাখ্যান লিপিবদ্ধ করতে হবে।

কি দাঁড়াবে তাহলে ব্যাপারটা? মোনিকা জানবে, ছেলেরা জেনে যাবে, তাদের বস্ কোন এক সুন্দরীর রূপের মোহে পড়ে ছুটে গিয়েছিল সরেনটোয় তাকে নিয়ে অবসর যাপন করতে। এখন ফাটা বাঁশে আটকে গিয়ে সাহায্য চাইছে। উঁহুঁ, চলবে না। বড্ডো নোংরা ব্যাপার হবে সেটা। তার চেয়ে বরং কোন নামকরা এ-দেশী প্রাইভেট গোয়েন্দা সংস্থার সাহায্য নেবে রানা। তাতে জানাজানির ভয় থাকবে কম।

উঠল রানা। ঠিক করল তাই করবে ও। কাল রোমে ফিরেই যোগাযোগ করবে ওদের কারও সঙ্গে। দোতলায় উঠে এল রানা। সোফিয়ার বেডরূমে নজর বোলাতে চায় একবার। আগেও দুই একবার এসেছে ও এখানে, কিন্তু ভাল করে দেখা হয়নি কিছুই।

চারদিকে তাকিয়ে কেমন একটা অনুভূতি হল রানার। ওর জন্যেই সোফিয়া এত সুন্দর করে ঘরটা সাজিয়েছিল ভেবে সত্যিই খারাপ লাগল। সামনের ওই পুরু গদিওয়ালা বিশাল ডবল খাট, কার্পেট, বেডশীটের সাথে ম্যাচ করা দরজা-জানালার পর্দা, সবকিছু...।

মেয়েটি কি ভালবেসে ফেলেছিল মাসুদ রানাকে? কাজের মহিলাকে কেন বলেছিল সে যে ওর স্বামী সাংবাদিক? কোথাও

স্থির হতে পারছে না ভাবনাগুলো, শুধু সময়-ই নষ্ট হচ্ছে। প্রশ্নগুলোর উত্তর একমাত্র সোফিয়া দিতে পারত, কিন্তু সে আর মুখ খুলবে না কোনদিন। পুরো ভিলা তন্ন তন্ন করে খুঁজল রানা। যদিও কি যে খুঁজছে নিজেই জানে না। শেষ পর্যন্ত দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত তেমন কিছু না পেয়ে থামল একসময়।

বড় বড় তিনটে সুটকেসে সোফিয়ার যাবতীয় জিনিসপত্র ভরে সেগুলো গাড়িতে তুলল রানা। মনে মনে বলল নিজেকে, এখানে নয়, অনুসন্ধান শুরু করতে হবে রোমে। আর কিছু রয়ে গেল কি না, দেখে নিয়ে পুলিস স্টেশনে টেলিফোন করল ও। লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজিকে পাওয়া গেল না, লাইনে এল লেফটেন্যান্ট গুইডো।

'মাসুদ রানা বলছি।'

'ইয়েস, সেনর। বলুন, কি সাহায্য করতে পারি আপনাকে?'

ভুরু কুঁচকে উঠল ওর লোকটার অতি বিনয়ী কথাবার্তায়। ব্যাটা কি ঠাট্টা করছে নাকি? খেলাচ্ছে? 'মিস সোফিয়ার ক্যামেরার খবর কি? ফিল্ম্ ডেভেলপ করিয়েছেন?'

'ভেতরে ফিল্ম্ ছিল না ওটার,' ফ্ল্যাট গলায় বলল গুইডো।

'ছিল না?' তাজ্জব হয়ে গেল রানা। 'আপনি শিওর?'

'শিওর।'

ক্যামেরাটার ফুটেজ ইণ্ডিকেটরের কথা মনে পড়ল রানার। ওখানে পরিষ্কার দেখেছে বারো ফুট ফিল্ম্ এক্সপোজ করা হয়েছে। লাল অক্ষরে ফুটে ছিল, '12'। ফিল্ম্ ভরামাত্র এসব ক্যামেরার ফুটেজ মিটার স্বয়ংক্রিয়ভাবে '0'-তে চলে আসে। ফিল্ম্ এক্সপোজ না করা পর্যন্ত একচুল নড়ে না সংখ্যাটা। 'আই সী,' অন্যমনস্কের মত বলল রানা। 'লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজি কি

ভাবছেন এ ব্যাপারে?'

'এ নিয়ে ভাবাভাবির তেমন কিছু আছে কি?' পাল্টা প্রশ্ন করল সে। 'ব্যাপারটা খুবই সিম্পল। ভেতরে কোন ফিল্ম্ ছিল না।'

'ফুটেজ মিটারের ইণ্ডিকেশনের ব্যাখ্যাটা কি হচ্ছে তাহলে?' কঠিন গলায় বলল রানা। মেজাজ গরম হয়ে উঠছে।

'আমার জানা নেই, সেনর। ফ্রেনজি ফিরলে তাকে জিজ্ঞেস করব।'

'ওয়েল, থ্যাঙ্কস। ক্যামেরাটা কোথায় আছে?'

'আমার কাছেই।'

'সোফিয়ার জিনিসপত্র কালেক্ট করছি আমি।'

'ওটা আমাদের আর প্রয়োজন নেই। আপনি চাইলে নিয়ে যেতে পারেন।'

'ও. কে। এক ঘন্টার মধ্যে আসছি আমি।'

'ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম, সেনর।'

'আর একটা কথা।'

'বলুন?'

'বেলা ভিসটা থেকে মিস সোফিয়ার জুয়েলারি বক্সটা ছাড়া অন্য আর কিছু কি নিয়েছেন আপনারা? আই মীন ...'

'না, আর কিছু নিইনি।'

'ও.কে, থ্যাঙ্ক ইউ।'

ব্যাপারটা কিরকম হল, রিসিভার রেখে ভাবতে লাগল মাসুদ রানা, ভেতরে ফিল্ম্ না থেকে পারে কি করে? নাহ্, অসম্ভব। এ হতেই পারে না। অবশ্যই ফিল্ম্ ছিল চেম্বারে। নিশ্চয়ই কেউ বের করে নিয়েছে। কাজটা এমনভাবে করা হয়েছে যে ফিল্ম্ গেট

খোলার প্রয়োজন হয়নি। ওটা খুললে মিটারটা আবার ফিরে যেত '0'-তে। কিন্তু তা হয়নি।

তাছাড়া আরও একটা চিন্তার ব্যাপার আছে এখানে। রানা যেভাবে ভাবছে সত্যিই যদি সেভাবে ফিল্মটা বের করা হয়ে থাকে তাহলে নষ্ট হয়ে গেছে তা নিঃসন্দেহে। কাজটা সোফিয়াই করুক, আর যে-ই করুক, এভাবে কেন করল? পরক্ষণেই বুঝল রানা, ছবিগুলো নষ্ট করার জন্যেই এই কাজটা করা হয়েছে।

সে ক্ষেত্রে সোফিয়া নিশ্চয়ই করেনি। করেছে অন্য কেউ। কে হতে পারে সে? কেন করা হল কাজটা? ছবিগুলো ধ্বংস করার জন্যে? কেন? কিসের ছবি তুলেছিল সোফিয়া?

একটু একটু করে উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল মাসুদ রানা। পর পর আরও দুঢোক হুইস্কি গলায় ঢালল। সত্যিই কি তাহলে হত্যা করা হয়েছে সোফিয়াকে? এটাই কি সেই ক্লু, শেরম্যান যার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন? প্রশ্নটা বারবার ঘুরেফিরে মনে জাগছে। কে করল এ কাজ? কেন করল? কি লুকোতে চাইছিল সে?

ভাবতে ভাবতেই দ্বিতীয় সূত্রটা চোখে পড়ে গেল রানার। রোমে সোফিয়ার অ্যাপার্টমেন্টে সেদিন পুরো দশ কার্টন ফিল্ম্ দেখেছিল ও, ছবি তুলবে বলে কিনেছিল মেয়েটি। কোথায় সেগুলো? এখানে তো নেই! ওদিকে গুইডো বলছে এখান থেকে কিছুই নেয়নি ওরা। তাহলে?

পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার জন্যে আরেকবার পুরো ভিলা চক্কর দিল মাসুদ রানা। না। নেই কার্টনগুলো। বেরিয়ে এল ও। সামনের দরজায় তালা মেরে চাবিটা পকেটে পুরল। আরেকবার ঘুরে দেখতে চায় দুর্ঘটনাস্থলটা। ভিলার পিছনে চলে এল ও। দ্রুত

পায়ে হেঁটে চলল সেদিকে।

দু নম্বর ভিলার মাথার ওপর পৌঁছেই থমকে দাঁড়াল রানা। রঙচঙে ছাতাটার নিচে একজোড়া ফর্সা পা চোখে পড়েছে। প্রায় উরু পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার—একটা মেয়ে। বসে আছে ছায়ায়। পরনে সুইম কস্টিউম। ছাতার কিনারার জন্যে মুখটা দেখতে পারছে না ও। দ্রুত এদিক-ওদিক তাকাল। কিন্তু মেয়েটি ছাড়া আর কাউকে দেখা গেল না।

আবার তার দিকে মন দিল রানা। পাথরের মূর্তির মত একভাবে বসেই আছে সে, নড়ছে না একচুল। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর অধৈর্য হয়ে উঠল রানা। অসহ্য লাগছে সূর্যের তাপ। কাছেপিঠে তেমন বড় কোন গাছও নেই যার আড়ালে দাঁড়িয়ে রোদের অত্যাচার থেকে রেহাই পাবে। যেখানে আছে সেখানে গিয়ে দাঁড়াতে গেলে আবার ভিলাটা চোখের আড়ালে চলে যাবে।

তারচেয়ে চুড়োর কাজটা আগে সেরে আসা যাক, ভাবল মাসুদ রানা। এদিকটা পরে দেখলেও চলবে। গা থেকে কোটটা খুলে ফেলল ও অতিষ্ঠ হয়ে। বাঁ তর্জনিতে কলারটা বাধিয়ে কাঁধে ঝোলাল ওটাকে। তারপর রুমাল দিয়ে ঘামে ভেজা মুখ মুছতে মুছতে হাঁটা ধরল।

প্রথমে ক্লিফের কিনারায় এসে ঘুরে দাঁড়াল ও। চারদিকে নজর বোলাতে লাগল সতর্কতার সাথে। এ জায়গাটা প্রায় ফাঁকা—কয়েকটা ছোট ছোট বুনো ঝোপ ছাড়া আর কিছু নেই। দূরে গাছের ডালে পাখি ডাকছে। মাঝে মধ্যে দমকা গরম বাতাস এসে আছড়ে পড়ছে নাকেমুখে।

একটা সিগারেট বের করে ধরাল রানা। তারপর মাটির দিকে নজর রেখে ধীরপায়ে চক্কর দিতে শুরু করল জায়গাটা। নির্দিষ্ট কিছু খুঁজছে না, এমনিতেই নজর বোলাচ্ছে—ফিল্ম্গুলো বা আর কিছু যদি পাওয়া যায়, এই আশায়। বেশি ঘুরতে হল না, দু মিনিটের মধ্যেই জিনিসটা চোখে পড়ল।

একটা বর্মা চুরুট!

থমকে গেল রানা। আধখাওয়া একটা চুরুট পড়ে আছে পথের পাশে, একটা কাঁটাঝোপের সামনে। একভাবে জিনিসটার দিকে চেয়ে থাকল রানা ঝাড়া ত্রিশ সেকেণ্ড। তারপর ওটার পাশে বসে পড়ল আস্তে করে। দু আঙুলে চুরুটটা তুলল আলতো করে, চোখের সামনে এনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল।

কে ফেলল চুরুটটা এখানে? ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান? আপনমনে মাথা দোলাল রানা। সিগার খান বটে ভদ্রলোক, কিন্তু এই ব্র্যাণ্ড নয়। তাহলে? হঠাৎ করেই জমে গেল ও। কেন যেন মনে হচ্ছে, পিছন থেকে কেউ নজর রাখছে ওর ওপর। লোকটা যে-ই হোক, খুব বেশি দূরে নেই। ঘুরে তাকাতে গিয়েও একেবারে শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলাল রানা। ঠিক হবে না কাজটা। সত্যিই যদি কেউ নজর রেখে থাকে, ও ঘুরে তাকালেই সতর্ক হয়ে যাবে। হয়ত সরেই পড়বে জায়গা ছেড়ে।

স্বাভাবিকভাবেই উঠে দাঁড়াল রানা। চুরুটটা চট করে ছেড়ে দিল কোটের পকেটে। তারপর ঘুরে দাঁড়াল। যেন পাহাড়ী বনভূমির শোভা মুগ্ধ করেছে ওকে, এমনভাবে পিছনের গাছপালার দিকে তাকাল। আসলে আড়চোখে ঘন ঘন এদিক-ওদিক চাইছে, খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে অনুসরণকারীকে।

অনেকগুলো বড় বড় ঝোপ দেখা যাচ্ছে—রানার বিশ গজের মধ্যেই। ওর যে-কোন একটার পিছনে থাকতে পারে লোকটা। অথবা মোটা কাণ্ডওয়ালা কোন গাছের আড়ালেও হতে পারে। কিন্তু অনেকক্ষণ সতর্ক নজর বুলিয়েও লাভ হল না, তেমন কিছু চোখে পড়ল না। শেষে বিরক্ত হয়ে আসল কাজে মন দিল রানা।

কিন্তু দশ মিনিট যেতে না যেতেই গরমে জিভ বেরিয়ে পড়ার দশা হল। মনে হল চাঁদি ফুঁড়ে একলাফে বেরিয়ে আসবে বুঝি ফুটন্ত মগজ। বাধ্য হয়ে ফিরতি পথ ধরল রানা। বড় ঝোপ বা গাছের পাশ কাটাবার সময় প্রতিবার পেশীগুলোকে শক্ত লোহা বানিয়ে চলতে হল ওকে সম্ভাব্য আক্রমণ ঠেকানোর জন্যে। সারাটা পথ শির শির করল ঘাড়ের পিছনটা। সতর্ক থাকা সত্ত্বেও দু তিনবার ঘুরে পিছনে তাকাতে যাচ্ছিল ও মনের ভুলে। বহু কষ্টে ইচ্ছেটা সামলেছে শেষ পর্যন্ত।

ভিলায় পৌঁছে আর দেরি করল না রানা, সরেনটোর উদ্দেশে ছুটল লিঙ্কন কনভার্টিবল নিয়ে। শহরে পৌঁছে প্রথমেই বেলা ভিসটার এস্টেট এজেন্টের অফিসে এল ও। ভিলার চাবি এবং সোফিয়ার দেনা-পাওনা চুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

ওখান থেকে পুলিস স্টেশনে এল সোফিয়ার ক্যামেরাটা সংগ্রহ করতে। খবর দেয়া সত্ত্বেও আজ ওর সাথে দেখা করতে এল না গুইডো, বা ভেতরে ডেকেও পাঠাল না। ব্যাপারটা দুশ্চিন্তায় ফেলে দিল রানাকে। এর অর্থ কি? পুরো আধঘন্টা ওয়েটিং রুমে বসিয়ে রাখা হল ওকে। তারপর এক সার্জেন্টকে দিয়ে ক্যামেরাটা পাঠিয়ে দিল লেফটেন্যান্ট।

একটা রসিদে সই করে ক্যামেরাটা নিল রানা। সার্জেন্টকে

জিজ্ঞেস করে জানা গেল, ফ্রেনজি নেই। ফিরে গেছে রোমে। লাঞ্চ সেরে হোটেলে ফিরে এল ও। রিসেপশন ডেস্ক থেকে স্যুইটের চাবি নিল। সেই সাথে একটা খাম এগিয়ে দিল রিসেপশনিস্ট। বলল, 'আপনার জন্যে টেলিফোনিক মেসেজ, সেনর।'

'কে করেছিল টেলিফোন?'

'ইল সেনর শেরম্যান।'

"ও.কে। থ্যাঙ্কস।' ওখানে দাঁড়িয়েই খামটা খুলল রানা। ছোট একটা বার্তাঃ রানা, নেপলস ফিরে যাচ্ছি সোফিয়ার ডেডবডি নিয়ে। ওটা দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। হোটেল ইন্টারকনে উঠব। কাল দুপুরে তোমার অপেক্ষায় থাকব। ধন্যবাদ।

মেসেজটা পকেটে ঢোকাল রানা। স্যুইটে এসে কাপড় ছাড়ল। তারপর সোজা ঢুকল গিয়ে বাথরুমে। পুরো বিশ মিনিট শাওয়ারের ঠাণ্ডা পানিতে ভিজল। শীত লেগে উঠতে তোয়ালে দিয়ে গা মুছে বেরিয়ে এল। বাথরুমে ঢোকার আগে এয়ারকুলারটা চালিয়ে রেখে গিয়েছিল। ঠাণ্ডা হাওয়ায় গা জুড়িয়ে গেল ওর।

চুল শুকোবার জন্যে দশ মিনিট সময় দিল ও, তারপর উঠে পড়ল বিছানায়। মন থেকে সমস্ত ভয়, উৎকণ্ঠা আর দুশ্চিন্তা দূর করে দিল। এবং দু মিনিট যেতে না যেতেই গভীর ঘুমের কোলে তলিয়ে গেল মাসুদ রানা।

ঠিক ছ-টায় চেক আউট করল ও। তখনও প্রায় সমান তেজে গরম ছড়িয়ে চলেছে পড়ন্ত সূর্যটা। সোফিয়ার গাড়িটা রানার বকশিশের গুণে ঝকঝকে চেহারা পেয়েছে। সূর্যের আলো ঠিকরাচ্ছে মসৃণ ধাতব গা থেকে। ওটা নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল

রানা। চলল রেল স্টেশনের পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে যাওয়া সরেনটো-নেপলস হাইওয়ের দিকে।

পুলিস স্টেশন ছাড়িয়ে মাইলখানেক এগোবার পর হঠাৎ করেই রিয়ার ভিউ মিররে চোখ গেল রানার। কনভার্টিবলের বিশ গজ পিছনেই আরেকটা গাড়ি দেখল ও—একটা নীল রেনল্ট। ওর সাথে সমান তালে এগোচ্ছে। কেমন সন্দেহ হল রানার। চট করে দুপুরের অদৃশ্য অনুসরণকারীর কথা মনে পড়ে গেল। সে ব্যাটা না তো? অনেকক্ষণ পর্যন্ত ওটাকে লক্ষ্য করল ও। ড্রাইভার ছাড়া আর কোন আরোহী নেই। ভেতরের একটা গাঢ় নীল সানশীল্ডের জন্যে মুখ দেখা যাচ্ছে না লোকটার। টেনে নামিয়ে রাখা হয়েছে ওটা, তার থুতনির ওপরের কিছুই দেখতে পারছে না রানা বাধাটার জন্যে। ফলে সন্দেহটা আরও বেড়ে গেল। দেখা যাক, ভাবল রানা, কোনদিকে যায় ব্যাটা। দ্রুত বেগে ছুটল ও। স্টেশনের একটু আগে ডানে বাঁক নিয়ে নেপলস-এর পথ ধরল। হ্যাঁ, পিছু লেগে আছে রেনল্ট, তবে ভদ্র দূরত্ব বজায় রেখে। কম করেও একশো গজ দূরে আছে ওটা এ মুহূর্তে।

মিনিট দশেক চল্লিশ মাইল গতিতে এগোলো রানা, তারপর একলাফে ষাটে উঠে এল। প্রথমে সামান্য পিছিয়ে পড়েছিল রেনল্ট, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই আবার গ্যাপটা পূরণ করে নিল গতি বাড়িয়ে। রানা গতি কমালে সে-ও কমায়, বাড়ালে সে-ও বাড়ায়।

আধ ঘন্টা চলার পর নেপলসগামী অটোস্ট্রাডায় উঠে এল রানা। এবং বিনা নোটিসে ফুটবোর্ডের সাথে চেপে ধরল এক্সিলারেটর। হুঙ্কার ছেড়ে সামনে ঝাঁপ দিল নতুন কনভার্টিবল,

পলকে স্পিডোমিটারের কাঁটা নব্বুই ছুঁয়ে ফেলল। ছুটতে লাগল তীরবেগে। কয়েক সেকেণ্ড ধরে ক্রমান্বয়ে পিছিয়ে পড়তে থাকল রেনল্ট, তারপর একসময় থেমে গেল তা। আরও কয়েক মুহূর্ত পেরিয়ে যেতে মাঝখানের দূরত্ব কমতে শুরু করল—গতি বাড়িয়ে দিয়েছে ওটাও।

এবার আর কোন সন্দেহ রইল না রানার মনে। সত্যিই ওকে অনুসরণ করছে গাড়িটা। চালকের চেহারাটা কি করে দেখা যায়, ফন্দি আঁটতে লাগল ও। হঠাৎ করেই বুদ্ধিটা এল মাথায়। আর কয়েক মাইল সামনেই থামতে হবে অটোস্ট্রাডা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময়। অটোস্ট্রাডার টিকেট হস্তান্তর করতে হবে একটা চেকপোস্টে, নেপলস-এ ঢোকার আগে। ওখানটায় একটা চান্স নিতে হবে। অন্তত ওটার নাম্বারটা দেখে রাখার চেষ্টা করতে হবে।

কিন্তু হল না। দাঁড়াবার সুযোগই পাওয়া গেল না। প্রচণ্ড ভিড় জায়গাটায়। জানালা দিয়ে টিকেট হস্তান্তর করতে না করতেই পিছন থেকে অনেকগুলো গাড়ির সম্মিলিত ধমক খেতে হল ওকে—এগোতে বলছে। রেনল্ট তখন সাত-আটটা গাড়ির পিছনে। ইচ্ছে করেই আড়াল নিয়েছে জায়গা বুঝে। এ এমন এক জায়গা, সাইড করে গাড়ি দাঁড় করাবারও উপায় নেই। সেরকম ইচ্ছে থাকলে আরও দু মাইল এগিয়ে সাইড রোডে ঢুকে তবে দাঁড়াতে হবে।

ঠিক আছে, তাই সই, ভাবল রানা। এগোতে লাগল ও। কড়া নজর রেখেছে রেনল্টটার গতিবিধির ওপর। অটোস্ট্রাডার নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা করছে না এখন ওটার চালক, সামনের

গাড়িগুলোকে একে-একে ওভারটেক করতে শুরু করে দিয়েছে। কারও আপত্তিকে পাত্তা দিচ্ছে না। কারণ বুঝতে পেরেছে সে, এখন আর দূরে থাকা ঠিক হবে না। নেপলস-এর ঘন ট্রাফিকের ভিড়ে একবার ঢুকে পড়লে ওকে অনুসরণ করা দুরূহ হয়ে উঠবে, তাই যতটা সম্ভব এগিয়ে থাকতে চাইছে।

একে-একে ছয়টা গাড়িকে ওভারটেক করে উঠে এল রেনল্ট। রানার আর তার মাঝখানে এখন কেবল একটা বুগাত্তি। এই সময় সামনের বাঁ দিকের সাইড রোডটা চোখে পড়ল রানার। কোন সিগন্যাল না, কিচ্ছু না, আচমকা টার্ন নিল রানা সত্তুর মাইল গতিতে। অ্যাসফল্টের অটোস্ট্রাডায় তীক্ষ্ণ, কান ফাটানো আওয়াজ উঠল—সাঁ করে ব্রাঞ্চ রোডে ঢুকেই কড়া ব্রেক কষল রানা, প্রায় জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল কনভার্টিবল।

এ ধরনের অড্রাইভারসুলভ আচরণ ওর কাছ থেকে একেবারেই আশা করেনি রেনল্ট। পাল্টা কিছু করার সুযোগ পেল না সে, তার আগেই সময় পেরিয়ে গেছে। জানালা দিয়ে মুখ বের করে অটোস্ট্রাডার দিকে চেয়ে থাকল রানা। প্রথমে বুগাত্তিটা ওর পাশ কাটিয়ে সাঁ করে ছুটে গেল সামনের দিকে। রানার উদ্দেশে তুমুল গতিতে খিস্তি খেউর করছে ওটার চালক। বাঁ হাতে ঘুসি দেখাচ্ছে।

এর পরপরই এল রেনল্ট, রানার দশ-বারো ফুট দূর দিয়ে এগিয়ে গেল। শেষ সময় ঝট করে মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিয়েছিল চালক, তাই চেহারাটা দেখা গেল না। কিন্তু তাতে খুব একটা কিছু আসল-গেল না। তার বিশাল চওড়া কাঁধ দেখেই যা বোঝার বুঝে নিল মাসুদ রানা। কোন সন্দেহ নেই, এ সেই লোক।

একেই সেদিন বেলা ভিসটায় দেখেছে রানা।

গাড়িটার নাম্বার প্লেটের ওপর নজর বুলিয়ে নিতেও ভুল হল না ওর।

কেস থেকে বের করল রানা পেইলারড বোলেক্স ক্যামেরাটা। সম্ভবত সরাসরি কোন বোল্ডারের ওপর আছড়ে পড়েছিল, বডিটা তুবড়ে গেছে বিশ্রীভাবে। টেলিফটো লেন্সটা নেই। গায়েব হয়ে গেছে। ছিটকে দূরে কোথাও গিয়ে পড়েছে হয়ত, খুঁজে পাওয়া যায়নি।

সাবধানে ওটার পিছনের ফিল্ম্ গেটের ক্যাচ খুলল মাসুদ রানা। গেটটা সামান্য ফাঁক করে ধরতেই ভেতর থেকে ইঞ্চি তিনেক লম্বা, ছেঁড়া ফিল্মের একটা টুকরো ঝরে পড়ল ওর কোলের ওপর। কিছুক্ষণ ওটার দিকে চেয়ে থাকল রানা। তারপর আবার নজর দিল ক্যামেরার দিকে। ফিল্ম্ স্পূল তো নেই-ই, সেই সাথে দু'দিকে ফিল্ম্ ধরে রাখার যে টেক-আপ থাকে, সেই দুটোও হাওয়া।

উল্টেপাল্টে দেখল রানা ক্যামেরাটা। তারপর ওটা রেখে ফিল্মের টুকরোটা তুলে নিল। ওর ধারণাই ঠিক, গায়ের জোরে পুরো রোলটা ছিঁড়ে বের করে নিয়েছে কেউ ভেতর থেকে। টানের চোটে টেক-আপ দুটো পর্যন্ত বেরিয়ে এসেছে। অথচ ফুটেজ মিটারে লালের পটভূমিতে সাদা অক্ষরে ফুটে আছে '12'।

টুকরোটা আলোর সামনে তুলে ধরল ও। কিচ্ছু নেই। কালো। ওটা জায়গামত রেখে ক্যামেরাটা কেসে ঢোকাল রানা। একটা সিগারেট ধরিয়ে আনমনে টানতে লাগল। ডুবে গেছে গভীর

চিন্তায়।

বোঝা যাচ্ছে, সোফিয়া এমন কিছুর ছবি তুলেছিল যা অন্যের চোখে পড়ে গেলে মারাত্মক ক্ষতি হত কারও। ফলে সে-ই করেছে এ কাজ, জোর করে বের করে নিয়েছে ফিল্‌ম্‌ স্পূল। বা এমনও হতে পারে, ক্লিফ হেড়ে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছিল সোফিয়া। এই সময় পিছন থেকে এগিয়ে আসে সে, পায়ের শব্দে চালু ক্যামেরাসহ ঘুরে দাঁড়ায় সোফিয়া।

হয়ত ওটাই কাল হয়েছে মেয়েটির। নিজের সচল ছবি কাউকে দেখতে দিতে চায়নি সে। যে কারণে বল খাটাতে হয়েছে তাকে সোফিয়ার হাত থেকে ক্যামেরাটা কেড়ে নিতে।

জোর খাটাতে হয়েছে!

আপনমনে মাথা দোলাল রানা,ঠিক। হয়ত ক্যামেরা দিতে চাইছিল না মেয়েটি। সম্ভবত তখনই লোকটি তার পেটে আঘাত করে। এবং তার ধাক্কা সামলাতে না পেরে পড়ে যায় সোফিয়া। চোখ বুজে কিছুক্ষণ বসে থাকল রানা। এখন আর কোন সন্দেহ নেই। হত্যা করা হয়েছে সোফিয়াকে। ওকে হত্যা করে ফিল্‌ম্‌টা গায়ের জোরে টেনে বের করে আনা হয়েছে চেম্বার থেকে।

দুর্ঘটনাবশত পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়নি সোফিয়া শেরম্যানের। আত্মহত্যাও করেনি সে। তাকে খুন করা হয়েছে। নিজের বিপদটা টের পেতে দেরি হল না মাসুদ রানার। বুঝতে পারল, আষ্টেপৃষ্ঠে আটকে গেছে ও এর মধ্যে। যে করেই হোক নিজেকে মুক্ত করতে হবে ওকে এই বিচ্ছিরি ঝামেলার হাত থেকে। কাজটা যত তাড়াতাড়ি করা যায় ততই মঙ্গল।

এবং সদা সতর্ক থাকতে হবে। চারদিক ভালমত দেখেশুনে

নিয়ে তবে পা বাড়াতে হবে। নইলে চোরাবালিতে আটকে যেতে পারে পা।

তের

'হ্যালো, মিস্টার মাসুদ রানা!'

কফির কাপে চুমুক দিতে যাচ্ছিল রানা মুখ নামিয়ে, থেমে গেল মাঝপথে। ঘাড় ফিরিয়ে বাঁয়ে তাকাল। পাশেই দাঁড়িয়ে প্যামেলা শেরম্যান। পরনে ধূসর লিনেনের স্কার্ট-ব্লাউজ। সরু কোমরে সাদা বোতামের কারুকাজ করা চওড়া লাল বেল্ট। পায়ে লাল স্পাইক হিল শূ। মাথায় লাল স্কাল-ক্যাপ, ধপধপে সাদা একটা হাঁসের পালক গোঁজা রয়েছে তাতে। সব মিলিয়ে দারুণ আকর্ষণীয় চেহারা।

রাঙা ঠোঁট জোড়া কুঁচকে আছে হাসির ভঙ্গিতে। রানার কাঁধে ঝোলানো সোফিয়ার সিনে ক্যামেরাটার দিকে তাকাচ্ছে মেয়েটি ঘন ঘন। কাপটা নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল রানা। নড করল প্যামেলাকে।

'হ্যালো!' বলল ও।

এক পা এগিয়ে এল মেয়েটি। 'বসতে পারি?'

'শিওর। প্লীজ, সিট ডাউন।'

'ধন্যবাদ।' ওর মুখোমুখি বসল প্যামেলা। লিপস্টিক চর্চিত ঠোঁটের হাসিটা সামান্য বদলে গেছে যেন, নার্ভাস লাগছে। 'কখন এলেন?'

'মিনিট পাঁচেক।'

'তা, কি মনে করে?'

'মিস্টার শেরম্যান আসতে বলেছিলেন।'

মৃদু ভাঁজ পড়ল প্যামেলার সুন্দর চিকন দুই ভুরুর মাঝখানে। 'তাই নাকি?'

'আপনার জন্যে কিছু ড্রিঙ্কস...'

'না, ধন্যবাদ। এইমাত্র লাঞ্চ সেরেছি। জানেন তো, একটু পর চলে যাচ্ছি আমরা নিউ ইয়র্ক?'

'জানি।' কফি শেষ করে একটা সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা। মেয়েটির ভাব দেখে বোঝা যাচ্ছে কিছু একটা বলতে চায়। কিন্তু ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারছে না।

'কিছু বলবেন?'

'হ্যাঁ, মানে...,' আমতা আমতা করতে লাগল প্যামেলা। 'কথাটা খুবই জরুরী, মিস্টার রানা। এবং গোপনীয়ও।'

'আচ্ছা!'

'আমার স্বামী আপনাকে যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন, সে কাজে নামার আগে কথাগুলো আপনার জানা দরকার।'

কিছু বলল না মাসুদ রানা। একমনে সিগারেট টেনে চলেছে। চেহারায় 'গোপনীয়' কথা শোনার বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখা না গেলেও ভেতরে ভেতরে রয়েছে ষোল আনাই।

'কথাগুলো হয়ত ভাল লাগবে না আপনার,' বলল সে। 'হয়ত

ভাববেন সোফিয়াকে আমি দেখতে ..... না বলে ওর বদনাম করছি। আসলে তা নয়, বিলিভ মী। আবার না বলেও পারছি না। মিস্টার রানা, আমার স্বামী খুব নিষ্ঠুর এবং শক্ত মনের মানুষ। রসকষহীন, ভীষণ রকম কাঠখোট্টা। আবার তেমনি সেন্টিমেন্টাল। ওর ভেতরে ভালবাসা বলে যেটুকু আছে, তার সবটুকুই ছিল মেয়ের জন্যে। হয়ত বিশ্বাস হবে না, কিন্তু মেয়েটা ছিল ওর কলজের টুকরো।

'যদিও ব্যাপারটা মেয়েকে সে বুঝতে দেয়নি কখনও। মেয়ের জন্যে চিন্তা করত সব সময়। এবং বেশি পয়সা হাতে পেলে মেয়ে বখে যেতে পারে এই ভয়ে টাকা-পয়সা তেমন একটা দিত না তাকে। যা পরে বুমেরাঙ হয়ে দেখা দিয়েছে।'

চোখ তুলল প্যামেলা শেরম্যান। দু হাতে ভর দিয়ে সামান্য ঝুঁকে বসল সামনের দিকে। লো-কাট ব্লাউজের গলা দিয়ে তার উঁচু, ফর্সা বুকের অনেকটাই দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। 'আপনার ব্যাপারে ফ্র্যাঙ্কলিন খুব উঁচু ধারণা পোষণ করে। আমি জানি সে সোফিয়ার মৃত্যুর ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখার অনুরোধ করেছে আপনাকে। তার স্থির বিশ্বাস, খুন হয়েছে সোফিয়া। লোকটাকে আমি চিনি, মিস্টার মাসুদ রানা। জানি, পাহাড় টলবে, কিন্তু ফ্র্যাঙ্কলিন এক চুলও টলবে না তার এই বিশ্বাস থেকে। অথচ উপস্থিত সাক্ষ্য-প্রমাণ বলছে মৃত্যুটা দুর্ঘটনা। পুলিস এবং করোনারও একই মত দিয়েছে। মনে হয় আপনিও তাই ভাবছেন।'

অনেকটা আত্মস্থ মনে হচ্ছে এখন প্যামেলা শেরম্যানকে। কেন জানে না, হঠাৎ করেই তার উপস্থিতি অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে

রানাকে। প্যামেলার চাউনির মধ্যে যেন কি একটা আছে, বুঝতে পারছে ও। কিন্তু সেটা যে কি, ধরতে পারছে না। বলল, 'আমি শিওর নই, মিসেস শেরম্যান। আগে তদন্ত করে দেখতে হবে।'

'হ্যাঁ। এবং সেজন্যেই আপনাকে এসব বলতে বাধ্য হলাম। সোফিয়ার বাবা জানত তার মেয়ের মত সুবোধ মেয়ে আর হয় না। ভদ্র শান্ত পড়াশুনার ব্যাপারে সিরিয়াস, আসলে তা সে কোনদিনই ছিল না। মৃত কারও সমালোচনা করতে পছন্দ করি না আমি। কিন্তু আজ করছি বাধ্য হয়ে। টাকার বিনিময়ে সোফিয়া করতে পারত না এমন কোন কাজ ত্রিভুবনে নেই, মিস্টার রানা। অর্থই ছিল ওর কাছে আসল। অথচ ফ্র্যাঙ্কলিন মেয়ের চাহিদার কথা না ভেবে বোকার মত খুব সামান্য টাকা দিত ওকে হাত খরচের জন্যে। ফল যা হবার তাই হয়েছে। আমার জানা মতে প্রতি সপ্তায় অন্তত হাজার ডলার ব্যয় করত সোফিয়া নিউ ইয়র্কে। এরকম নীতি বিবর্জিত নোংরা চরিত্রের মেয়ে দ্বিতীয়টি দেখিনি আমি।'

প্যামেলার কাঁপা গলার ঘৃণা মিশ্রিত মন্তব্যগুলো শুনে বিস্মিত হল রানা।

'একটুও বাড়িয়ে বলছি না আমি। সোফিয়ার মৃত্যুর কারণ তদন্ত করতে গেলেই ওর অতীত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে হবে আপনাকে, আপনি চান আর না চান। তখন নিজেই বুঝতে পারবেন। শুধু এবারই নয়, আগেও বহুবার প্রেগনেন্ট হয়েছে সোফিয়া। এ ওর কাছে খুবই সাধারণ ব্যাপার ছিল। ওর ওঠাবসা ছিল দুনিয়ার যত থার্ড ক্লাস ক্রিমিন্যালদের সঙ্গে। ওর খুন হওয়ার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই। ওভাবে মৃত্যুই ওর পাওনা ছিল।'

'কিন্তু আপনি ভাবছেন সোফিয়া খুন হয়নি?' বলল রানা।

একটু থমকাল প্যামেলার চাউনি। 'আমি জানি না। শুধু জানি পুলিস মৃত্যুটাকে দুর্ঘটনা বলে মেনে নিয়েছে। কেবল আপনি আর আমার স্বামী বাকি। ওর মৃত্যু-রহস্য উদঘাটন করতে হলে অনেক নোংরা ঘাঁটতে হবে আপনাকে, মিস্টার রানা। আমি শিওর, নিউ ইয়র্কের মত রোমেও সোফিয়া চরম উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে দিন কাটিয়েছে। আপনি যখন আসল তথ্যগুলো বের করবেন, সেগুলো অবশ্যই শেরম্যানের কানে যাবে। এবং চরম আঘাত পাবে, যা কোনদিন ভুলতে পারবে না সে। শেরম্যান হার্টের রুগী। বেশি আঘাত পেলে এ ধরনের মানুষের কি পরিণতি হয়, তা আপনিও জানেন।'

আরেকটা সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা। মাথার মধ্যে চিন্তা ভাবনাগুলো তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। 'একটা কথা জানতে চাইব, যদি কিছু মনে না করেন।'

'অফকোর্স!'

'মিস্টার শেরম্যানের সাথে আপনার বিয়ে হয়েছে ক বছর?'

'দেড় বছর। কেন?'

'সোফিয়া সম্পর্কে এত খবর এইটুকু সময়ের মধ্যে কি করে জানলেন আপনি?'

ঠোঁট বেঁকে গেল প্যামেলার। হাসছে। টিটকিরির ভঙ্গিতে। 'বিয়ের অনেক আগে থেকেই ওকে চিনতাম আমি, মিস্টার রানা। নিজের চোখে ওর অনেক নোংরামি দেখেছি আমি।'

অ্যাশট্রেতে ছাই ঝাড়ল রানা। 'আপনি জানেন, মিস্টার শেরম্যানের নির্দেশ অমান্য করলে আমার কি অবস্থা হবে।

আগামী কিছুদিনের মধ্যে নিউ ইয়র্কে বদলি হবার কথা আছে আমার, ফরেন ডেস্কে। তা তো হবেই না, মাঝখান থেকে হয়ত...'

'হবে,' ওকে থামিয়ে দিল মেয়েটি। আগ্রহের আতিশয্যে টেবিলে কনুইয়ের ভর চাপিয়ে ঝুঁকে এল সামনে। 'আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, হবে। শুধু মাথা থেকে তদন্তের ধারণাটা বাদ দিন, বাদবাকি আমি দেখব। শুনুন, আঘাত পেয়ে এ মুহূর্তে খেপে আছে ওর বাবা। কিন্তু নিউ ইয়র্ক ফিরে কাজের মধ্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লে নিজেকে ঠিকই সামলে নিতে পারবে। দু-চারদিন পরে টেলিফোনে যদি শেরম্যানকে আপনি জানান যে তার ধারণা ভুল, কেউ খুন করেনি সোফিয়াকে, সত্যিই ও ছবি তুলতে গিয়ে পড়ে গেছে, তাহলে দেখবেন ও নিয়ে আর মাথা ঘামাবে না সে। আপনি যদি আমার কথামত চলেন, আপনার বদলির ব্যাপারটা আমি দেখব। আমি কথা দিচ্ছি, মিস্টার রানা। অনর্থক কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বের করবেন না, লোকটা মরে যাবে। আগে একবার স্ট্রোক করেছে শেরম্যানের। আবার তেমন কিছু ঘটলে সত্যিই মরে যাবে ও।'

রিসেপশন হলের দিকে মুখ করে বসে ছিল রানা। ওদিকের পাশাপাশি চারটে লিফটের একটা দরজা খুলে যেতেই ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যানকে দেখতে পেল। বেরিয়ে এসে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন।

'মিস্টার শেরম্যান আসছেন,' বলল ও। হাত তুলে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

'আমার কথাগুলো মনে রাখবেন, মিস্টার রানা,' চাপা গলায় প্রায় মিনতির সুরে বলল প্যামেলা।

রানা কিছু বলার সুযোগ পেল না। তার আগেই এসে পড়লেন ভদ্রলোক। 'হ্যালো, সন। সরি। নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি তোমাকে?' বলেই প্যামেলার দিকে ফিরলেন তিনি জিজ্ঞাসু চোখে।

'ইয়ে, মিস্টার রানা সোফিয়ার ক্যামেরাটা নিয়ে এসেছেন। ওটার ব্যাপারে কথা বলছিলাম আর কি,' বলল সে।

ঘরের মধ্যে আচমকা বাজ পড়েছে যেন। চমকে গেল রানা। যদিও চেহারাটা স্বাভাবিক রাখল প্রাণপণে। এটা সোফিয়ার ক্যামেরা, কি করে বুঝল প্যামেলা? ও তো একটা কথাও বলেনি এ প্রসঙ্গে!

'ঠিক আছে,' বললেন শেরম্যান। 'তুমি গাড়িতে গিয়ে বোসো। রানার সাথে কথা সেরে আসছি আমি। লাগেজ সব তোলা হচ্ছে কি না দেখ।'

মুখ কালো করে উঠে গেল মেয়েটি। ও বেরিয়ে যেতে রানার দিকে ফিরলেন শেরম্যান। 'রানা, ক্যামেরাটা...।'

'ভেবেছিলাম আপনি হয়ত দেখতে চাইবেন, তাই নিয়ে এসেছি।'

'না। কোন দরকার নেই। ও দেখে কি-ই বা বুঝব আমি। তোমার কাছেই রেখে দাও। ভিলায় কোন সূত্র পেলে?'

'তেমন কিছু চোখে পড়েনি,' কথাটা ঘুরিয়ে বলল রানা।

'চেষ্টা চালিয়ে যাও, সন। তুমি পারবে। আশা করি তুমি নিরাশ করবে না আমাকে। সে যাক, আজ সকালে ফোনে রোম পুলিস চীফের সাথে কথা বলেছি। করোনারের সাথে তো আগেই কথা হয়েছে, তুমি জান। ওঁরা দু'জনেই সোফিয়ার মৃত্যুটাকে

অ্যাক্সিডেন্টাল হিসেবে মেনে নিয়েছে। কাজেই পুলিস আর কোন ঝামেলা করবে বলে মনে হয় না। তুমি নিশ্চিন্তে এগোতে পার এখন।' পকেট থেকে একটা ইয়েল লকের চাবি বের করলেন তিনি। 'এটা রাখ। সোফিয়ার রোম অ্যাপার্টমেন্টের চাবি। ওর সবকিছু বিক্রি করে টাকাটা কোন অরফানেজে দিয়ে দিয়ো।'

'আচ্ছা,' চাবিটা পকেটে পুরল রানা।

এবার একটা চেক বের করলেন শেরম্যান। প্রায় জোর করেই গুঁজে দিলেন রানার হাতে। অঙ্কটা দেখল রানা—এক মিলিয়ন ডলার। রানা এজেন্সি, রোম শাখার ওপর ইস্যু করা। 'যত লাগে খরচ কোরো। আর কখন কি অগ্রগতি হয়, আমাকে টেলিফোনে জানিয়ো। খুব খুশি হব। তোমাকে ঝামেলায় ফেলে গেলাম। তবু...,' অপ্রত্যাশিতভাবে রুদ্ধ হয়ে এল গলা। মনে হল ভেঙে পড়তে যাচ্ছেন কঠিন-হৃদয় ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান।

'চিন্তা করবেন না,' বলল রানা। 'আপনার মেয়ের হত্যাকারী-কে খুঁজে বের করবই আমি।'

'থ্যাঙ্কস, সন।'

একটু পর শেরম্যান দম্পতিকে নিয়ে বেরিয়ে গেল ক্যাডি-লাকটা। মুখ ঘুরিয়ে পিছনদিকে তাকাল একবার প্যামেলা, চোখাচোখি হল রানার সাথে। রাজ্যের উদ্বেগ, সেই সাথে নীরব আকুতি ফুটে আছে তার সুন্দর চোখ দুটোয়।

চোদ্দ

রোম পৌঁছুল রানা ঠিক ছ-টায়।

আশায় আশায় থাকলেও সারাপথে একটিবারের জন্যেও নীল রেনল্টটিকে চোখে পড়েনি আজ ওর। যানবাহনের প্রচণ্ড ভিড় ঠেলে সান ক্যাপরিয়ানা পৌঁছুতে প্রচুর সময় লাগল। এত পথ গাড়ি চালিয়ে আসতে নিতম্ব অবশ হয়ে গেছে রানার। ধরে গেছে কোমর।

ঢাল বেয়ে বাংলোয় উঠে এল রানা সোফিয়ার লিঙ্কন নিয়ে। গেট খুলে ঢুকে পড়ল ভেতরে। নিজের ব্রিফকেসটা নিয়ে নেমে এল গাড়ি থেকে। সোফিয়ার সুটকেসগুলো আর নামাল না। একটুপরই ওগুলো নিয়ে যেতে হবে ওর অ্যাপার্টমেন্টে। প্যাক করতে হবে সব।

সোজা বেডরুমে চলে এল মাসুদ রানা। কোণের রাইটিং টেবিলের ওপর ব্রিফকেসটা রাখল। তারপর গ্লাসে খানিকটা হুইস্কি আর সোডা ঢেলে নিয়ে টেলিফোনের পাশে এসে বসল। পুশ বাটন টিপতে লাগল একটা একটা করে। কথা বলবে লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজির সাথে। প্রথমে এক সার্জেন্ট ধরল টেলিফোন, পাঁচ সেকেণ্ড পর লাইনে এল অফিসার।

'মাসুদ রানা বলছি।'

'কখন ফিরলেন?'

'এইমাত্র।'

'ইল সেনর শেরম্যান কি চলে গেছেন নিউ ইয়র্ক?'

'হ্যাঁ, নেপলস থেকেই চলে গেছেন প্লেন চার্টার করে। ডেডবডিটা নিয়ে গেছেন।'

'আই সী! তারপর, আর কি খবর?'

'খবর তো আপনাদের কাছে। ও হ্যাঁ, করোনারের সাথে কথা হয়েছে মিস্টার শেরম্যানের। মৃত্যুটাকে দুর্ঘটনা হিসেবে মেনে নিয়েছেন করোনার।'

'তাই? জানি না তো!'

'হ্যাঁ। কাল রাতে আপনার চীফের সাথেও কথা বলেছেন তিনি ফোনে। তাঁরও ওই একই মত।'

'ইন্টারেস্টিঙ!' সতর্কতার সাথে বলল ফ্রেনজি। 'তদন্ত শেষ না হতেই মত দিয়ে ফেলেছেন?'

'হ্যাঁ। সে যাক, একটা জরুরী কথা বলার জন্যে ফোন করেছি। একটা ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাই।'

'অবশ্যই, বলুন?'

'একটা কারের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার লিখে নিন। নেপলস-এ রেজিস্টার্ড, নীল রেনল্ট। গাড়িটা কার জানতে চাই আমি।'

'সার্টেনলি,' নাম্বারটা লিখে নিল লেফটেন্যান্ট। তারপর বলল, 'ভাবনা নেই। ফোনের পাশে থাকুন। খোঁজ নিচ্ছি আমি। পনের মিনিটের মধ্যেই রিঙব্যাক করছি।'

'থ্যাঙ্কস।'

রিসিভার রেখে দিল মাসুদ রানা। গ্লাসটা তুলে নিয়ে নরম সোফায় হেলান দিয়ে বসল। মৃদু চুমুক দিতে দিতে ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যানের কথা ভাবতে লাগল। যে ভাবে করোনার আর পুলিস চীফকে ম্যানেজ করেছেন ভদ্রলোক, রীতিমত অবাকই লাগছে ভাবতে।

অন্য দেশে যে মানুষের এত প্রভাব, নিজ দেশে না জানি তার কত ক্ষমতা। ফিগার, চেহারা, চাল-চলন, কথা বলার ভঙ্গি মোটকথা সবকিছুর মধ্যেই আলাদা একটা স্বাতন্ত্র্য আছে ভদ্রলোকের। তাঁর ইচ্ছের কাছে নতি স্বীকার করবে ইটালিয়ানরা, প্রথম থেকেই নিশ্চিত ছিলেন তিনি। দেখা যাচ্ছে ঘটেছেও তাই।

শেষ চুমুক দিয়ে গ্লাসটা টেলিফোনের পাশে নামিয়ে রাখল মাসুদ রানা। এ ধরনের মানুষ যখন যা চায়, ভাবছে ও, প্রায় সব ক্ষেত্রেই পেয়েও থাকে। এঁর প্রভাব বলয়টা আবার একটু বেশিই বিস্তৃত। একে নামকরা পত্রিকার মালিক-সম্পাদক, তার ওপর টাকার কুমির।

ভালই, ভাবছে রানা। আলোড়ন তুলতে সমর্থ হয়েছেন ভদ্রলোক পুলিস ডিপার্টমেন্টে। এতে স্বাভাবিকভাবেই সময় কিছুটা বেশি পাবে ও, যা এ-মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি দরকার। পর্যাপ্ত সময় পেলে সোফিয়ার হত্যাকারীকে খুঁজে বের করে ফেলতে সক্ষম হবে রানা। হয়ত।

একই সাথে প্যামেলা শেরম্যানের কথাও ভাবল ও। মেয়েটির এত ভয় পাওয়ার কি কারণ থাকতে পারে? কেন সোফিয়ার হত্যাকারীকে খুঁজে বের করা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করল সে ওকে? সোফিয়ার নোংরা অতীত উন্মোচিত হলে তার কি এমন

ক্ষতি? সত্যিই কি ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যানের কথা ভেবে উদ্বিগ্ন সে, না অন্য কোন কেচ্ছা আছে এর ভেতরে?

দশ মিনিট পর ফোন করল লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজি। 'নাম্বারটার ব্যাপারে আপনি শিওর, সেনর? কোন ভুল হয়নি তো?'

'মনে হয় না। কেন?'

'এ নাম্বারের কোন গাড়ি নেপলস-এ রেজিস্ট্রি হয়নি।'

প্লেটটা তাহলে ভুয়া? চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে লাগল মাসুদ রানা। 'আই সী।' ব্যাপারটা এখানেই ধামাচাপা দেয়া ভাল। ফ্রেনজি নইলে বেশি আগ্রহী হয়ে উঠতে পারে। বলল, 'তাহলে বোধহয় ভুলই দেখেছি, লেফটেন্যান্ট। শুধু শুধু কষ্ট দিলাম আপনাকে। সরি।'

'এর সঙ্গে লা সেনরিনার মৃত্যুর কোন সম্পর্ক নেই তো, সেনর?'

'না না, সে-সব কিছু না,' অবলীলায় বলল ও। 'সরেনটোয় কয়েকবার দেখেছি গাড়িটাকে। তাই ভাবলাম, ওটার ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিয়ে রাখি। দ্যাট'স অল। আর কিছু নয়।'

'ভাল করেছেন, সেনর। অন্য আর কোন সাহায্যের প্রয়োজন হলে সাথে সাথে রিং করবেন। কোন দ্বিধা করবেন না যেন। ঠিক আছে?'

'অবশ্যই করব। থ্যাঙ্কস।'

'গুড বাই। সী ইউ অ্যারাউণ্ড।'

অ্যারাউণ্ড কথাটার ওপর ব্যাটা খুব জোর দিল মনে হচ্ছে? চোখ কুঁচকে গেল রানার। পরক্ষণেই মৃদু হাসল। চোরের মন পুলিস-পুলিস। সবকিছুতেই সন্দেহ।

ঘুরেফিরে প্যামেলার আকুতিমাখা মুখের ছবি ভেসে উঠতে লাগল মনের পর্দায়। আরও জোরেশোরে তদন্ত চালাতে হবে, নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল রানা। নিজের জন্যে তো বটেই, সেই সাথে লারসেনের ব্যাপারটাও দেখতে হবে। ওর ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারের পথে সোফিয়ার মৃত্যু যাতে কোন বাধা হয়ে না দাঁড়াতে পারে সেটা ওকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। খুঁজে বের করতেই হবে সোফিয়ার হত্যাকারীকে। শেরম্যান যতই বলুন, রানার ধারণা ও এ-কাজে ব্যর্থ হলে ফরেন ডেস্ক কোনদিনই জুটবে না লারসেনের।

কিন্তু ব্যাটা গেল কোথায়? সাতদিনের কথা বলে সেই যে গেল, আজ এগার-বার দিন পার হতে বসেছে, এখনও ফেরার নাম নেই। অন্তত এক-আধবার টেলিফোন করেও তো খবর নিতে পারত। এ কেমন ছেলেমানুষী? একটা সিগারেট ধরাল রানা। লারসেনের ওপরের রাগ ঝাড়তে লাগল ওটার ওপর। কষে একটার পর একটা টান দিয়ে গরম করে তুলল।

সিগারেট শেষ করে উঠল রানা। গোসল করে পেটে কিছু দিতে হবে আগে। তারপর বেরোবে ও। টনি আমান্দোর সাথে দেখা করতে হবে প্রথমে, ওখান থেকে যাবে ভায়া ক্যাভোর। সোফিয়ার জিনিসপত্র সব গোছগাছ করতে হবে।

ক্যামেরাটা বের করল রানা ব্রিফকেস থেকে। রাইটিং টেবিলের নিচের ড্রয়ারে ভরে তালা লাগিয়ে দিল। মনে পড়ল, রোম ফিরেই ফোন করবে বলে লিজাকে কথা দিয়েছিল ও। রিসিভার তুলে নাম্বার ঘোরাল রানা। কিন্তু অফিসে পাওয়া গেল না মেয়েটিকে। পাঁচবার রিঙ হতেও যখন ফোন ধরল না, তখন

লাইন কেটে দিয়ে ওর ফ্ল্যাটে ফোন্ করল মাসুদ রানা। সেখানেও সাড়া পাওয়া গেল না। বিরক্ত মুখে বাথরূমে গিয়ে ঢুকল সে।

'মেয়েটি রোমে এসেছে আগে জানলে তোমাকে সতর্ক করতে পারতাম আমি,' বলল টনি আমান্দো। 'তাহলে হয়ত এ ঝামেলায় পড়তে হত না তোমাকে।'

সিগারেটে টান দিতে গিয়েও থেমে গেল মাসুদ রানা। ভুরু কুঁচকে তাকাল বন্ধুর দিকে। 'সতর্ক করতে! কোন্ ব্যাপারে?'

'সোফিয়া শেরম্যানের ব্যাপারে।'

'বুঝলাম না। সোফিয়ার ব্যাপারে সতর্ক করার কি থাকতে পারে?'

'মানে, ওর স্বভাব চরিত্রের ব্যাপারে, আর কি। চরিত্র খুব একটা ভাল ছিল না মেয়েটির। অপঘাতে সোফিয়ার মৃত্যুটা দুঃখজনক। কিন্তু হলপ করে বলতে পারি মেয়েটি বেঁচে থাকলে আজ এর চাইতেও অনেক বড় বিপদে পড়তে হত তোমাকে।'

'কিছুই বুঝতে পারছি না। খুলে বল।'

'সোজা কথায়, সোফিয়া ছিল একটা ব্ল্যাকমেইলার। পুরুষের ব্যাপারে কোন বাছবিচার ছিল না। যার-তার সঙ্গে রাত কাটাত। এবং সময় সুযোগ বুঝে তাকে ব্ল্যাকমেইল করত। এ কাজে বিশেষ করে সাংবাদিকদের প্রেফার করত সে। তুমি জান না, নিউ ইয়র্ক ভিশনের প্রায় সব সাংবাদিকই ওর শিকার হয়েছে। ওর দাবি মেটাতে বাধ্য হয়েছে তারা, নইলে বাপকে বলে শায়েস্তা করার হুমকি দিত মেয়েটি। চাকরির ভয়ে সবাই সবকিছু সহ্য করে গেছে মুখ বুজে। তোমাকেও ধরেছিল আসলে ওই ভেবেই।

তোমার আসল পরিচয় জানলে হয়ত এর কিছুই ঘটত না।'

কয়েক মুহূর্ত হতবাক হয়ে চেয়ে থাকল রানা টনি আমান্দোর মুখের দিকে। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না যেন। 'বল কি? সোফিয়া...কিন্তু তুমি এসব জান কিভাবে? কোত্থেকে শুনেছ?'

'লারসেনের কাছে শুনেছি।'

'কিন্তু শুনলাম লারসেন নাকি চেনে না সোফিয়াকে?'

'তাতে কি? এসব গরম খবর কি চাপা থাকে কখনও? একদিন দু দিন বাদেই তো নিউ ইয়র্ক ডেস্কের সাথে কথা হয় ওর টেলিফোনে। তাদের মুখে শুনেছে। শুধু সোফিয়া ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যানের মেয়ে বলে বেঁচে গেছে। নিউ ইয়র্কে বুড়োর সাংঘাতিক হোল্ড, অন্যান্য পত্রিকা মালিক পর্যন্ত সমঝে চলে লোকটাকে। যে কারণে এসব খবর ছাপতে সাহস করেনি তারা। নইলে প্রতি সপ্তায় অন্তত একবার করে লীড নিউজে আসত সোফিয়া। অবশ্য এর আরও একটা কারণ আছে। নিউ ইয়র্কের কুখ্যাত ইটালিয়ান গুণ্ডা আলবার্তো ফেলিনির বান্ধবী ছিল ও। ফেলিনিকে ভয় করে না এমন মানুষ নিউ ইয়র্কে একজনও আছে বলে মনে হয় না আমার। নিউজ চেপে যাওয়ার পিছনে ফেলিনিও একটা কারণ। সোফিয়ার বিরুদ্ধে কিছু লিখলে ওর বাপ বড়জোর চাকরিহারা করতে পারত বেয়াড়া সাংবাদিককে। কিন্তু ফেলিনি তাকে জীবিত ছাড়ত না নিশ্চয়ই। যেই ফেলিনি খুন হল, অমনি নিউ ইয়র্ক ছাড়ল সোফিয়া। অনেকের ধারণা, হত্যাকারী সোফিয়ার সাহায্যেই ফেলিনিকে খুন করতে পেরেছে। নইলে কাজটা সহজ ছিল না।'

আলবার্তো ফেলিনির খুন হওয়ার ব্যাপারটি রানা শুনেছে আগেই। কিন্তু সোফিয়া শেরম্যান ওই মানুষটির বান্ধবী ছিল ভাবতেই পারছে না ও। 'সোফিয়া ফেলিনির বান্ধবী ছিল, তুমি শিওর?'

কাঁধ ঝাঁকাল আমান্দো, ঠিক ভিটেলা ফ্রেনজির মত করে। 'এখানে বসে শ্যিওর হই কি করে, বল? তবে নিউ ইয়র্কের বেশির ভাগ ক্রাইম রিপোর্টারের একই মত, সোফিয়াই সেই মেয়ে। ব্লণ্ড। ওখানকার যে অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে খুন হয়েছে ফেলিনি, তার ভাড়া সে-ই দিত। এত টাকা লোকটার, কল্পনাই করা যায় না। তেমনি ছিল প্রভাব। সপ্তায় দু দিন সেখানে বান্ধবীকে নিয়ে মৌজ করত সে। শুনেছি শনিবার দুপুরের পর তার বান্ধবী প্রথমে আসত সেখানে। আর সন্ধের পর ও এসেছে কি না, টেলিফোনে খবর নিয়ে তবে আসত আলবার্তো ফেলিনি, সশস্ত্র বডিগার্ডদের পাহারায়। তারা প্রথমে ভেতরে ঢুকে পুরো অ্যাপার্টমেন্ট তন্ন তন্ন করে সার্চ করত। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে পরে ফেলিনি ঢুকত। প্রথম প্রথম কিছুদিন দরজার বাইরে বসে গার্ড দিত ওকে বডি-গার্ডরা, সোমবার ভোর পর্যন্ত। একবারে ফেলিনিকে নিয়ে ফিরত। কিন্তু পরে কি জন্যে যেন আলবার্তো নিজেই সে ব্যবস্থা বাতিল করে দেয়। ওকে ভেতরে রেখে ফিরে যেত গার্ডরা। আবার সোমবার এসে নিয়ে যেত। সোফিয়াই যে সেই মেয়ে, তাতে কারও সন্দেহ নেই। কিন্তু মুশকিল যে কেউ তার চেহারা দেখেনি সামনা-সামনি। গার্ডরা যখন ভেতরে ঢুকত সার্চ করতে, তখন জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত মেয়েটি পিছন ফিরে। ফলে চেহারা দেখা যেত না তার। মেয়েটির ফিগার এবং অন্যান্য যে

সব বর্ণনা পাওয়া যায়, তাতে সবাই, এমনকি পুলিস পর্যন্ত শিওর এ সোফিয়া শেরম্যান না হয়েই যায় না। কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকা ছাড়া আর কিচ্ছুটি করার নেই তাদের। ব্যাপারটা, আই মীন সোফিয়ার আসল পরিচয় ওই অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের জেনিটর জানত একমাত্র। কিন্তু পুলিস লোকটাকে ধরার আগেই টাকা দিয়ে তার মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়। এ সব ওপেন সিক্রেট, রানা, নিউ ইয়র্ক ভিশনের ওখানকার প্রতিটি সাংবাদিক-কর্মচারী জানে।'

'আই সী।' নীরবে খানিকক্ষণ গাল চুলকাল রানা। 'কে খুন করেছিল আলবার্তো ফেলিনিকে?'

'সবার ধারণা, ইটোলা গ্র্যানডি। ওর রাইভাল। ও ব্যাটাও ইটালিয়ান। ড্রাগ-মাদক ব্যবসায়ী। লোকটাকে পরে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে আমেরিকান গভর্নমেন্ট। অনুমান, ইটালিতেই কোথাও আত্মগোপন করে আছে গ্র্যাণ্ডি।'

তাই কি? আনমনে ভাবছে রানা, সত্যিই কি ওকে ব্ল্যাকমেইল করতে চেয়েছিল সোফিয়া? এই জন্যেই ওকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল সরেনটো? মনটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে দুলতে লাগল মাসুদ রানার। এত পয়সাওয়ালা লোকের মেয়ে কেন এরকম নোংরা মানসিকতার হবে? কেন ব্ল্যাকমেইলার হবে? না হয় প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ দিতেন না ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান। তাই বলে ব্ল্যাকমেইলার হতে হবে? যার-তার সাথে রাত কাটাতে হবে, শুধুই টাকার জন্যে?

কেন? এত টাকা দিয়ে কি করত সোফিয়া? কিসে খরচ করত? ভাবতে ভাবতে চমকে উঠল ও, ড্রাগ এডিক্ট ছিল না তো মেয়েটি? হ্যাঁ, ঠিক তাই। নিশ্চয়ই হেরোয়িন বা আর কোন দামি

ড্রাগ নিত ও। সেজন্যেই এত অধঃপাতে গিয়েছিল। নইলে আর কি কারণ থাকতে পারে এর পিছনে?

চমক ভাঙল রানার। টনির দিকে ফিরল ও। 'কিছু বলছিলে?'

'বলছি, পরিস্থিতি কেমন মনে হয়? তোমার এর সাথে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা কতটুকু?'

'জড়িয়ে তো অলরেডি পড়েইছি, দোস্ত,' হাসল রানা। 'এখন চেষ্টা করছি কি ভাবে ছাড়ানো যায় প্যাঁচটা।'

'আমি কি তোমার কোন সাহায্যে লাগতে পারি না এ-মুহূর্তে?'

টনি আমান্দোর ডান হাত মুঠো করে ধরে মৃদু চাপ দিল মাসুদ রানা। 'তুমি আমার জন্যে উদ্বিগ্ন ভেবে সত্যিই আমি গর্বিত, টনি। তোমার মত বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। পুরো ঘটনা শুনেও ঝুঁকি নিয়ে আমাকে সাহায্য করতে চাইছ ...'

ঝটকা মেরে হাতটা ছাড়িয়ে নিল সাংবাদিক। তেড়েই এল প্রায়। 'ফের আমার সাথে গালচালাকি? যা জিজ্ঞেস করছি স্রেফ তার উত্তর দাও।'

হেসে ফেলল রানা। 'ঠিক এ-মুহূর্তে তোমার কিছু করার নেই, টনি। প্রয়োজন হলে পরে তোমাকে জানাব আমি।'

'প্রমিজ?'

'প্রমিজ।'

একটু পর বেরিয়ে এল রানা টনি আমান্দোর বাংলো থেকে। ছুটল ভায়া ক্যাভোর। পঁচিশ মিনিট লাগল পৌঁছুতে। অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের অন-ডিউটি অ্যাটেনডেন্টকে সোফিয়ার ফ্ল্যাটে চার-পাঁচটা বড় প্যাকিং বাক্স পাঠিয়ে দেবার নির্দেশ দিয়ে সুটকেস তিনটে নিয়ে লিফটে উঠল রানা। শেরম্যানের দেয়া চাবি দিয়ে

ফ্ল্যাটের ভারি এক পাল্লার দরজাটা খুলল। পা রাখল বিশাল লাউঞ্জে। হাত বাড়িয়ে আলোর সুইচটা টিপে দিতেই এখানে-ওখানে অনেকগুলো আলো জ্বলে উঠল। ঝলমল করে উঠল সুসজ্জিত লাউঞ্জ। সোফিয়ার হাল্কা, মিষ্টি পারফিউমের সুবাস ভেতরের বাতাসে ভর দিয়ে ভাসছে এখনও। কয়েক মুহূর্ত স্থির দাঁড়িয়ে থাকল মাসুদ রানা।

তারপর দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে সিটিং রুমের উদ্দেশে পা বাড়াল। চারদিক তাকিয়ে মনে হল, যেন একটু আগেই ওর সাথে সরেনটো যাওয়ার প্ল্যান আঁটছিল সোফিয়া এই ঘরে বসে। মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে ঠিক এখানে দাঁড়িয়েই মেয়েটিকে শেষবারের মত চুমু খেয়েছিল ও।

পায়ে পায়ে ডেস্কটার সামনে এসে দাঁড়াল রানা। এটার ওপরই ছিল ফিল্‌মের কার্টনগুলো, কিন্তু এখন নেই। সরেনটোর ভিলাতেও ভাল করে খুঁজে দেখেছে রানা, সেখানেও ছিল না। গেল কোথায় তাহলে? কেউ সরিয়ে ফেলেছে?

ডেস্কটার সামনে বসল রানা কার্পেটে হাঁটু মুড়ে। ডানদিকে দুটো ড্রয়ার। খোলাই আছে। সাধারণ নিত্য ব্যবহার্য টুকিটাকি ছাড়া দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত কিছু নেই ওতে। উল্টেপাল্টে দেখল রানা ওগুলো। ওপরেরটায় একটা ছোট্ট নোট প্যাড, দুটো দামি বলপেন, কিছু রাবার ব্যাণ্ড, চুলের ক্লিপ ইত্যাদি অগোছাল অবস্থায় পড়ে আছে। নিচেরটা খালি। বোঝা যায় এর আগে কেউ নিশ্চয়ই হাতিয়ে গেছে ড্রয়ারগুলো। কে হতে পারে? পুলিস? না আর কেউ?

ডোর বেলের ডং ডং আওয়াজে প্রায় চমকে উঠল রানা।

তাড়াতাড়ি এসে দরজা খুলে উঁকি দিল। করিডরে কয়েকটা ফোল্ড করা প্যাকিং বক্স নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অ্যাটেনডেন্ট। মোটা বকশিশ দিয়ে তাকে বিদেয় করল রানা। ওগুলো হলরুমের এক কোণে ফেলে রেখে ভেতরদিকে এগুলো আবার।

সোফিয়ার বেডরুমে এসে নজর বোলাল চারদিকে। বড়সড় রুমটার এক কোণে প্রকাণ্ড এক ক্লজিট। প্রতিটি ড্রয়ার সোফিয়ার দামি দামি ড্রেসে ঠাসা। সব লেটেস্ট মডেলের পোশাক। অবাক হয়ে ভাবল রানা, সামান্য এই ক দিনের মধ্যে এত পোশাক কি ভাবে জোগাড় করল মেয়েটি? এর একটাও ওকে পরতে দেখেনি রানা। অর্থাৎ কিনে রেখে দিয়েছে, পরার সুযোগ হয়নি। এর কোনটার দামই পাঁচশো ডলারের নিচে হবে না।

তৃতীয় ক্লজিটের এক ড্রয়ার ভর্তি শুধু কোট। গুনে দেখল রানা—কুড়িটি। এছাড়া এক ড্রয়ারে দশ-বারো জোড়া শূ এবং সব শেষের ড্রয়ারে শুধু শর্টস। ওটার ভেতরে মাঝারি সাইজের একটা ব্রিফকেস পাওয়া গেল। পাঁচ-ছয় সেট জুয়েলারি আছে ওর মধ্যে। অসহায় দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল রানা। ভেবে পাচ্ছে না একা এতসব জিনিস কি করে গোছগাছ করবে। লিজার কথা মনে পড়ল। মেয়েটা থাকলে সুবিধে হত। আরেকবার চেষ্টা করে দেখা যাক, ফোনের দিকে হাত বাড়াতে বাড়াতে ভাবল রানা, পাওয়া যায় কি না। ভাগ্যটা ভালই, প্রথমবার রিঙ হতেই সাড়া পেল ও লিজার।

'কোথায় তুমি? নেপলস থেকে ফিরে না ফোন করার কথা ছিল?'

'ছিল। এবং করেওছিলাম। পাইনি। সে যাক, তোমাকে খুব

জরুরী দরকার আমার। বেরোতে পারবে?'

'কোথায় যেতে হবে?'

অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকের ঠিকানাটা দিল ওকে রানা। 'ট্যাক্সি নিয়ে চলে এস এখনই। আমি অপেক্ষা করছি।'

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে ঘুরে দাঁড়াতে গিয়েও থেমে গেল রানা। সামনের দেয়ালের গায়ে কয়েকটা আবছা কালচে সংখ্যা চোখে পড়েছে। ঝুঁকে দাঁড়িয়ে সংখ্যাগুলো দেখল রানা। পেন্সিল দিয়ে তাড়াহুড়ো করে লেখা হয়েছে। ওটা সম্ভবত কোন টেলিফোন নাম্বার হবে, ভাবল রানা, রোমের। কিন্তু দেয়ালে কেন লিখে রেখেছে সোফিয়া?

এক মুহূর্ত ভাবল ও। তারপর দ্রুত রিসিভার তুলে নাম্বারটা ঘোরাল। প্রায় সাথে সাথে ওপ্রান্ত থেকে মৃদু কির-কির-কির-কির শব্দ উঠল। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল রানা। ছ বার রিঙ হওয়ার পর কেউ ধরছে না দেখে ফোন রেখে দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় 'ক্লিক' করে আওয়াজ উঠল লাইনে।

পরক্ষণে যেন বোমা পড়ল রানার কানের কাছে। ভীষণ মোটা, কর্কশ একটা কণ্ঠ প্রায় ধমকে উঠল ইটালিয়ান ভাষায়। 'কাকে চাই?'

ঝটকা মেরে রিসিভারটা ছ ইঞ্চি দূরে সরিয়ে নিল ও। এমন অমার্জিত, বিকট কণ্ঠ আর কখনও শোনেনি রানা। চুপ করে থাকল ও। একটা চিকন গলার গান শোনা যাচ্ছে, সম্ভবত রেডিও বাজছে। কয়েক সেকেণ্ড বিরতি দিয়ে আবার খেঁকিয়ে উঠল ইটালিয়ান। 'হ্যালো! হু ইজ ইট?'

লোকটার মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্যে নখ দিয়ে

রিসিভারের মাউথপীসে খড়মড় আওয়াজ তুলল রানা।

'হ্যালো! কথা বলছেন না কেন?'

এর পর পরই একটা সুরেলা নারীকণ্ঠ কানে এল ওর। কণ্ঠধারিণী যে আমেরিকান, বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হল না।

'কাকে ধমকাচ্ছ, সনি? কে টেলিফোন করেছে?'

'কি জানি,' ইংরেজিতে বলল এবার লোকটা। 'কথা বলছে না হারামজাদা,' দড়াম করে আছড়ে ফেলল সে রিসিভার।

আলতো করে রেখে দিল রানা রিসিভার। সনি...ভাবছে ও, এবং তার সঙ্গে আমেরিকান মেয়ে। কি মীন করে ব্যাপারটা? না কি কিছুই মীন করে না? সোফিয়ার সাথে কি সম্পর্ক ছিল এদের? সম্পর্ক যাই হোক, ফোন নাম্বারটা দেয়ালে কেন লিখে রেখেছিল সে? টেলিফোনে আলাপ করার সময় নাম্বারটা ওকে দিয়েছিল সনি বা মেয়েটা? এবং হাতের কাছে কাগজ না পেয়ে তাড়াতাড়ি ওখানে লিখে রেখেছে?

উঁহুঁ, আপনমনে মাথা নাড়ল রানা, মিলছে না । তাই যদি হত, তাহলে ফোন রেখে নাম্বারটা ব্যক্তিগত নোটবুকে টুকে রাখত সোফিয়া শেরম্যান, মুছে ফেলত দেয়ালের লেখাটা। সেটাই ছিল স্বাভাবিক। তাহলে? হলরুমে লিজার সাড়া পেতে ভাবনাটা ভবিষ্যতের জন্যে তুলে রাখল রানা।

'ব্যাপার কি, রানা?' লিজার চোখে সন্দেহের ছায়া দেখতে পেল রানা পরিষ্কার। 'একা একা কি করছ এখানে?'

'সোফিয়ার যাবতীয় জিনিসপত্র বিক্রি করার নির্দেশ দিয়ে গেছেন শেরম্যান। তাই এসব প্যাক করতে এসেছি।'

'বিক্রি করে দিতে বলেছেন? কেন?'

'জানি না। বিক্রি করে যা আসবে, কোন অরফানেজকে সে টাকা ডোনেট করতে হবে।'

'আচ্ছা!'

'আমার দ্বারা এসব হবে না। একটু হেলপ্ কর, প্লীজ।'

'কোন চিন্তা নেই।'

খোলা ক্লজিটের কাছে গিয়ে সোফিয়ার পোশাক, জুতো, জুয়েলারির ওপর নজর বোলাল লিজা। 'মাই গড!' বলল সে, 'লা সেনরিনা বাপের পয়সার শ্রাদ্ধ করেছেন দেখছি রোমে।'

'ঠিকই বলেছ।'

'এটার যা দাম,' একটা ড্রেস তুলে ধরল লিজা, 'তা আমার এক মাসের বেতনের চাইতেও বেশি,' একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মাথা নাড়তে লাগল সে। বলল, 'বেচারি!'

ওর মন্তব্যটা কানে যায়নি রানার। সনির কথা ভাবছে ও। কেন যেন মনে হচ্ছে এই লোকই সেই নীল রেনল্টের আরোহী।

'তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব বলে ভাবছিলাম, রানা,' ইতস্তত ভঙ্গিতে বলল লিজা। 'অবশ্য তুমি যদি মাইণ্ড না কর।'

'শিওর। কি কথা?'

'সেনরিনা সোফিয়া সেদিন ফোনে নিজেকে মিসেস রবার্ট হুইটনি বলে পরিচয় দিয়েছিলেন কেন?'

চমকে উঠল রানা। 'হোয়াট! কি বললে?'

এক দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে আছে লিজা। 'আমি দুঃখিত, রানা। কিন্তু মৃত্যুর আগের দিন সেনরিনা যখন ফোন করলেন তোমাকে, তখন নিজেকে তিনি মিসেস রবার্ট হুইটনি বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। আগে দুয়েকবার টেলিফোনে তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে

আমার। তাঁর গলা আমি চিনি।'

হতভম্বের মত মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে থাকল রানা। বুকের ভেতর ঢিপ ঢিপ করছে। সর্বনাশ! ভাবল ও, ক্যামেরার ফিল্টার কিনে নিয়ে যাওয়ার কথা জানাতে যে ফোন করেছিল সোফিয়া, কথাটা বেমালুম ভুলেই বসে ছিল ও এতদিন। কি উত্তর দেয়া যায় এ প্রশ্নের ভেবে পেল না রানা।

'আর একটা প্রশ্ন করি?'

সম্মোহিতের মত মাথা দোলাল রানা।

'লা সেনরিনার মৃত্যুর ব্যাপারে তোমার কোন হাত নেই, আই বিলীভ?'

'ওহ্, নো! ফর গড্স সেক!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'আমাকে তুমি...'

'অল রাইট, রানা। তোমাকে আমি অবিশ্বাস করি না। তবে কোথাও অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটে গেছে, গত কয়েকদিন তোমার চেহারার পরিবর্তন দেখে বুঝতে পেরেছি আমি। তাই জানতে চাইলাম। সে যাক, এস, এগুলো প্যাকিং শেষ করি আগে। পরে কথা হবে।'

রানাকে প্রায় কিছুই করতে হল না। সব কাজ লিজা একাই করে চলেছে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে এটা-ওটা নিয়ে আলাপ করছে রানার সাথে। কিন্তু জমাতে পারছে না, আগের চেয়ে অনেক গম্ভীর হয়ে গেছে রানা। কথা বলছে না পারতপক্ষে। চেয়ে-চেয়ে দেখছে লিজাকে।

কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে লিজা, এমন সময় বেজে উঠল ডোরবেল। হাত থেমে গেল মেয়েটির, রানার দিকে তাকাল

জিজ্ঞাসু নেত্রে। নীরবে একে অন্যের দিকে চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ।

'কে?' আস্তে করে বলল মেয়েটি একসময়।

উত্তর দিল না মাসুদ রানা। বেরিয়ে এল সিটিংরুম থেকে। বড়সড় হলরুমটা পেরিয়ে এসে দরজার নবে হাত রাখল। আবার বেজে উঠল ডোর বেল। আস্তে করে পাল্লাটা মেলে ধরল রানা।

গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছে লেফটেন্যান্ট ভিটেলা ফ্রেনজি। 'গুড ইভনিং,' ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়ে তোলার ব্যর্থ চেষ্টা করল লোকটা। রানার মনে হল যেন ভেংচে উঠল। 'মে আই কাম ইন?'

পনের

বেঁটে লোকটার শীতল; অভিব্যক্তিহীন মুখের দিকে চেয়ে থাকল মাসুদ রানা। ওর চোখের পাতা বারকয়েক পিট পিট করল। এ লোকটিকে এরকম মুহূর্তে মোটেই আশা করেনি ও। অমন স্থির চোখে চেয়ে আছে কেন ব্যাটা? নাড়ীর স্পন্দন খানিকটা দ্রুততর হল রানার। আবার কোন খারাপ খবর নিয়ে আসেনি তো? রানা-ই যে রবার্ট হুইটনি, জেনে গেছে? খানিকটা হলেও অনুভব করল রানা, পুলিসের সামনে আচমকা পড়ে গেলে অপরাধীর মনের অবস্থা কেমন হয়।

টের পেল, ওর পেছনে সিটিংরুমের দোরগোড়ায় এসে

দাঁড়িয়েছে লিজা। 'গুড ইভনিং, লেফটেন্যান্ট,' বলল সে।

বো করল লোকটা তার উদ্দেশে। দৃষ্টি এখনও রানার মুখের ওপর সেঁটে আছে।

একটু হাসির ভঙ্গি করল রানা জোর করে। সরে দাঁড়াল একপাশে। 'শিওর। ভেতরে আসুন, লেফটেন্যান্ট।'

সঙ্গে আরও একজন আছে। দরজার আড়ালে ছিল বলে দেখতে পায়নি এতক্ষণ ওরা কেউ। এ লোক আরও বেঁটে। খুব শক্তপোক্ত দেহের গঠন। তার ভীষণ চওড়া কব্জি দেখে রীতিমত ঈর্ষা বোধ করল রানা। ভেতরে এসে দাঁড়াল লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজি। মুখটা সামান্য ঘুরিয়ে আগন্তুকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল ওদের। 'সার্জেন্ট মেনিট্টি।'

সিটিংরুমে এসে দাঁড়াল ওরা। সার্জেন্ট এল না। দরজার ফ্রেমে কাঁধের ভর চাপিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল কাত হয়ে। না তাকিয়েও পরিষ্কার টের পাচ্ছে রানা কঠিন দৃষ্টিতে ওকে মাপছে লোকটা।

'হঠাৎ কি মনে করে, লেফটেন্যান্ট?' গলার স্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল রানা। 'আমরা এখানে আছি জানলেন কি করে?'

'এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম,' এদিক-ওদিক তাকাল ফ্রেনজি। বড় বড় প্যাকিং বাক্সগুলোর দিকে তাকাল। 'আলো জ্বলছে দেখে ভাবলাম একবার ঘুরে যাই।'

'বসুন।'

'নো, থ্যাঙ্কস।' ঘুরে ঘুরে প্যাকিং বাক্সগুলো দেখতে লাগল ফ্রেনজি। দু হাত কোটের পকেটে। দু পা এগিয়ে খোলা জানালা

দিয়ে নিচের রাস্তা দেখল কয়েক মুহূর্ত। তারপর ঘুরে দাঁড়াল। 'সেনর রানা, আজ দুপুরে সেনরিনা শেরম্যানের ক্যামেরাটা নিয়ে এসেছেন আপনি, তাই না?'

'হ্যাঁ। লেফটেন্যান্ট গুইডো বলল ওটা আর আপনাদের কোন কাজে লাগবে না, তাই নিয়ে এসেছি।'

'আমিও অবশ্য সেরকমই ভেবেছিলাম প্রথমে,' পকেট থেকে নিজের পছন্দের কটুগন্ধি ইটালিয়ান সিগারেট বের করে ধরাল লেফটেন্যান্ট। জানে এ জিনিস রুচবে না রানার, তাই সাধল না। 'ওটা যদি আরেকবার নিয়ে যেতে চাই আমি, আপনি কি আপত্তি করবেন?'

'না না, কিসের আপত্তি? কাল সকালেই আপনার অফিসে পৌছে দেব ওটা।'

'আজই দিয়ে দিন না। নেই এখানে?'

'সরি, না। ওটা আমার বাংলোয়।'

'আমি যদি আপনার সঙ্গে গিয়ে ওটা কালেক্ট করি, অসুবিধে হবে?'

'মোটেই না। কিন্তু ব্যাপার কি?'

'ওর ভেতরে কোন ফিল্ম্ ছিল না, ব্যাপারটা কেমন অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে। ক্যামেরাটা খুবই দামি, এবং জটিল। চেম্বারে ফিল্ম্ নেই, অথচ ফুটেজ মিটার ইনডিকেট করছে বারো ফিট ফিল্ম্ এক্সপোজ করা হয়েছে। এ নিয়ে এক্সপার্টের সাথে আলাপ করেছি আমি। তার মতে ভেতরের ফিল্ম্ কেউ বের করে নিয়েছে। অবশ্য, নট ইন প্রপার ওয়ে, অফকোর্স। তাই আরেকবার চেক করে দেখতে চাই।'

'বেশ তো।'

'আপনি কিছু আন্দাজ করতে পারেন কে করেছে কাজটা?'

'কোনটা?'

'কে বের করেছে ফিল্ম্‌টা?' আগের চাইতে আরও তীক্ষ্ণ, আরও সতর্ক হয়ে উঠেছে ফ্রেনজির দু-চোখ। মুহূর্তের জন্যেও রানার মুখের ওপর থেকে নজর সরাচ্ছে না সে।

'মনে হয় সোফিয়াই করেছে।'

'সম্ভাবনা কম। ওটা জোর খাটিয়ে বের করা হয়েছে ফিল্ম্‌ চেম্বারের গেট না খুলেই। অর্থাৎ আলোয় নষ্ট হয়ে গেছে পুরো বারো ফিট ফিল্ম্‌। জেনেশুনে অমন কাজ কেন করতে যাবেন লা সেনরিনা?'

দু পা পিছিয়ে একটা চেয়ারে বসল রানা। 'লেফটেন্যান্ট,' বলল ও। 'ব্যাপারটা তো মিটেই গিয়েছিল। তাহলে আবার এসব নিয়ে কেন খোঁচাখুঁচি করছেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল ফ্রেনজি। 'আমি জানতে পেরেছি, লা সেনরিনা সরেনটো যাবার আগে পুরো দশ কার্টন ফিল্ম্‌ কিনেছিলেন। অথচ তার একটাও খুঁজে পাইনি আমি, না এখানে, না সরেনটোয়। আপনার জানা নেই, আজ এখানে এসেছিলাম আমি, তন্ন তন্ন করে সার্চ করে গেছি। পাইনি ওগুলো।'

'তাই নাকি? জানতাম না তো!'

'আপনি কি সেনরিনার জিনিসপত্র সব সরিয়ে নিতে এসেছেন?' বাক্সগুলো দেখালো সে ইশারায়।

'হ্যাঁ। ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যানের সেরকমই নির্দেশ আছে।'

ডান হাতের আঙুলগুলোর নখ পরীক্ষা করে দেখল কিছুক্ষণ

ফ্রেনজি। চোখ না তুলেই বলল, 'কিন্তু আমি দুঃখিত। কাজটা আপাতত বন্ধ রাখতে হবে আপনাকে, মৃত্যু-রহস্য তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত। অ্যাপার্টমেন্টটা সীল করে রেখে যাব আমি।'

কিছু বলল না মাসুদ রানা। আড়চোখে একবার লিজার মুখের দিকে তাকাল। ধরা পড়ে গেল সাথে সাথে। কেমন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে ওর দিকেই চেয়ে ছিল মেয়েটা।

'কিছু না,' আবার বলল লেফটেন্যান্ট। 'রুটিন ওঅর্ক বলতে পারেন একে।'

'কিন্তু আপনাকে তো বলেইছি, অফিসার, মিস্টার শেরম্যান আমাকে বলে গেছেন ব্যাপারটা মিটে গেছে। করোনার মৃত্যুটাকে দুর্ঘটনাজনিত বলে রেকর্ড করতে সম্মত হয়েছেন। আপনার চীফও...।'

মৃদু হাসি ফুটল ফ্রেনজির মুখে। রানার সামনের একটা সোফায় বসল সে। 'ঠিক। কিন্তু সে সিদ্ধান্তটা ছিল তাৎক্ষণিক-ভাবে পাওয়া প্রমাণের ভিত্তিতে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে লা সেনরিনার মৃত্যুটা আসলে হোমিসাইডাল।'

'আপনার তৎপরতায় খুব একটা সন্তুষ্ট হবেন না শেরম্যান।'

'আমার দুর্ভাগ্য।'

'আপনি কি আপনার চীফের সাথে আলোচনা করে নিয়েছেন এ ব্যাপারে? তাঁর সাথেও কথা বলে গেছেন ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান।'

কার্পেটের ওপর ছাই ঝাড়ল লেফটেন্যান্ট ফ্রেনজি। ঘুরে দোরগোড়ায় দাঁড়ানো সার্জেন্ট মেনিট্রির দিকে তাকাল এক পলক। 'হ্যাঁ, কথা বলেছি। চীফ আমার সাথে একমত। তবে আমি জোর দিয়ে বলছি না যে সত্যিই খুন হয়েছেন লা সেনরিনা সোফিয়া।

মৃত্যুটা দুর্ঘটনাজনিত হবার চান্স এখনও আছে। কিন্তু নিখোঁজ ফিল্‌ম্‌, এই দীর্ঘদেহী লোকটা, যাকে ওইদিন সরেনটোয় দেখা গেছে ইত্যাদি দুই একটা ব্যাপার একেবারে উড়িয়ে দিতে পারছি না আমরা। যে-জন্যে বাধ্য হয়েছি আমি নতুন করে তদন্ত শুরু করতে। ইউ নো, আরও একটা ব্যাপার ধাঁধায় ফেলেছে আমাকে। সেনরিনার ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের সাথে কথা বলেছি আমি আজ। শুনেছি, তিনি প্রতি সপ্তায় মাত্র আটশো ডলার পেতেন ইল-সেনর শেরম্যানের কাছ থেকে। রোমে আসার সময় তাঁর সঙ্গে ছিল দুটো মাত্র সুটকেস। অথচ এগুলো দেখুন,' তর্জনী দিয়ে বাক্সগুলো ইঙ্গিত করল লেফটেন্যান্ট। 'এত সব দামি দামি পোশাক সামান্য এই ক দিনের মধ্যে কি করে কিনলেন সেনরিনা? ওরকম দামি একটা গাড়ি কেনার মত এত টাকা কোথায় পেলেন? এই অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়ার বিষয়টাও বিবেচনা করতে হবে। তিনশো ডলার, সেনর রানা, এর প্রতি সপ্তার ভাড়া,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে একটা অসহায় ভঙ্গি করল লোকটা। 'আমার অসুবিধেটা বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই?'

অজান্তেই মাথা ঝাঁকাল ও, বুঝতে পেরেছে। সোফিয়ার অতীত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করেছে লেফটেন্যান্ট, এবং সঠিক পথেই এগোচ্ছে। প্যামেলা শেরম্যানের ফ্যাকাসে মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল রানার। কথাগুলো কানে ভাসছে পরিষ্কার। "প্লীজ, মিস্টার মাসুদ রানা, দয়া করে এসব নোংরা ঘাঁটতে যাবেন না"।

'হুম্‌!' বলল রানা, 'বুঝতে পারছি।'

'চলুন, আপনার ওখানে যাই,' বলল লেফটেন্যান্ট। 'ক্যামেরাটা

পেলে আপনাকে আর বিরক্ত করার দরকার পড়বে না।'

'ও. কে,' চেয়ার ছাড়ল রানা। 'চলুন। লিজা, তুমিও চল। ক্যামেরাটা অফিসারকে দিয়ে ডিনার সেরে নেব বাইরে।'

ডান হাত সামনে বাড়াল ফ্রেনজি। 'অ্যাপার্টমেন্টের চাবিটা, সেনর রানা। ভাববেন না, দু-চারদিনের মধ্যেই ওটা ফিরিয়ে দিতে পারব আপনাকে। আশা করি।'

বিনা বাক্যব্যয়ে চাবিটা দিয়ে দিল রানা। হাত বদল হয়ে চলে গেল ওটা সার্জেন্ট মেনিট্টির পকেটে। ওরা তিনজন লিফটে উঠল এসে। সার্জেন্ট এল না।

'ভাল কথা, সেন্নর রানা, তখন যে গাড়ির নম্বরটা আমাকে দিয়েছিলেন, ওটার সাথে কি সেনরিনা সোফিয়ার কোন সম্পর্ক আছে?' বলল লেফটেন্যান্ট।

খানিকটা কঠিন শোনাল এবার রানার গলা। 'আই টোল্ড ইউ, লেফটেন্যান্ট, ওটাকে কয়েকবার সরেনটোয় দেখেছি আমি। ব্যাস। তার সাথে ওটার সম্পর্ক ছিল কি ছিল না জানা নেই আমার।'

'আই সী।'

লিফট থেকে নেমে কার পার্কে এল ওরা। একটা পিলার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা সোফিয়ার গাড়িটার পাশে এসে দাঁড়াল রানা। 'আপনি কি আমাদের সঙ্গে আসবেন?'

'হ্যাঁ,' ঘুরে নিজের জীপগাড়িটার দিকে তাকাল লেফটেন্যান্ট। 'ওটা মেনিট্টি নিয়ে আসবে,' পিছনের সিটে উঠে বসল সে।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে গাড়ি চালাল রানা। রাত যত বাড়ছে, ট্রাফিকের ভিড়ও যেন ততই বাড়ছে। ফোরামের চারদিকে

পিঁপড়ের মত গিজগিজ করছে অগণিত গাড়ি।

'সেনর, সেনরিনা সোফিয়ার দু একজন ফ্রেণ্ডের নাম জানাতে পারেন আমাকে?'

'সরি, অফিসার,' রিয়ার ভিউ মিররে চোখ রেখে লোকটার মুখের ভাব দেখার চেষ্টা করল রানা। 'এ নিয়ে সম্ভবত আগেও একবার কথা হয়েছে আমাদের।'

'রাইট,' নাকের ডগা চুলকাল ফ্রেনজি, 'সরি।'

ফ্লোর বোর্ডে ধুপ ধুপ আওয়াজ উঠছে। পা ঠুকছে চিন্তিত গোয়েন্দা। 'সেনরিনার সাথে আপনার আলাপ হয়েছে নিশ্চয়ই?'

'অবশ্যই। কিন্তু নিজের ফ্রেণ্ডদের ব্যাপারে কখনই কিছু বলেনি সে আমাকে। আমিও অবশ্য জিজ্ঞেস করিনি।'

'সেনরিনা মারা যাওয়ার দু'দিন আগে তাকে নিয়ে ট্রেভি রেস্টুরেন্টে ডিনার করেছিলেন আপনি, ঠিক না?'

আচমকা কেউ যেন ভয়ঙ্কর এক পাঞ্চ কষেছে রানার হৃৎপিণ্ডের ঠিক নিচে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল ওর। আর কি কি জানে ব্যাটা?

'হ্যাঁ। গিয়েছিলাম। আমি একাই যাচ্ছিলাম অবশ্য। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল । তাই...ভদ্রতার খাতিরেই...'

'দ্যাট'স অল রাইট, সেনর। কোন মেয়েকে নিয়ে ডিনার করার মধ্যে আমি অন্যায় কিছু দেখি না। ওই একবারই বেরিয়েছিলেন আপনারা দু জনে?'

একটা বাঁক নিয়ে গাড়ি সিধে করল রানা। পরিষ্কার শুনতে পেল সশব্দে দম নিচ্ছে লিজা।

'পার্ডন?'

'ফরগেট ইট।'

এক মিনিট পর নিজের বিলাসবহুল বাংলোর গেটের সামনে গাড়ি থামাল রানা। গেট খুলে ভেতরে ঢোকাল গাড়ি।

'তোমরা এগোও,' দরজা খুলে নেমে গেল লিজা। 'আমি আসছি গেট বন্ধ করে।'

পোর্চের নিচে এসে থামল রানা। দু'পাশের দরজা দিয়ে ও আর লেফটেন্যান্ট একই সাথে পা রাখল মাটিতে।

'আসুন,' বলল রানা। ঘাড়ের পিছনটা কেন যেন শিরশির করে উঠল ওর। মেরুদণ্ড বেয়ে ঠাণ্ডা একটা ভয়ের স্রোত নেমে গেল নিচের দিকে। বুঝতে পারছে একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে আছে বেঁটে গোয়েন্দা।

দু পা এগিয়েই থমকে দাঁড়াল ও। বাংলোর সামনের দরজাটা খোলা, খানিকটা ফাঁক হয়ে আছে দেখা যাচ্ছে।

'এনিথিং রং, সেনর রানা?' পিছন থেকে বলল ফ্রেনজি।

'হ্যাঁ। ফ্রন্ট ডোরটা খোলা দেখছি। অথচ...পরিষ্কার মনে আছে, তালা মেরে রেখে গিয়েছিলাম আমি।'

'আপনি শিওর?'

'অফকোর্স,' দৃঢ়স্বরে বলল ও। 'দরজা খোলা রেখে বেরিয়ে পড়ার মত ভুল কখনই হয় না আমার।' দ্রুত পা বাড়াতে যাচ্ছিল রানা, পিছন থেকে ওর কব্জি চেপে ধরল ফ্রেনজি শক্ত করে।

'প্লীজ, আমাকে আগে যেতে দিন,' বলল সে। ওকে পাশ কাটিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেল দরজার দিকে। আস্তে করে দরজা ধাক্কা দিয়ে মেলে ধরল পুরোটা। ঘরের ভেতরে দুশো মাইল বেগে টাইফুন বয়ে গেছে যেন। সমস্ত জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে।

সবগুলো বাতি জ্বলছে ভেতরের।

পুরো বাংলো এক চক্কর দিয়ে এল ওরা। রানার বেডরুমের কাবার্ড হা হা করছে। ভেতরের কাপড়-চোপড় সব গড়াগড়ি খাচ্ছে মাটিতে। রাইটিং টেবিলের ড্রয়ারগুলো খোলা—ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কাগজপত্র। নিচের ড্রয়ারটার তালা ভাঙা দেখেই যা বোঝার বুঝে নিল রানা।

ভেতরে চোখ বোলাবার প্রয়োজন বোধ করল না। ওটার মধ্যে ছিল সোফিয়ার সিনে ক্যামেরাটা। ছিল। এখন নেই!

আগামী খণ্ডে সমাপ্য।